ওয়েবিনার পেপার সংকলন

আইএমইডি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েবিনার পেপার সংকলন

"আইএমইডি'র ওয়েবিনার কার্যক্রম বিষয়ক প্রকাশনা"

প্রকাশনায়:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদ:

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
নাজনীন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মোহাম্মদ রাফিদ শাহরিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রচ্ছদ ভাবনা ও ডিজাইন:

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রকাশকাল:

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/ ১৪ জুন ২০২১

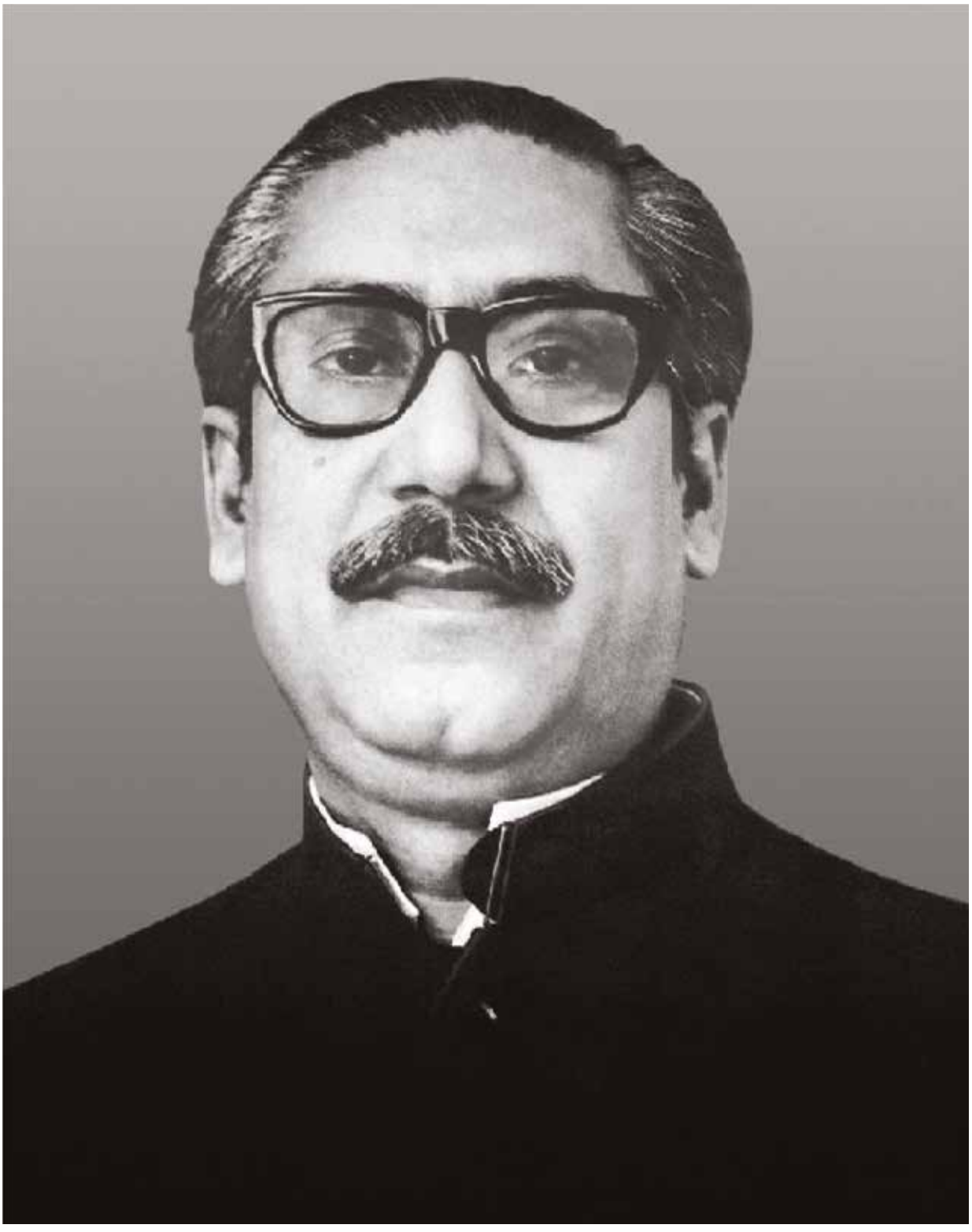

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

“ বাঙালি জাতি এখন বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলছে,
আগামীতেও মাথা উঁচু করে চলবে, সেটাই হবে
আমাদের আজকের দিনের প্রতিজ্ঞা। ”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হার কমিয়ে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নিবিড় পরিবীক্ষণের উপর প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে অনুমোদিত ব্যয় ও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঙ্গসমূহের মানসম্মত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্প গ্রহণ হতে শুরু করে বাস্তবায়নোত্তর পর্যায় পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যেও মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে উত্তম চর্চা হিসেবে আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ওয়েবিনার সিরিজে আইএমইডি'র ৮টি সেক্টর এবং সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট কর্তৃক রূপকল্প ২০৪১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৫), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আএমইডি কর্তৃক আয়োজিত উক্ত ৯টি ওয়েবিনার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। ওয়েবিনারসমূহ থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এ সম্পর্কিত প্রকাশনা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই ওয়েবিনার সিরিজ অনুষ্ঠান ও সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এম. এ. মান্নান, এমপি)

সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সুদূর প্রসারী ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখি-সমৃদ্ধ-উন্নত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই কর্মপ্রবাহের স্রোতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা ও কৌশলের আলোকে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন করে থাকে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে। এসব কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের সরকারের উন্নয়ন দর্শণ, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জন করা প্রয়োজন।

জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে বিবেচনায় নিয়ে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নবতর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উত্তম চর্চা হিসেবে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত বিধি-নিষেধ আরোপ চলমান থাকার মধ্যেই আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৯টি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। এসব ওয়েবিনারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ওয়েবিনার সিরিজে ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর এবং সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর উপস্থাপনায় রূপকল্প ২০৪১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৫), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমি আনন্দিত হয়েছি যে, আএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ৯টি ওয়েবিনার পেপার নিয়ে 'আইএমইডির ওয়েবিনার সংকলন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ওয়েবিনার সিরিজের অর্জিত জ্ঞান এবং এ সম্পর্কিত প্রকাশনা কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে সবিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। এই ওয়েবিনার সিরিজ অনুষ্ঠান ও সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী)

অতিরিক্ত সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়ে সোনার বাংলা বিনির্মাণের আশাবাদ জাগিয়ে তুলেছেন। এই সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুদূর প্রসারী দিক নির্দেশনা, সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখি-সমৃদ্ধ-উন্নত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধমে সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদি কৌশল ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে। এসব কার্যক্রম গঠনমূলকভাবে সম্পাদনের জন্য আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের সরকারের উন্নয়ন দর্শন, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জন করা অনিবার্য প্রয়োজন।

আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইএমইডি'র শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নবতর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উত্তম চর্চা হিসেবে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধিতে সরকার ঘোষিত বিধি-নিষেধ আরোপ চলমান থাকার মধ্যেই আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৯টি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। এসব ওয়েবিনারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর গত ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্লাটফরম ব্যবহার করে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ওয়েবিনার রূপকল্প ২০৪১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৫), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ৯টি ওয়েবিনার পেপার নিয়ে 'আইএমইডির ওয়েবিনার সংকলন' প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলন প্রকাশে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় নিরন্তর উৎসাহ ও অফুরন্ত অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ওয়েবিনারসমূহ আয়োজনে আইএমই বিভাগের সহকর্মীদের আত্মনিয়োগ ও পরিশ্রম বিশেষত উপস্থাপকবৃন্দ এবং মহাপরিচালকগণের অবদান অপরিসীম। দ্রুততার সাথে ওয়েবিনার সংকলন প্রকাশের প্রেক্ষাপটে অনিচ্ছাকৃত যে কোন ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানাই।

ওয়েবিনার সিরিজের অর্জিত জ্ঞান এবং এ সম্পর্কিত সংকলন দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে সবিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আইএমডি'র সহকর্মীবৃন্দ প্রাণবন্তভাবে ওয়েবিনার আয়োজন ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে জ্ঞান অর্জন, দক্ষতার উন্নয়ন ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিমূলক উত্তম চর্চা করেছেন। তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। ওয়েবিনার সিরিজ অনুষ্ঠান ও সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০ বিষয়: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫):	**১৩**
১.১ ওয়েবিনার পেপার	১৫
১.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	১৯
১.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	২৫
১.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	২৮
২.০ বিষয়: রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা	**৩১**
২.১ ওয়েবিনার পেপার	৩৩
২.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	৩৯
২.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	৪১
২.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	৪৩
৩.০ বিষয়: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০	**৪৭**
৩.১ ওয়েবিনার পেপার	৪৯
৩.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	৭৪
৩.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	৭৯
৩.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	৮১
৪.০ বিষয়: চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল	**৮৩**
৪.১ ওয়েবিনার পেপার	৮৫
৪.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	৮৮
৪.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	৯৪
৪.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	৯৭
৫.০ বিষয়: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: আইএমইডি'র ভূমিকা	**১০১**
৫.১ ওয়েবিনার পেপার	
৫.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	১০৩
৫.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	১২৪
৫.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	১৩৭
	১৩৯
৬.০ বিষয়: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	**১৪৫**
৬.১ ওয়েবিনার পেপার	১৪৭
৬.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	১৫৫
৬.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	১৫৮
৬.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	১৬০

৭.০ বিষয়: সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ফরম্যাট	**১৬৫**
৭.১ ওয়েবিনার পেপার	১৬৭
৭.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	১৭১
৭.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	১৭৬
৭.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	১৭৮
৮.০ বিষয়: জাতীয় রেট সিডিউল প্রেক্ষিত আইএমইডি	**১৮১**
৮.১ ওয়েবিনার পেপার	১৮৩
৮.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	১৮৮
৮.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	১৯২
৮.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	১৯৫
৯.০ বিষয়: সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	**২০১**
৯.১ ওয়েবিনার পেপার	২০৩
৯.২ র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন	২০৮
৯.৩ অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা	২১৩
৯.৪ ওয়েবিনার স্ক্রিনশট	২১৬
১০.০ আইএমইডি'র ওয়েবিনার সিরিজ আয়োজন ও সংকলন প্রকাশের ইতিবৃত্ত	**২১৭**

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(২০২১-২০২৫)

উপস্থাপনায়
আইএমইডি'র সেক্টর-০১ এর পক্ষ থেকে
জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

"Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness"

১। পটভূমি/প্রেক্ষাপট:

ক) দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘমেয়াদি (২০২১-২০৪১) দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে;

খ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহিতব্য ০৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা;

গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

ঘ) অষ্টম পঞ্চয়বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে ইতঃপূর্বে গৃহিত ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;

ঙ) অষ্টম পঞ্চয়বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদকালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ স্বল্পন্নোত দেশের কাতার হতে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে।

২। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় করণীয়:

ক) সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীতি ধারাবাহিকতার দিকটিতেও বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কার্যসম্পাদনের যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে সেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে;

খ) কোভিড-১৯ মহামারি অর্থনীতির খাতভিত্তিক সংস্কারের গতি বাড়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে আবার সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে কার্যসম্পাদনে এখনও ব্যবধান রয়েছে;

গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্বসহ বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;

ঘ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে কোভিড-১৯ মহামারীসহ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে একটি সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা (Universal Healthcare System) প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে;

ঙ) কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা এবং প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের হার আরো বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের (NSSS) পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের কাছে আয় স্থানান্তরের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল/পন্থা:

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাজ হবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন শুরু করা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের পাশাপাশি এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে।

৪। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্কিত ০৬টি থিম/বিষয়বস্তু:

- কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট মহামারি থেকে পুনরুদ্ধারে জনস্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় ফিরিয়ে আনা;
- প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিস্তৃত কৌশল গ্রহণ;
- টেকসই উন্নয়নের জন্য পথপরিক্রমা প্রণয়ন, যা হবে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং যা সাফল্যের সাথে অনিবার্য সুষম নগরায়ন পরিচালনা নিশ্চিত করবে;
- ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও উন্নতকরণ;
- ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন।

৫। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য কৌশলসমূহ:

- শ্রমঘন রপ্তানিমুখী ম্যানুফেকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারণ;
- কৃষির বৈচিত্রায়ন;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গতিশীলতা আনয়ন;
- আধুনিক সেবা খাত শক্তিশালীকরণ;
- অ-কৃষিজ ও সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোরদারকরণ।

৬। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের দারিদ্র্য সমস্যা প্রতিরোধে কৌশলসমূহ:

- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং সুবিধাভোগী সংখ্যা বাড়ানো;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরিষেবা গুলোতে আরো দৃষ্টিপাত করা;
- ঋণ, প্রযুক্তি ও বিপণন পরিষেবাদিসহ লক্ষ্যনির্দিষ্ট সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে অ-খামার গ্রামীণ উদ্যোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলো হতে অন্যান্য দেশে অভিবাসন সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যয় মেটাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আইসিটি পরিষেবায় জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো;
- জেলাভিত্তিক আয়ের ধরন বুঝতে এবং অর্থনীতির রূপান্তর ঘটছে কিনা তা বোঝার জন্য বিবিএস এর জেলাভিত্তিক জিডিপি প্রাক্কলন পুনরায় প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৭। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

- ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও একটি কার্যকরী

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- পরিকল্পনা দলিলে জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এসডিজিকে ধারণ করে ১০৪টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়েছে।
- এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও সমাপ্তি মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে।

৮। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধ্যায়সমূহ:

- অধ্যায় ০১: জনপ্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গভর্নেন্স শক্তিশালীকরণ:
  - গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-১: সরকারি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
  - গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-২: বিচার ও আইনের শাসন;
  - গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-৩: অর্থনৈতিক সুশাসন উন্নত করা;
  - গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-৪: স্থানীয় সরকারের সুশাসন উন্নতকরণ/ নিশ্চিতকরণ;
- অধ্যায় ০২: রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ ম্যানুফেকচারিং খাতের উন্নয়ন কৌশল:
- অধ্যায় ০৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেবা খাত সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ:
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থে ১০টি এজেন্ডা;
  - সেবা খাত সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
  - সেবা খাতের দক্ষতা শক্তিশালীকরণ;
  - জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানসমূহ শক্তিশালীকরণ;
  - সরকারী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা;
- অধ্যায় ০৪:
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপ-খাতের কৌশলসমূহ;
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের কৌশলসমূহ;
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য উপ-খাতের কৌশলসমূহ;
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানি ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন);
- অধ্যায় ০৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাতের কৌশলসমূহ:
- অধ্যায় ০৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ:
  - পরিবহন খাতের কৌশলসমূহ;
  - টেলিকমিউনিকেশন খাতের কৌশলসমূহ;
  - ডাক সেবার কৌশলসমূহ;
- অধ্যায় ০৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায়:
  - স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা;
  - উন্নত পরিষেবা সরবরাহ;

- জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGIs) এর রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য কৌশলসমূহ;

➢ অধ্যায় ০৮: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশগত কৌশলসমূহ;

- টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত রাজস্ব আহরণ পদ্ধতির সংস্কার;
- পরিবেশগত রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার;
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (BDP-2100) বাস্তবায়ন করা;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন উপ-খাতের কৌশলসমূহ;

➢ অধ্যায় ০৯: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ন কৌশলসমূহ:

- স্থানিক উন্নয়ন কৌশল;
- প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ কৌশল;
- অবকাঠামো ও পরিষেবাদি উন্নয়নের কৌশলসমূহ;
- নগর জমি এবং আবাসন উন্নয়ন কৌশল;
- নগর পরিবেশ ও দুর্যোগ পরিচালনার কৌশলসমূহ;

➢ অধ্যায় ১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি (HPN) সংক্রান্ত কৌশলসমূহ:

- বাস্তবায়ন সক্ষমতা বাড়ানোর পদ্ধতি;

➢ অধ্যায় ১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাক-শৈশব এবং প্রাথমিক শিক্ষার কৌশলসমূহ:

- প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা;
- প্রাথমিক শিক্ষা;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার কৌশলসমূহ:
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষার কৌশলসমূহ;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার কৌশলসমূহ।

➢ অধ্যায় ১২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

➢ অধ্যায় ১৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, তথ্য ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলসমূহ:

- যুব উন্নয়নের জন্য কৌশল এবং নীতিসমূহ;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ;

➢ অধ্যায় ১৪: অষ্টম পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলসমূহ:

- অষ্টম পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত কৌশলসমূহ;
- অষ্টম পরিকল্পনায় জেন্ডার সংক্রান্ত কৌশলসমূহ;

➢ অধ্যায় ১৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো দক্ষতার সাথে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম;

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

২.০ উপস্থাপনা:

সেমিনারের শুরুতে প্রধান অতিথি আইএমইডি'র সচিব মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ কর্তৃক উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত "অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১ -২০২৫)'' শীর্ষক সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সভার প্রারম্ভে প্রধান অতিথি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সেমিনারের সভাপতি আইএমইডি' র অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন সেমিনারে উপস্থিত সকলের নিকট কর্মশালার উদ্দেশ্য ও আলোচ্যসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এর অংশ হিসেবে কোভিড পরিস্থিতিতে সকলে লকডাউন অবস্থায় থাকা সত্বেও আইএমইডি' র সকল স্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে প্রাথমিকভাবে ২১-০৪-২০২১ তারিখ থেকে ৯টি বিষয়ের উপর অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আইএমইডি' র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -১ কর্তৃক "অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১ – ২০২৫)'' শীর্ষক আজকের এই সেমিনার। সভাপতির অনুমতিক্রমে সেক্টর-১ এর পরিচালক (উপ-সচিব) জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম "অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১ – ২০২৫)'' শীর্ষক সেমিনার পেপার উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান হতে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল মানদণ্ড পূরণ করে ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রথমবারের মত সকল শর্ত পূরণ করেছে। সাফল্যের এই ধারায় উজ্জীবিত হয়ে বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য বিবিধ কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে, স্বপ্নের সেই দেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করবে এবং সকলের জন্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। মূলত প্রথম রূপকল্প ২০২১ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর দেখানো স্বপ্নের উন্নয়নের পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দ্বিতীয় রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়নের কাজ শুরুর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ 'রূপকল্প ২০৪১' -কে ধারণ করে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুমোদিত হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘমেয়াদি (২০২১-২০৪১) দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহিতব্য ০৪টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (BDP 2100) এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে ইতঃপূর্বে গৃহীত ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মেয়াদকালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। তিনি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করণীয়, পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল/ পন্থা, পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্কিত ০৬টি থিম/ বিষয়বস্তু, পরিকল্পনার দারিদ্র্য বান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য কৌশলসমূহ, পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের দারিদ্র্য-সমস্যা প্রতিরোধে কৌশলসমূহ, পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (যার মধ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও একটি কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাত ভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এসডিজিকে ধারণ করে ১০৪টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়েছে। এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও সমাপ্তি মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫টি অধ্যায় রয়েছে। তিনি তাঁর আলোচনায় বিগত ০৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তুলনামূলক চিত্র, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতি, কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে সৃষ্ট দারিদ্র্যের প্রভাব, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত খাত ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপনার পর সভায় প্রতিবেদনের উপর ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৩.০। আলোচনা:

উপস্থাপনা শেষ হলে প্রধান অতিথি আইএমইডি' র সচিব মহোদয় বলেন, যেদিন ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি একনেকে অনুমোদন হয় সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর সাথে অর্থবছর/ সাল অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তীতে অর্থবছর/ সাল ২০২০-২০২৫ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, প্রতিটি পরিকল্পনার একটি ভিশন-মিশন থাকে। আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গেটে যেমন লেখা রয়েছে- এখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে। তেমনি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ৮ম, ৯ম, ১০, ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও একটি স্বপ্ন আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এই পরিকল্পনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ হবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন শুরু করা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের পাশাপাশি এসডিজি' র গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মাঝে ৪টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫টি অধ্যায়ে পরিকল্পনা দলিলে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাত ভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এসডিজিকে ধারণ করে ১০৪টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সেমিনারের বিষয়বস্তুর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রথমে নিজেকে তথ্য সমৃদ্ধ করার এবং পরবর্তীতে আইএমইডি' র কর্মকর্তা হিসেবে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে এবং আইএমইডি' র প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করার সময় এই অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাফল ভিত্তিক, তথ্য ভিত্তিক, পরিসংখ্যান ভিত্তিক, দলিল ভিত্তিক আলোচনা রেখে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা পালন করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব মহোদয় তার আলোচনায় জিইডি'র সদস্য শামসুল হক স্যারের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন- তিনি বলেছিলেন ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সভা সেমিনার হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন আজকের এই সেমিনার করার মাধ্যমে আমরা মেম্বার স্যারের সেই নির্দেশনা শতভাগ পালন করেছি। তিনি আইএমইডি কর্তৃক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে সেমিনার করার বিষয়টি অফিসিয়ালি জিইডিকে অবহিত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। আজকের সেমিনারটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিটি সেমিনারের উপস্থাপনার বিষয়বস্তু, রিপোটিয়ারের রিপোর্টসমূহ সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন আকারে আমাদের লাইব্রেরিতে রাখতে হবে। আমরা একদিন এখানে থাকবো না, কিন্তু আমাদের এই সৃষ্টি এখানে স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে।

অতঃপর আলোচনায় অংশ নেন জনাব সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক। তিনি তাঁর আলোচনায় শুরুতে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চমৎকার একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি। সময় স্বল্পতার কারণে উপস্থাপনার সময় বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সচিব মহোদয় সংক্ষেপে বিস্তৃতভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পিইসি, পিআইসিসহ বিবিধ সভায় অংশগ্রহণকালে আমাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। তিনি আগামীতে এভাবে আরও বিশদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণের আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আলী, পরিচালক (উপ-সচিব) আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালে আইএমইডি কর্তৃক চমৎকার এই আয়োজন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি বলেন, আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে আমরা ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারলাম। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কনটেন্ট অনেক বেশি এবং অনেক ব্যাপক, ফলে এতো স্বল্প সময়ে সবকিছু আলোচনা করা কঠিন। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আবার সুযোগ আসলে আমরা পরিকল্পনাটির অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করতে পারি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক (উপ-সচিব) আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটি রোড ম্যাপ আমাদের জিডিপি গ্রোথ কত হবে তা বিবেচনা করে সরকারের কিছু লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ২০৩০ এর মধ্যে আমরা সবগুলি এসডিজি সূচক অর্জন করব। ২০৪১ এ আমরা উন্নত বিশ্বে যাব এবং ২০৭১ এ বিশ্বের একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব। এই কারণে সরকারের এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে আইএমইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণকালে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বল্প উন্নত ও পশ্চাৎপদ জেলাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলি বিবেচনায়

এনে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ কালে এই বিষয়গুলি মানা হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই প্রকল্প গ্রহণকালে পরামর্শক খাতে অত্যধিক ব্যয় করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শকের প্রয়োজন নেই এমন প্রকল্পেও পরামর্শক ধরা থাকে। পরামর্শক না নিয়ে স্থানীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমেও একই কাজ করা সম্ভব তথাপিও প্রকল্পে পরামর্শক ধরা থাকে। বিষয়গুলি বাস্তবতার নিরিখে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি মহোদয় এ সময় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আজকের এই সেমিনার শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য নয়। আজকের আলোচনা থেকে আমরা প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। তিনি কোভিড পরিস্থিতির কারণে বিগত অর্থবছরে আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কিভাবে কতটুকু বাধাগ্রস্ত করেছে তা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন - আইএমইডি কর্তৃক এনইসিতে উপস্থাপনের জন্য ৯০২ পৃষ্ঠার একটি বই তৈরি করে উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে উপস্থাপনের সময় গ্রাফিক্যালি দেখানো হয়েছিল কোভিড পরিস্থিতির কারণে আমাদের অগ্রগতি কিভাবে কমতে শুরু করেছে।

জনাব মোঃ আহসান হাবিব, পরিচালক (উপ-সচিব) আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন সচিব মহোদয়সহ সকলকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই আমি মূলত কথা বলছি। এত সুন্দর গঠনমূলক তথ্য সমৃদ্ধ একটি উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রকল্প পরিদর্শনসহ বিবিধ সভায় অংশ গ্রহণকালে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিবিধ দিকগুলি কতটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তা দেখা দরকার। একটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বলা হচ্ছে এখানে ক্যালেন্ডার ইয়ার নাকি ফিসক্যাল ইয়ার বোঝান হচ্ছে একটু পরিষ্কার হতে চাই। উপস্থাপনায় যদি ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হতো তাহলে প্রতিবেদনটি আরও ভালো হতো। তিনি বলেন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও সমতা, জলবায়ু বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রধান্য দিয়ে স্লাইড উপস্থাপনা করলে আরও ভালো হতো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি আইএমইডি' র সচিব মহোদয় এ সময় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আমাদের ধারাবাহিক সেমিনারের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ছক পূরণ সম্পর্কে কোন সেমিনারের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্রকল্প প্রণয়ন ছক পুরণ করা সংক্রান্ত একটি সেমিনার আমরা করতে পারি। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পার্থক্য সাদৃশ্যসমূহ নিয়ে সেখানে আলোচনা হতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমরা যদি প্রকল্প প্রণয়ন ছক পূরণ করতে পারি অর্থাৎ এই ছকে প্রতিটি বিষয় যদি ভালোভাবে অবহিত থাকি তাহলে দেখা যাবে যে, আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বেশিরভাগ বিষয়ই সেখানে অন্তর্ভুক্ত আছে। যে প্রকল্পটি নেওয়া হচ্ছে তার মাধ্যমে পরিবেশের উপর এর প্রভাব, দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা, নারী উন্নয়নে এর ভূমিকা কী, দরিদ্র্য নিরসনে প্রকল্পটির ভূমিকা কী, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পটি কী ভূমিকা রাখবে প্রতিটি বিষয় প্রকল্প প্রণয়ন সম্পর্কিত ছক পূরণকালে বর্ণনা করতে হয়। তাই এই ছক পূরণ সম্পর্কিত একটি প্র্যাকটিক্যাল সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। যেখানে একটি কাল্পনিক প্রকল্পকে ধরে ছক পূরণ করার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সেমিনারের সভাপতি আইএমই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, প্রধান অতিথি ও আইএমইডি'র শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয় যে কথাগুলি বলেছেন তা আমাদের প্রত্যেকের মনের কথা। আমরা যখন প্রকল্প মূল্যায়ন করতে যাই তখন দেখি প্রকল্পটি ডিপিপি আরডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা। আমাদের সকলের ডিপিপি/ আরডিপিপি প্রণয়নের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও ডিপিপি/ আরডিপিপিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি অবহিত আছি। তবে আমাদের সকলের ডিপিপি/ আরডিপিপি প্রণয়নের দক্ষতা থাকা উচিত। পাশাপাশি পিইসির কার্যপরিধি, স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি, একনেকে কোন প্রকল্পগুলি অনুমোদনের জন্য যাবে, পরিকল্পনা কমিশন কত টাকা পর্যন্ত প্রকল্প সরাসরি অনুমোদন দিতে পারবে ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে একটি সেমিনার করার উপযোগিতা রয়েছে। আইএমইডি' র কর্মকর্তারা যখন প্রকল্প মনিটরিং/ মূল্যায়ন করবেন তখন যেন প্রকল্প দলিল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে। পরিকল্পনা শৃঙ্খলা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করার শ্রেয়তর উপায় হল ঐ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান প্রয়োগ করা। কারণ প্রকল্প প্রণয়নের সাথে জড়িত অন্যান্য বিভাগ/ সংস্থার কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রকল্প প্রণয়নের স্বচ্ছ ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তাই যখন আমরা তাদের মূল্যায়ন করতে যাব আমাদেরও বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের থেকে বেশি তথ্য সমৃদ্ধ হতে হবে। তাহলেই তাদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। এইসব দিক বিবেচনায় এনে সচিব মহোদয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত একটি সেমিনারের আয়োজন করার ব্যবস্হা গ্রহণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, উপপরিচালক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুন্দর একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য পরিচালক জনাব আশরাফুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠার একটি ডকুমেন্ট তাই এটি কিভাবে সাজানো হয়েছে সে বিষয়ে বর্ণনা থাকলে ভালো হতো। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্দেশনা অনুযায়ী আইএমইডি ফিজিক্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করবে এবং আইএমইডি' র তাঁর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করবে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আইএমইডি প্রতিবছরই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে চলমান এবং সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন করে থাকে। আমরা কিছু কিছু প্রকল্পের ইমপ্যাক্ট নিজস্ব ব্যবস্থাপনা করতে পারি কিনা সে বিষয়গুলি ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমরা যে সেমিনারগুলি করছি এর মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হচ্ছে। প্রকল্প মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে আমরা এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আইএমইডিকে নতুনভাবে প্রকাশ করব- এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি মহোদয় বলেন, সাইফুর রহমানের সর্বশেষ উক্তিটি আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে ''নতুনভাবে আমরা আইএমইডিকে প্রকাশ করব' ' তিনি বলেন প্রতি বছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরের জন্যও আমাদের ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন কাজ করার জন্য। তবে আমরা এবার গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে সরকারের গবেষণা কাজের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান যেমন বুয়েট, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী, বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিআইডিএস, পিএটিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU করে তাদের দিয়ে কাজগুলি করাতে পারি। আমি মনে করি এভাবে যদি সরকারের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন কাজগুলি করি তাহলে আমাদের রিপোর্টের মান বর্তমান পদ্ধতির থেকে আরও ভালো হবে।

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন , পরিচালক সেক্টর-৬ তাঁর আলোচনার শুরুতে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর সুন্দর একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি পরিচালক খলিলের বক্তব্যের রেস ধরে বলতে চাই, আমরা যদি আমাদের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ করে করতে পারি তাহলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। রূপকল্প ২০৪১ এ আমাদের মাথাপিছু আয় ১০৪৫৪ ডলার এবং ডেলটা প্ল্যান ২১০০ - তে মাথাপিছু আয় ১৩৩৭৭ ডলার হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। আমাদেরকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ডেলটা প্ল্যানে বাংলাদেশকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডেলটা প্ল্যানকে উদ্দেশ্য করে ৭ম এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি । সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী, ডিজি সিপিটিইউ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন আমি মনোযোগ নিয়ে চমৎকার একটি আয়োজন শুনছিলাম। সুন্দর একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন. ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দুইটি অংশে বিভক্ত পার্ট ১-এ Macro-Economic Perspective দেওয়া আছে ৬টি Chapter এর মধ্যে সরকারের Overall Achievement সরকার কি করতে চায় তা বর্ণনা করা হয়েছে সরকারে এ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে Economic Growth , Poverty reduction, Equality, Women Empowerment, Macro Economic Management, Infrastructure Management, Human Resource Development , Environment, Climate Change, Disaster Management, Government and Institutions. ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পার্ট-২ এ সেক্টরাল আলোচনার সময় ১৪টি চাপটার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা যদি সেক্টরাল আলোচনায় যেতে পারি তাহলে অরো ভালো হয়। সবগুলি সম্ভব না হলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেক্টর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেলে আমরা আরো অধিক উপকৃত হব। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারের সভাপতি অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বলেন, ডিজি সিপিটিইউ অনেক সুন্দর বলেছেন ৮ম পঞ্চাবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়গুলি আমরা আজকের উপস্থাপনা ও আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। ম্যাক্রো পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে আমরা এখন সেক্টরসমূহ নিয়ে বিস্তারিত জানার কথা ভাবছি। তিনি উপস্থাপনার ৩নং স্লাইডের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখানে পরিকল্পনা দলিলে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাত ভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এসডিজিকে ধারণ করে ৪টি সূচক সমন্বিত একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো সংযোজন করা হয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে Development Result Framework আবার এই কাঠামোর উপর ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলি আমাদের কাজের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়গুলি নিয়ে একটি আলাদা সেমিনার

হতে পারে। কারণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আমাদের প্রধান কাজ। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে তথ্য সমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদের কাছে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সংস্থা থেকে এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেক প্রশ্ন জানতে চাইতে পারে তখন যেন আমরা রিসোর্স পার্সনদের মত করে সকল প্রশ্নের জবাব প্রদান করতে পারি । সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পরিচালক জনাব আইনুল আক্তার পান্না বক্তব্যের শুরুতে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে আইএমইডি কর্তৃক এই উদ্যোগ একটি ভালো উদ্যোগ। সেমিনার থেকে আমরা অনেক তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারছি। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা বই থেকে যতটুকু জেনেছি তার থেকে বেশি আজকের এই উপস্থাপনা এবং সবার অংশগ্রহণমূলক আলোচনা থেকে জেনেছি। সময়ের অভাবে আমরা অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করতে পারিনি সেটা করতে পারলে আরও ভালো হতো। তিনি আইএমইডির WhatsApp গ্রুপে আজকের উপস্থাপনাটি পোস্ট করে দিলে সকলেই উপকৃত হতে পারব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারের মুখ্য আলোচক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর পরিচালক জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়, সভাপতি অতিরিক্ত সচিব মহোদয়সহ উপস্থিত মহাপরিচালক এবং অন্যান্য সকল স্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, আজকের বিবেচ্য বিষয় ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর পরিচালক জনাব আশরাফুল ইসলাম চমৎকার একটি উপস্থাপনা দিয়েছেন। উপস্থাপনা নিয়ে সমালোচনার কোন অবকাশ নেই। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশ আজ যে অবস্থায় গিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে । নিম্ন আয়ের দেশ থেকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা ২০২৪ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব। সেই সাথে ২০৩০ এ SDG'র লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং ২০৪১ এর মধ্যে আমাদের যে পরম লক্ষ্য এ দেশ উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবে। এ দেশ উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছে যাবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ২০৪১ বাস্তবায়ন হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে ৮টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ২টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র এবং স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। আজকের এ সুবর্ণ জয়ন্তীর সময়ে মুজিব বর্ষে জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে চাই কারণ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাঁর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীর পিতার স্বহস্তে স্বাক্ষর এখনও জ্বলজ্বল করছে। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি এর পরে আর কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। তাই আজকের উপস্থাপনার পটভূমিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরলে আরো ভালো হতো। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মপরিধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং নির্বাচনী ইশতেহার কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা কীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করব সে বিষয়গুলিও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যারা বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে নিয়ে আসেন, যারা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ করছে সেই শ্রেণি পেশার মানুষ কোভিডের কারণে কর্মহারা হয়েছেন। অনেকে দেশে এসে আটকা পড়েছেন বিদেশে যেতে পারছেন না। তাদেরকে কীভাবে পুনরায় পুনর্বাসন করা যায় সে ব্যাপারেও এখানে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। সরকারের লক্ষ্য এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ১১.৩৩ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে শিল্প কারখানা গড়ে তুলে এদেশেই অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এই পরিকল্পনায় ৩.২ মিলিয়ন জনসংখ্যাকে বিদেশে চাকুরীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান দারিদ্র্যের হার ২০২০ এ ২০% ছিল সেটা কোভিডের কারণে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯% হয়েছে।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত দারিদ্র্যর হার ১৫.৬% এ নামিয়ে আনা এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪% এ নামিয়ে আনা। এই কাজগুলি করতে গিয়ে সরকারকে অনেক চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষ করে আমাদের উপস্থাপক মহোদয় অধ্যায় ভিত্তিক কথা বলার সময় বলেছেন আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অনুন্নত এলাকার অধিবাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির করা, জনসাধারণকে উৎপাদন-মুখি করার জন্য নানা ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সোশাল সেফটিনেট তৈরি করা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি কাজগুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। এই কাজগুলি আমাদের এই পাঁচ বছরের মধ্যে করতে গেলে আমাদের সকলকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। অনেক কষ্ট করতে হবে। আমরা যখন দেখি আজও বিশ্বে সরকারের সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যখন দেখি আজও মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের দৌরাত্মের কারণে আমাদের সোশাল সেফটিনেট কৌশল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য যে সকল সুযোগ সুবিধাগুলি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকার গ্রহণ করছে। যারা উপকারভোগী হবার কথা তারা না পেয়ে যারা সুবিধাভোগী তারা পাচ্ছে বা তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরা পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পর্যায়ে আমরা এখনো দেখতে পাই সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে কর্মপরিধি অনুযায়ী কাজ করার সমন্বয়ের অভাব। এসব যদি বজায় থাকে তবে

ভবিষ্যতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। আমি মনে করি, সামাজিক কৌশল নির্ধারণ সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করণে, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করণে, কৃষিসহ অকৃষি জীবীদের কাজের সুব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অন্যথায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমাদের অর্থনীতি মূলত রপ্তানি নির্ভর এবং প্রবাসীদের আয়ের উপর নির্ভরশীল। আগামী পাঁচ বছরে সরকারকে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৬৪৯৫৯.৫ বিলিয়ন টাকার প্রয়োজন হবে যার মধ্যে ৮১.০১ ভাগ অর্থ আসবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে ১৮.৯ ভাগ আসবে সরকারি সেক্টর থেকে। প্রাইভেট সেক্টর থেকে এই বিপুল পরিমাণ আয় করতে পারা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকলে আমরা আরো উপকৃত হতে পারতাম। বিশেষ করে দু' একটি স্লাইডেও যদি কৌশল বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হতো তাহলে ভালো হতো । একটি বিষয় আমার মনে হয়, যা উপস্থাপনায় বাদ পড়ে গিয়েছে তা হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট অবজেক্টিভ আছে এই অবজেক্টিভ এখানে সংযোজন করা যেত। পরিশেষে আলোচনার সুযোগ প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করেন।

উপসংহার:

সেমিনারের সমাপনি বক্তব্যে প্রধান অতিথি মহোদয় বলেন আমরা যদি জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাইরে থেকে রিসোর্স পারসন এনে আজকের আলোচ্য বিষয় ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) নিয়ে আলোচনা করতাম তাহলে আমার মনে হয় আমরা আজ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার থেকে বেশি হতো না। তিনি বলেন, প্রতিটি সেমিনারের সেমিনার পেপার রেপোটিয়ারের রিপোর্ট সমন্বিত করে আমরা একটি প্রকাশনা করতে পারি। তিনি সেমিনারে উপস্থিত আইএমইডির সকল কর্মকর্তাকে বলেন প্রতিদিন বিবিধ বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছি, অনেক না জানা বিষয় জানতে পারছি এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা যখন প্রতিবেদন প্রণয়ন করব যখন সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন করব, যখন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত সভা বিশেষ করে পিইসি, পিএসসি, পিআইসি সভায় আইএমইডি' র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করব তখন যেন এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আমরা ঘটাতে পারি। আমাদের লেখনীতে আমাদের বক্তব্য যেন গতানুগতিক না হয়, আমরা যেন নতুন ভাবে আইএমইডি' কে প্রকাশ করতে পারি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে আন্তরিকতার সাথে সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১/০৫/২০২১
(মোঃ আমিনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক
ও
রেপোটিয়ার
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) বিষয়ক সেমিনার

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 22-04-2021 10:45 AM
	Duration (Minutes): 155	End Time: 22-04-2021 01:20 PM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	shohel_bd2002@yahoo.com
4	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED	majid3171965@gmail.com
5	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
6	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
7	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
8	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
9	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
10	Shameem Kibria	shameem16838@gmail.com
11	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
12	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
13	Golam Sarwar	golam.sarwarimed@gmail.com
14	Shahadat Hossain# Director (Social)	
15	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
16	Md. Iman Ali	iman444ali@gmail.com
17	Md. Siddiqur Rahman	
18	Md. Bashir Ahamed# AD#S-5#IMED	
19	Md. Siddiqur Rahman	
20	S Nazim Uddin	
21	Masiur Rahman.DD.IMED (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
22	Md. Ashraful Islam# Director# IMED	
23	Md Azgor	azgor33juimed@gmail.com
24	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com
25	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
26	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	
27	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
28	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
29	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
30	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
31	naznin	

Serial	Name (Original Name)	User Email
32	Ahsan Habib# Director# IMED	
33	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
34	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
35	Pulak Kanti Barua	
36	Mohammad Moyazzem Hossain	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
37	Wahida Hamid	
38	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
39	Mahfuz# DD# CPTU	
40	Mamun sector-6	mamun6692@gmail.com
41	Upama Akter# DD# Sec-4	
42	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
43	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
44	MD. Shahidur Rahman# Librarian	
45	Shamimul Haque (afnan)	
46	Md#Mahbubur Rahman#Director#IMED	jerinmahbub32@gmail.com
47	MD. NASIMUR RAHMAN SHARIF	
48	Kamal Hossain AD	
49	A. A. Mamun# Director(JS)# S-7	
50	Rafiq	
51	Shibli khan	
52	Sujan	
53	04. Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
54	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
55	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
56	Salehin Tanvir Gazi# Director# IMED	
57	Dir#imed#s2	naturebd09@gmail.com
58	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	
59	Sarah Sadia Taznin	
60	Md. Taibur Rahman	trsumon@gmail.com
61	Md Harun Or Rashid	mdharunorrashid1981@gmail.com
62	Md. Aziz Taher Khan# Director# CPTU# IMED	
63	Saiful Islam	
64	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
65	Faisal Kabir	faisalkabir59@gmail.com

Serial	Name (Original Name)	User Email
66	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
67	Aynoorpanna director sec4	
68	Dr. Khan Md. Moniruzzaman	
69	Mohammad Moshiur Rahman Senior Programmer	
70	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
71	Sonia# IMED	
72	Sujan Chandra Bhowmik	
73	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
74	Mustafa Hassan	
75	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com
76	Nahida Akter#DD#Sector-3	
77	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
78	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
79	Mahbub Hossan	mahbub2imed@gmail.com
80	Md.Saiful Islam Director. IMED	
81	Md. Aziz Taher Khan# Director(Joint Secretary)# CPTU# IMED	
82	sarah sadia taznin	farjan812@gmail.com
83	Md Aminul Hoque	
84	Dr. Khan Md. Moniruzzaman	
85	Rejwana Shabnam	
86	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
87	Mohammed Salah Uddin	
88	Salma Begum	
89	Shamimul Haque# Director (JS)# CPTU# IMED	
90	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	
91	Nadira Akhtar# DD# Sector-2# IMED.	

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

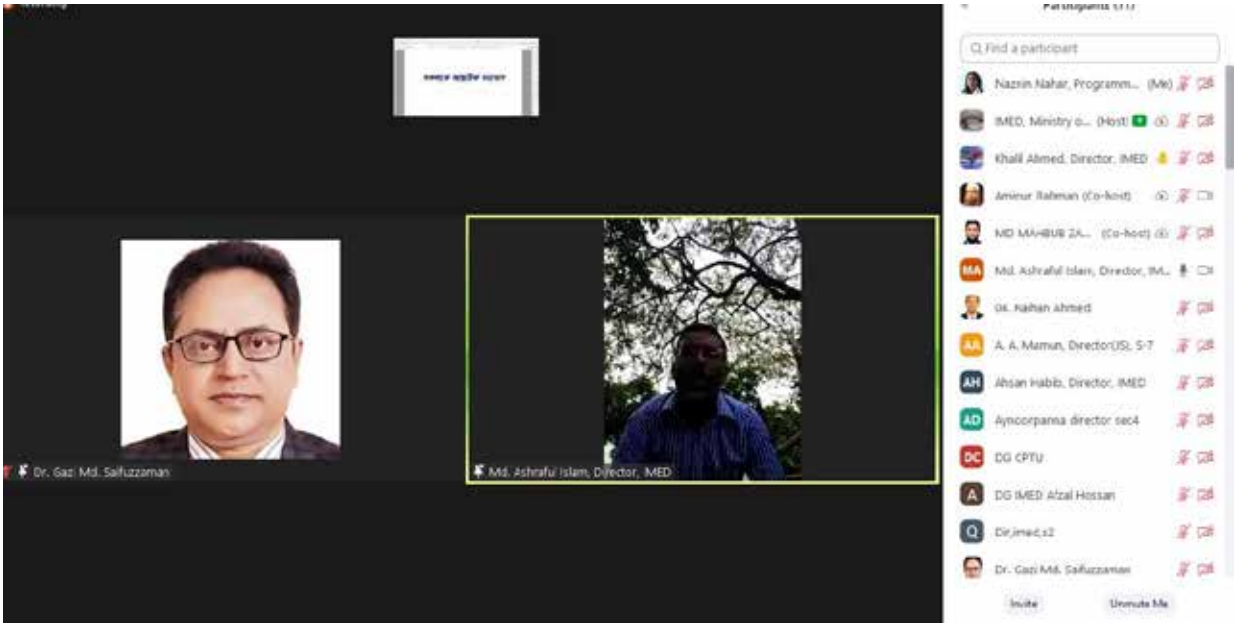

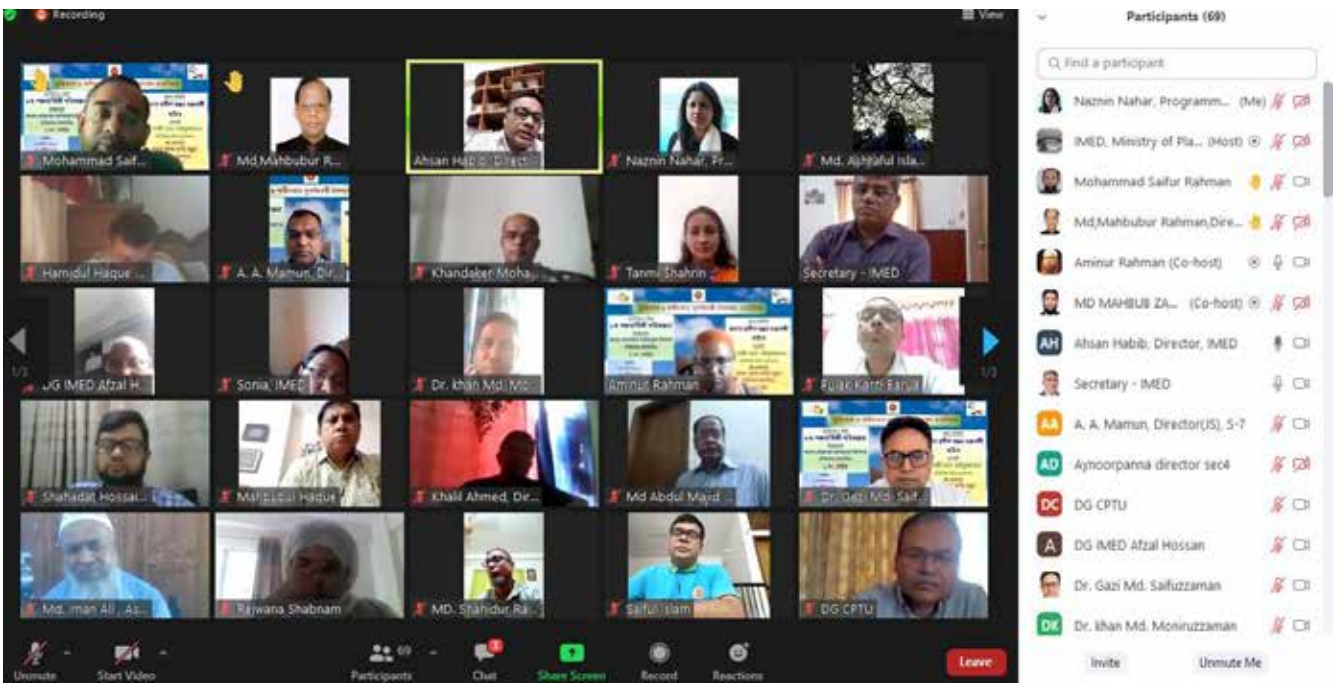

Find a participant
Nazmin Nahar, Programm... (Me)
Khalil Ahmed, Director, IMED
Aminur Rahman (Co-host)
A. A. Mamun, Director(US), S-7
Ahsan Habib, Director, IMED
Aynoorpanna director sec4
DG CPTU
DG IMED Afzal Hossan
Dr. Gazi Md. Saifuzzaman
Invite
Unmute Me
Dr. Gazi Md. Saifuzzaman
Md. Ashraful Islam, Director, IMED

Recording
Participants (69)
Find a participant
Nazmin Nahar, Programm... (Me)
Mohammad Saifur Rahman
Aminur Rahman (Co-host)
Ahsan Habib, Director, IMED
Secretary - IMED
A. A. Mamun, Director(US), S-7
Aynoorpanna director sec4
DG CPTU
DG IMED Afzal Hossan
Dr. Gazi Md. Saifuzzaman
Dr. khan Md. Moniruzzaman
Invite
Unmute Me
Hamidul Haque
Tanmi Shahrin
Secretary - IMED
Aminur Rahman
Khalid Ahmed, Dir...
Rajwana Shabnam
Saiful Islam
DG CPTU
Unmute
Start Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Leave

Recording
Participants (68)
Rejwana Shabnam
Nadira Akhtar,...
Leave

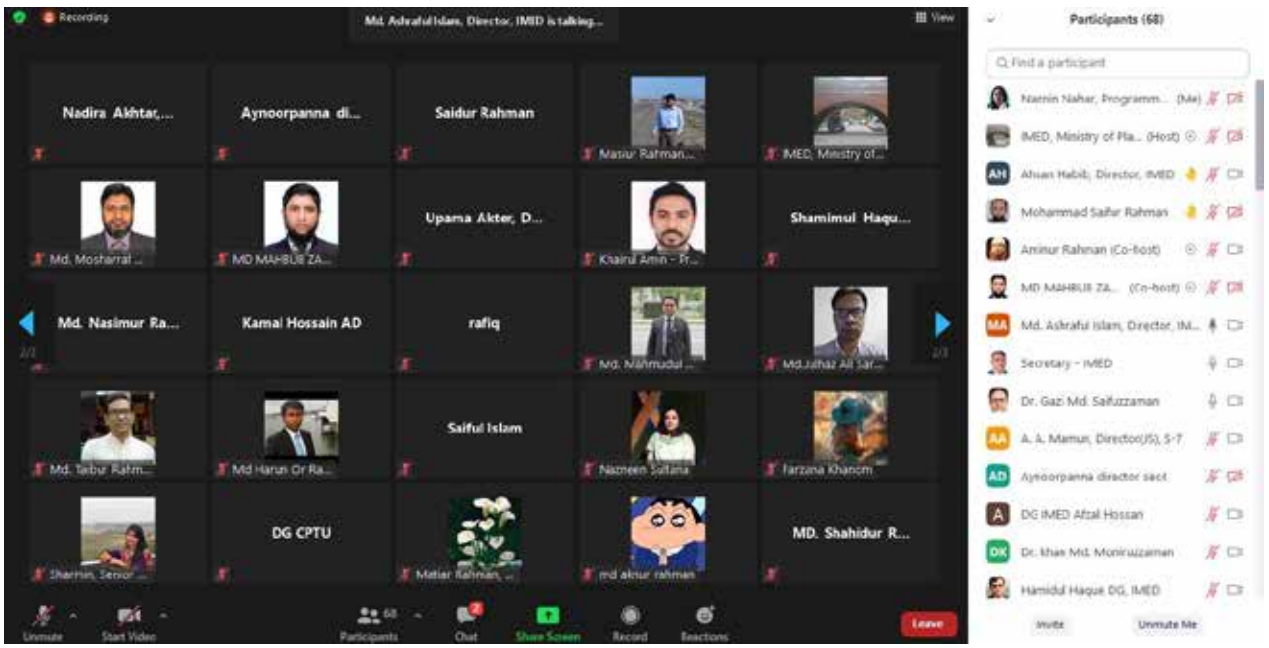

Recording
Md. Ashraful Islam, Director, IMED is talking...
Participants (68)
Nadira Akhtar,...
Aynoorpanna di...
Saidur Rahman
Upama Akter, D...
Shamimul Haqu...
Md. Nasimur Ra...
Kamal Hossain AD
rafiq
Saiful Islam
DG CPTU
MD. Shahidur R...
Leave

রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা

উপস্থাপনায়

আইএমইডি'র সেক্টর-০২ এর পক্ষ থেকে

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান

পরিচালক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা

প্রেক্ষাপট: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাস্তববাদী দূরদর্শী নেতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর লেখায় এবং বক্তৃতায় "সোনার বাংলা" শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর "সামাজিক সমতা ও ন্যায় বিচার" চিন্তা-চেতনাকে অগ্রভাগে ধারণ করে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলা গড়ে তোলা। ১৯৭৫ সালে ঘাতকেরা সপরিবারে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নকেও হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের কাজ শুরু করেন। এরই ধারবাহিকতায় তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালে "দিনবদলের সনদ" নামে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করেন।

রূপকল্প ২০২১ অর্জনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" দলিলটি অনুমোদিত হয়। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে ২০৪১ সালের মধ্যে অর্জনের নিমিত্ত যে সকল অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোই রূপকল্প-২০৪১ হিসেবে অভিহিত।

"রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো। ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার হতে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সকল মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছে। ২০১৫ সালের এমডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনসহ নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত হয়েছে এবং দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) ১৪টি অভীষ্ট ছিল। ১০ বছর পর দেশীয় এবং বৈশ্বিক মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে সেগুলোর অধিকাংশ অর্জিত হয়েছে।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবং বর্তমান সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে (এসডিজি) সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রয়োজন ত্বরিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধির জন্য টেকসই রূপান্তর। এরূপ প্রেক্ষাপটেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রনয়নের কাজ শুরু হয়। উক্ত পরিকল্পনা দলিলের জন্য দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও গবেষকদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠিত হয়। প্রণীত দলিলটি একটি দিক নির্দেশনামূলক দলিল এবং এর উপর ভিত্তি করে চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সেখানে বিস্তারিতভাবে কৌশলসমূহ উল্লেখ থাকবে। ১৯৮ পৃষ্ঠার এই উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে ১২টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট:

(ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২৫০০ মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি।

(খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একটি দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক:

দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:-

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ; ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করা;
- রপ্তানিমুখী মেনুফ্যাকচারিং-এর সাথে শিল্পায়ন কাঠামোগত রূপান্তরকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি প্রাথমিক শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সংযোগ-সেতুর সুবিধা প্রদান করবে;
- নগরায়ন হবে উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা-কৌশলের অপরিহার্য অংশ;
- দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো হবে কার্যকর পরিবেশ তৈরির অপরিহার্য অংশ যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশগত অভিঘাত সহিষ্ণু বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

একটি দক্ষতা-ভিত্তিক সমাজ বিকাশের জন্য বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

সারণি ৩.১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ:

নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি অর্থবছর ২০২০	অভীষ্ট অর্থবছর ২০৩১	অভীষ্ট অর্থবছর ২০৪১
প্রকৃত মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি (%)	৮.১৯	৯.০	৯.৯
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৫	৪.৭	৪.৫
মোট দেশজ আয়ের % হিসেবে			
স্থূল দেশজ বিনিয়োগ (%)	৩২.৭৬	৪১.১৫	৪৬.৯
স্থূল জাতীয় সঞ্চয় (%)	৩১.৩১	৩৭.১৮	৪৩.৯৫
মোট সরকারি রাজস্ব (%)	১০.৪৭	১৯.৫৫	২৪.১৫

মোট সরকারি ব্যয় (%)	১৫.৫২	২৪.৫৫	২৯.১৫
(প্রবৃদ্ধির হার % হিসেবে)			
রপ্তানি	৫.০০	১১.৬৫	১১.০০
আমদানি	৫.০০	১২.০৫	১০.০০
রেমিট্যান্স	৯.০০	৪.৫০	২.০০
দারিদ্র্য (মাথাপিছু হার, %)			
চমর দারিদ্র্য (%)	৯.৩৮	২.২৫	০.৬৮
দারিদ্র্য (%)	১৮.৮২	৭.০২	২.৫৯

উৎস: জিইডি প্রজেকশনস

চারটি সংযুক্ত মডেল নিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার জন্য বিশেষণমূলক কাঠামো গঠিতঃ (১) একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল, (২) কর্মসংস্থান সম্পৃক্ত একটি স্যাটেলাইট মডিউল, (৩) একটি দারিদ্র্য মডিউল এবং (৪) একটি পরিবেশগত মডিউল। বিবিএস, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন উৎস থেকে কাঠামোর জন্য তথ্য সেট সংগৃহীত হয়। এই গতিময় কাঠামো হতে পাওয়া যায় দেশজ আয়, প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন হারের পরিমাণগত প্রাক্কলন।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়বস্তু

"একটি উচ্চ আয় অর্থনীতি অভিমুখে" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে উদ্দীপনাময় সূচনা হিসেবে ধারণ করা হয়েছে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন "দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলাকে।

এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামী দু'দশকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৯.০২ শতাংশ।

প্রবৃদ্ধির এ পথ ধরে ২০৩১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ। তখন মাথাপিছু আয় হবে ৩২৭১ ডলার। ২০৪১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে একুশ কোটি তিন লাখ। যাদের মাথাপিছু আয় হবে ন্যূনতম ১২৫০০ মার্কিন ডলার।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে দেশের "প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের" অঙ্গীকার। এ পরিকল্পনা দাঁড়িয়ে আছে সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা অর্জন-এ চারটি মৌলিক ভিত্তির ওপর।

অধ্যায় তিন এর শিরোনাম "একটি উচ্চ আয় অর্থনীতির দিকে ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো"। আগামী দু'দশক ধরে সামষ্টিক অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচক যেমন: জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিয়োগ, জনসংখ্যা, রাজস্ব আদায়, উন্নয়ন ব্যয়, আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ হার, ব্রডমানি ইত্যাদি। এসকল সূচকের বছরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ "একটি দারিদ্র্য শূন্য দেশ" গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। "কাউকে পেছনে ফেলে নয়" এসডিজি'র এ মূলনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে অনুপ্রেরণা হিসেবে।

"মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic dividend) আহরণ" শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে

সরকারি ব্যয়ের পরিমান ২০১৮ সালে ছিল জিডিপি'র মাত্র ২.০ এবং ০.৭৫ শতাংশ। ২০৪১ সালে ও ব্যয় যথাক্রমে ৪.০ এবং ২.০০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পানা নেয়া হয়েছে।

"একটি উচ্চ আয়ের দেশে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি" শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমাদের কৃষিতে এক মৌলিক রূপান্তর ঘটে চলেছে, যা ২০৪০ এর দশকেও অব্যাহত থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সাথে মানিয়ে চলার জন্য এখানে ০৬টি কৌশলগত কর্মপদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। একইসাথে টেকসই কৃষির বিভিন্ন দিকগুলো বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় (বিডিপি ২১০০) যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যেই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। এ অধ্যায়ে আগামী দু'দশকে কৃষির বাণিজ্যকীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

"একটি ভবিষ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন রফতানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান" শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, শ্রম শক্তির দক্ষতা মান উন্নয়ন, উৎপাদনের সব পর্যায়ে উদ্ভাবন বিস্তারে গবেষণা, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতিকরণ, পিপিপি'র মাধ্যমে অর্থের যোগান, জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করণের।

"একটি উচ্চ আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি" শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ের বর্ণিত কৌশল মোতাবেক সে বছর ৫৬৭৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। এ সময়ে বিদ্যুৎ খাতে যুক্ত হবে পারমাণবিক প্রযুক্তি। ২০৪১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বিন্যাসে ৩৫ শতাংশ হবে কয়লা, ১২ শতাংশ হবে পারমাণবিক, ১ শতাংশ হবে তরল তেল এবং ১শতাংশ হবে জলীয়। বাকী ১৬ শাতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। নবম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে "আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন" শীর্ষক পরিকল্পনা। এখানে অঙ্গীকার করা হয়েছে ২০২০ সালে "নাগরিকের আইসিটি অভিগম্যতার স্কোর ৩৫.৭ থেকে বাড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগদ ৮৫তে উন্নীত করার মাধ্যমে বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জনের"।

"অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ" শীর্ষক দশম অধ্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতিকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আগামী দিনে রফতানি ভাণ্ডারে বৈচিত্র্য আনার জন্য দরকার হবে ভারী যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় মালামাল আমদানি'র। দরকার হবে উৎপাদিত পণ্যের দ্রুত ও সময়মত অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃবাংলাদেশ যোগাযোগ। নগর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমআরটি ও মেট্রোরেলের সংযোগ, মহাসড়ক করিডোরের বর্তমানের গড় গতি ২৫-৩০ কি:মি:/ঘণ্টায় থেকে ৮০/১০০ কি:মি: এ উন্নীতকরণ ও আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা, নৌপথের নাব্যতার উন্নয়ন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে আগামী দু'দশকে।

একাদশ অধ্যয়ে "একটি উচ্চ আয় অর্থনীতিতে নগর পরিবর্তনশীলতার ব্যবস্থা" শীর্ষক পরিকল্পনায় সরকার "আমার গ্রাম আমার শহর" নীতির অধীন গ্রামাঞ্চলে শহরের সব সুবিধা প্রসারিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ঢাকা কেন্দ্রিক নগরায়নের পরিবর্তে অনেক নগর কেন্দ্রের সুষম উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

"একটি গতিশীল প্রাণবন্ত ব-দ্বীপে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভবনা উন্মোচন" শীর্ষক দ্বাদশ এবং শেষ অধ্যয়ে জলবায়ু অভিযোজন প্রচেষ্টা বিধৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণীত "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" এর আওতায় সুনীল অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো ব্যাপক, ঝুঁকিও প্রচুর। কোন দীর্ঘ অভিযাত্রার মতো এই দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় কিছু উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের পথ-নকশা হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১। এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সুফল জনগণের মাঝে যথাযথভাবে বণ্টনের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন খাতের কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয় ও খাতভিত্তিক কৌশলগুলো বলিষ্ঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী, উন্নত এবং দারিদ্র্য শূন্য দেশে রূপান্তরের নিমিত্ত প্রধান কাজ হবে সরকারের নেতৃত্বে নীতি প্রণেতা, বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ সমাজ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অভিযোজনক্ষম একটি জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে সমগ্র সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলা।

উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আন্তঃসম্পর্ক

উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে মেয়াদের দিক থেকে প্রধানত তিন ভাগে বিবেচনা করা হয়:-

ক) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
⇧	
খ) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
⇧	
গ) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা

এ সকল পরিকল্পনার উলম্ব (Vertical) এবং আনুভূমিক (Horizontal) সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নিম্নের চিত্রে দেখা যায়:

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (২১০০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ২০৩০
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এই উলম্ব সম্পর্ক (Vertical relationship) হয়ে থাকে ফলাফল এবং কৌশলিক বিবেচনায় সহায়ক ও পরিপূরক ধরনের আন্তঃ নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফলের উপর নির্ভর করে এডিপির কৌশল ও ফলাফলের সার্থকতা, আবার এডিপির কৌশল ও ফলাফলের উপর নির্ভর করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও ফলাফলের সার্থকতা। তেমনই ভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও ফলাফলের সার্থকতার উপর নির্ভর করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কৌশল ও ফলাফলের সার্থকতা।

রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র সম্পৃক্ততা

আইএমইডি'র সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে চিত্রটির সবচেয়ে Bottom line এ, তথা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে। মূলত

প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হলে ঊর্ধ্বমুখী পরিকল্পনাসমূহের প্রক্ষেপণকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। প্রকল্প প্রনয়ণের নির্ধারিত ফরমেট এর ২৬ নং দফায় স্পষ্ট বলা আছে "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা/ মন্ত্রণালয়/ সেক্টরের অগ্রাধিকারের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা (সংশ্লিষ্ট দলিলের অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে উক্ত পৃষ্ঠাসমূহ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে)"।

রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা

আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ PEC সভায় ২৬ নং দফাটির সুনির্দিষ্ট প্রতিপালনে ভূমিকা রাখতে পারেন। একই ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাজ এবং পণ্যের গুণগতমান, ক্রয়প্রক্রিয়ার যথার্থতা পরিবীক্ষণের মাধ্যমে, নির্ধারিত সময়ে ও প্রাক্কলিত ব্যয়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টিকে মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। একইসাথে প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্জিত ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার কৌশলিক এবং উদ্দেশ্যগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরতে পারেন।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) দলিলের বিভিন্ন অধ্যায়ে টেকসই কৃষি, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অবকাঠামো নেটওয়ার্ক এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনী চিন্তা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। আইএমইডি প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিষয়েও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে। সেক্ষেত্রে রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর কার্যপদ্ধতি এবং কৌশলের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে আইএমইডি এবং সিপিটিইউ এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

সহায়কসূত্র:

০১। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০২১ - ২০৪১ প্রকাশনায়: জিইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;

০২। দৈনিক যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০২০;

০৩। উইকিপিডিয়া।

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়ঃ <u>"রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা" শীর্ষক ওয়েবিনারের ওপর র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদন।</u>

প্রধান অতিথি : জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব, আইএমইডি

সভাপতি : ড: গাজী মো: সাইফুজ্জমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি

মূখ্য আলোচক : জনাব এস.এম. হামিদুল হক
মহাপরিচালক, সেক্টর-২, আইএমইডি

ওয়েবিনারের তারিখ ও সময়: ২৮/০৪/২০২১; সকাল ১০.০০ টা

মাধ্যম : জুম প্ল্যাটফর্ম।

উপস্থাপনা: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির উপর আয়োজিত ওয়েবিনারের অংশ হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক "রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা" শীর্ষক ওয়েবিনার অনলাইন মাধ্যম জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ওয়েবিনারে আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য ওয়েবিনারের পেপার উপস্থাপন করেন আইএমইডি'র সেক্টর-২ এর পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান।

উপস্থাপনার আলোচ্য বিষয় ছিল-রূপকল্প-২০৪১ এর প্রেক্ষাপট, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক এবং অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আন্ত:সম্পর্ক, রূপকল্প অর্জনে আইএমইডি'র সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের কাজ শুরু করেন। এরই ধারবাহিকতায় দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করেন।

"রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার হতে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সকল মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) ১৪টি অভীষ্ট ছিল। ১০ বছর পর দেশীয় এবং বৈশ্বিক মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে সেগুলোর অধিকাংশ অর্জিত হয়েছে।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবং টেকসই উন্নয়নকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১ তম) প্রণয়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন ও গৃহীত হয়েছে।

রূপকল্প-২০৪১ এর প্রধান দু'টি অভীষ্ট:

- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২৫০০ মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি।
- বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

সুপারিশঃ ওয়েবিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) দলিলের বিভিন্ন অধ্যায়ে টেকসই কৃষি, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অবকাঠামো নেটওয়ার্ক এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনী চিন্তা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। আইএমইডি প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিষয়েও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে। সেক্ষেত্রে রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর কার্যপদ্ধতি এবং কৌশলের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে আইএমইডি এবং সিপিটিইউ এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

আলোচনা: উক্ত ওয়েবিনারে রূপকল্প-২০৪১ এর ওপর বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা হয়:
ক) আলোচনায় অংশ নিয়ে এ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে অতিমারী COVID-19 এর কারণে অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাস মোতাবেক দারিদ্র্যতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে দারিদ্র্যতার হার ২০৩১ সালে ১৮.৮২% হতে ৭.০২% এ নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালে ২.৫৯% এ হ্রাস পাওয়ার যে প্রক্ষেপণ করা হয় তা অর্জন করা কঠিন হবে। এ অবস্থায়, এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

খ) আইএমইডি'র মহাপরিচালক জনাব এস এম হামিদুল হক বলেন যে, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) অর্জনে আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন পর্যায়ে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে। প্রকল্প পরিকল্পনা মাফিক গৃহীত হলে উদ্দিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্জন করা মোটেই কঠিন হবে না। তাছাড়া, এ রূপকল্প অর্জনে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) কে কাজে লাগাতে হবে এবং প্রকল্প মনিটরিংকালে প্রকল্পের আউটপুট ও আউটকাম এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

গ) আলোচনায় অংশ নিয়ে আইএমইডি'র সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন যে, রূপকল্প-২০৪১ "সোনার বাংলা" গঠনে অন্যতম একটি পরিকল্পনা। আইএমইডি'র ম্যান্ডেটভুক্ত প্রত্যেকটি কাজে এ রূপকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ এবং ঐ সকল প্রকল্পের সময়ানুগ ও সফল বাস্তবায়নের উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৪/২০২১
সঞ্জয় কর্মকার
মূল্যায়ন কর্মকর্তা, আইএমইডি ও সহকারী র‍্যাপোর্টিয়ার
রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা শীর্ষক ওয়েবিনার।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৪/২০২১
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান মিয়া
উপপরিচালক, আইএমইডি ও র‍্যাপোর্টিয়ার
রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র
ভূমিকা শীর্ষক ওয়েবিনার।

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 28-04-2021 09:28:50 AM
	Duration (Minutes): 138	End Time: 28-04-2021 11:46:47 AM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	
4	Md. Abdul Majid #DG #IMED	majid3171965@gmail.com
5	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
6	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
7	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
8	A. A. Mamun# Director(JS)	
9	Nadira Akhtar# DD# Sector-2.	
10	Md.Mahbubur Rahman#Director#IMED	jerinmahbub32@gmail.com
11	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
12	Nahida Akter#DD# Sec-3	
13	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
14	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন# প্রোগ্রামার	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
15	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
16	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
17	Muhammad Hamidur Rahman# Evaluation Officer# IMED	
18	Kamal Hossain AD	
19	Mijanur Rahman Miah DD#IMED	mijanrajbari@gmail.com
20	Aynoor Panna	aynoorpanna@gmail.com
21	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
22	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
23	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
24	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
25	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
26	Shameem Kibria#DD#CPTU#IMED	shameem16838@gmail.com
27	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
28	MD. Shahidur Rahman# Librarian	msrahman197289@gmail.com
29	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
30	Shibli khan# personal officer	
31	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
32	Shamimul Haque# Director(JS)# CPTU	
33	S Nazim Uddin (S Nazim Uddin)	
34	Md. Bashir Ahamed# AD#S-5#IMED	
35	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
36	Mamun sec-6	mamun6692@gmail.com
37	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
38	Upama Akter	upamaomar@gmail.com
39	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
40	Pulalk Kanti Barua	
41	Salehin Tanvir Gazi	stgazi@gmail.com
42	Ahsan Habib#Director#IMED	habib15715@gmail.com
43	Rejwana Shabnam	

44	dir#imed#s2	
45	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
46	Mustafa Hassan	
47	Md Harun Or Rashid	mdharunorrashid1981@gmail.com
48	Siddiqur Rahman	siddiqrahman2010@gmail.com
49	SHAHADAT Hossain# Director	shossain20@yahoo.com
50	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
51	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
52	khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	khmohaiminul@gmail.com
53	Sonia# IMED	
54	Nasimur Sharif	
55	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
56	Muhmmed Ashraful Islam# Director	
57	Mijanur Rahman Miah # DD# IMED	sadidrajbari@gmail.com
58	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	
59	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
60	Sujan Chandra Bhowmik	
61	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
62	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
63	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
64	Md. Taibur Rahman# Director	
65	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
66	Md. Aziz Taher Khan# Director(Joint Secretary)# CPTU# IMED	
67	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
68	AynoorPanna Director#sector4	
69	Nadira Akhtar (Galaxy J7 Pro)	
70	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
71	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
72	Shamimul Haque# Director (Joint Secretary)# CPTU	
73	Nadira Akhtar # DD# Sector-2# IMED.	
74	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
75	Md. Aziz Taher Khan# Director# CPTU# IMED	
76	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
77	Golam Sarwar	golam.sarwarimed@gmail.com
78	Md Aminul Hoque	
79	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com
80	Sarah Sadia Taznin	
81	Saiful Islam	

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

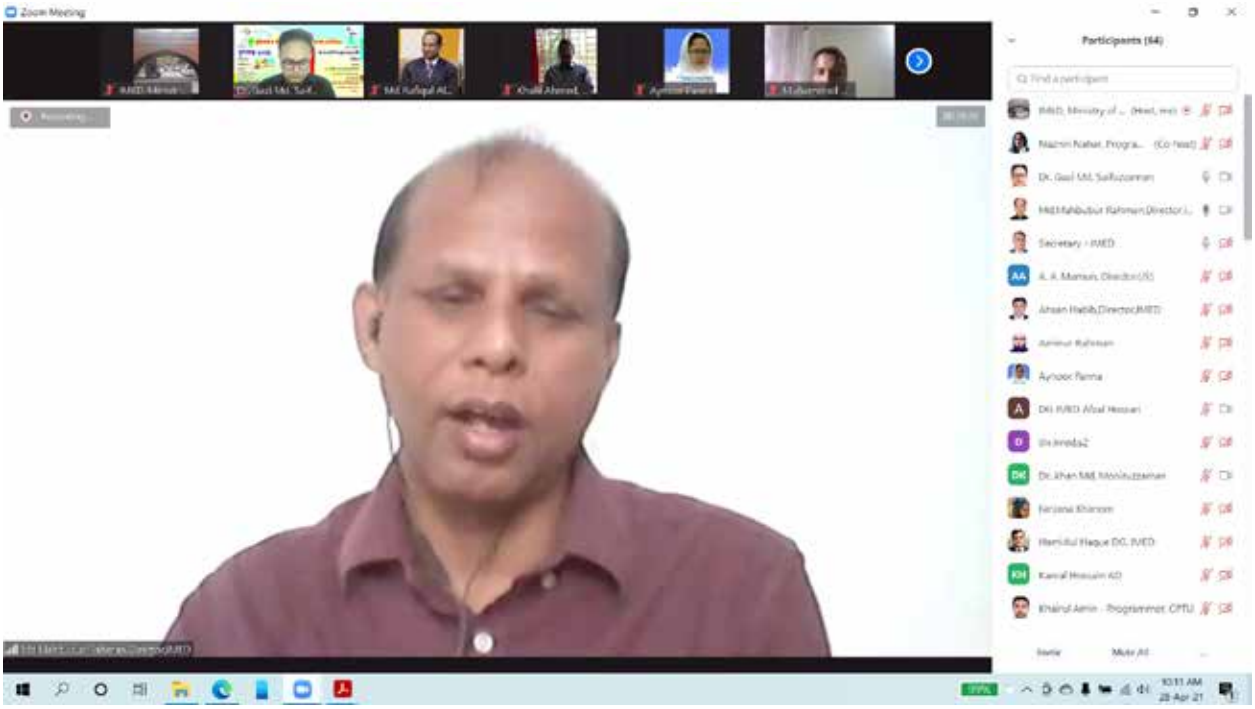

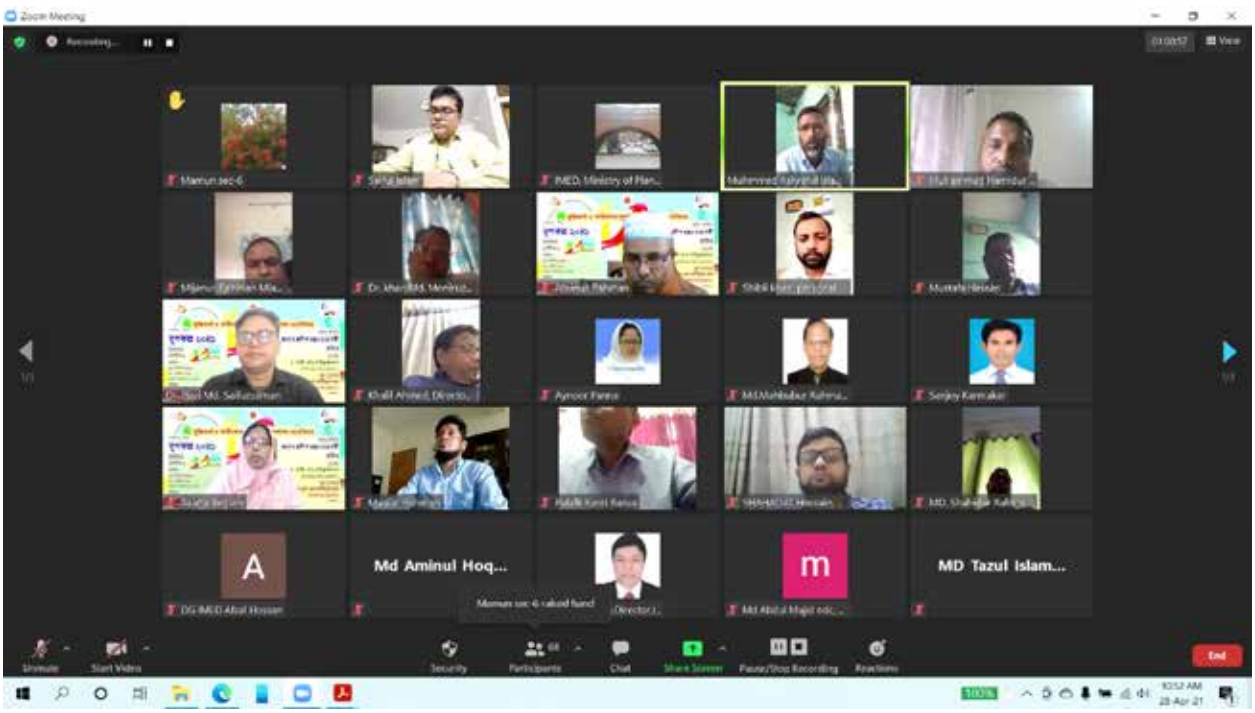

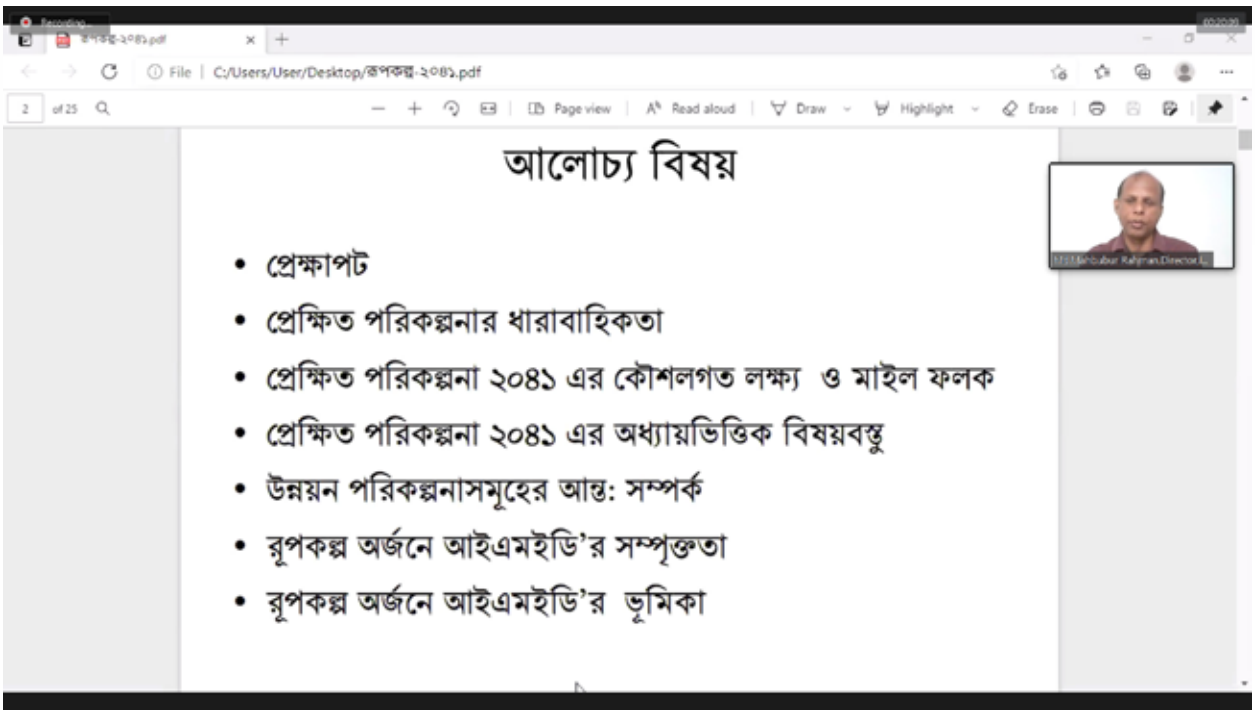
আলোচ্য বিষয়
প্রেক্ষাপট
প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইল ফলক
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু
উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আন্ত: সম্পর্ক
রূপকল্প অর্জনে আইএমইডি'র সম্পৃক্ততা
রূপকল্প অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা

Mohammed Ashraful Islam, Director is talking...
Md. Aziz Taher...
khandaker Moh...
Mohammad Mo...
Tanmi Shahrin
Sujan Chandra...
A. A. Mamun, D...
Nahida Akter,D...
S Nazim Uddin,...
Rejwana Shabn...
dir,imed,s2

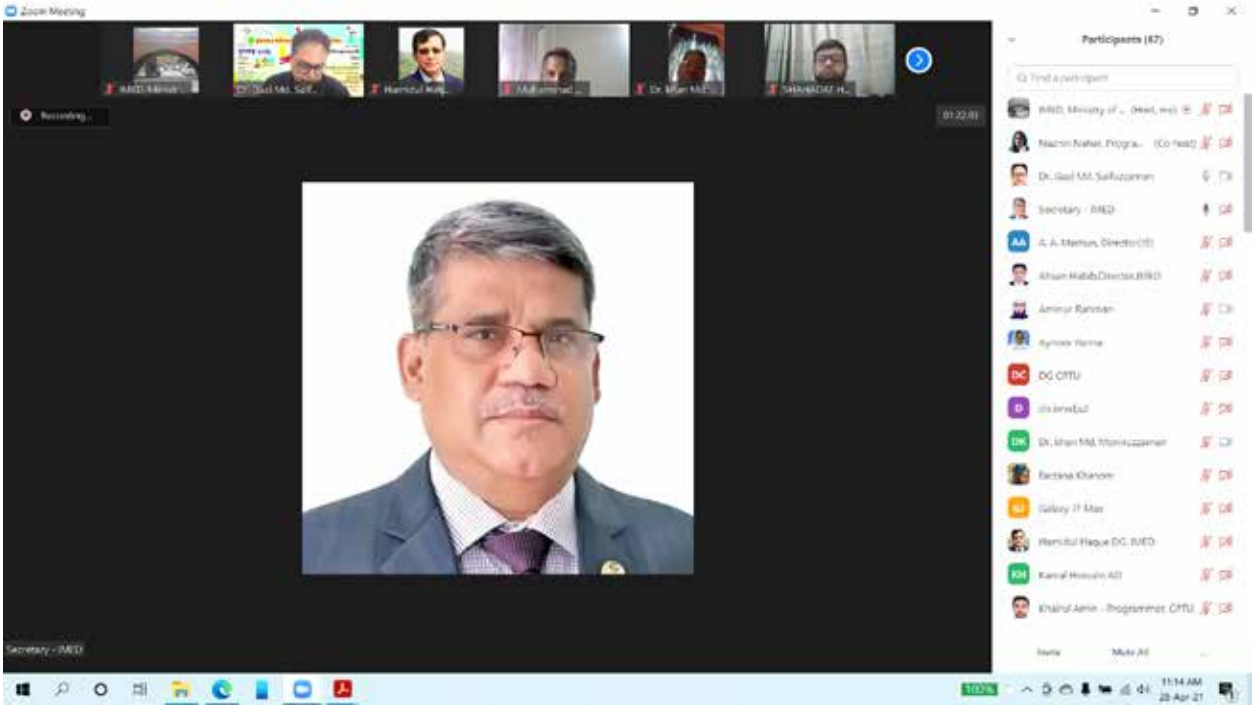
Zoom Meeting
Participants (67)
Secretary - IMED

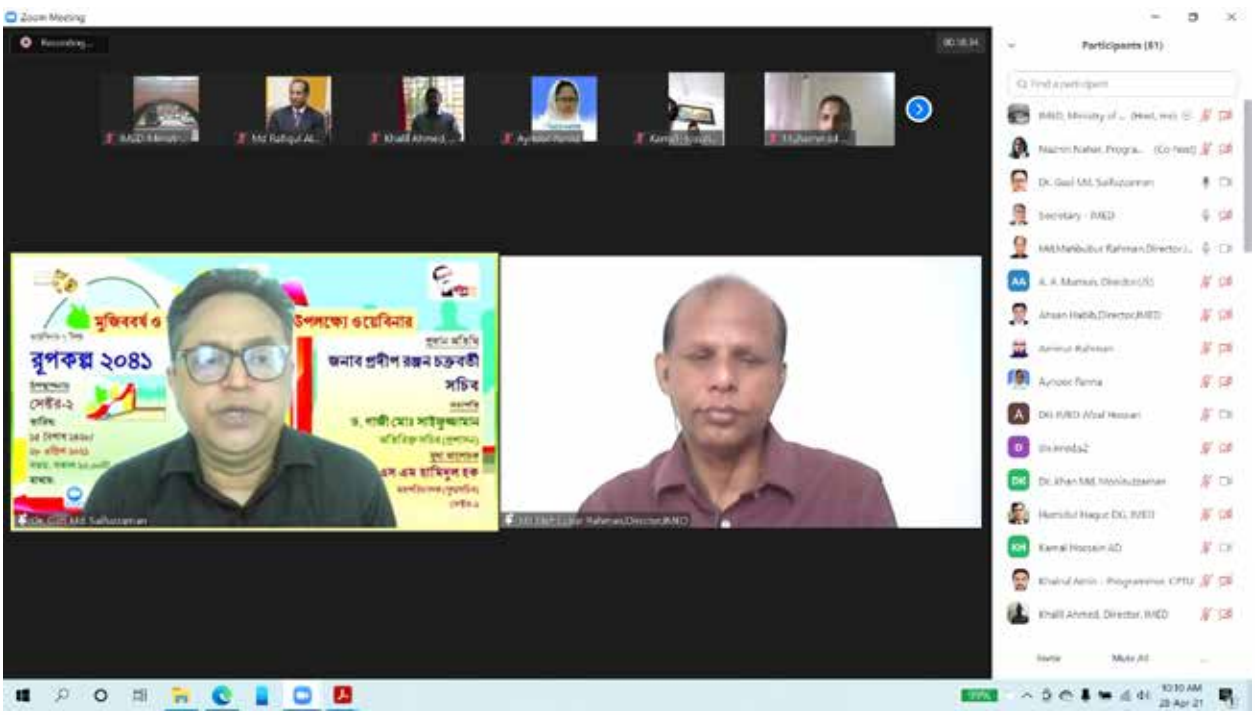
Zoom Meeting
Participants (61)
মুজিববর্ষ ও
উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার
রূপকল্প ২০৪১
জনাব প্রবীণ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

মুজিববর্ষ ও
পলক্ষ্যে ওয়েবিনার
রূপকল্প ২০৪১
উপস্থাপনায়
সেক্টর-২
তারিখ:
১৫ বৈশাখ ১৪২৮/
২৮ এপ্রিল ২০২১
সময়: সকাল ১০.০০টা
মাধ্যম:
প্রধান অতিথি
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব
সভাপতি
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুখ্য আলোচক
স এম হামিদুল হক
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
সেক্টর-২

S Nazim Uddin,...
Rejwana Shabn...
dir,imed,s2
Sonia, IMED
Nasimur Sharif
Md. Taibur Rah...
Saidur Rahman
Nadira Akhtar,...
Md. Bashir Aha...
Kamal Hossain...
Shamimul Haqu...

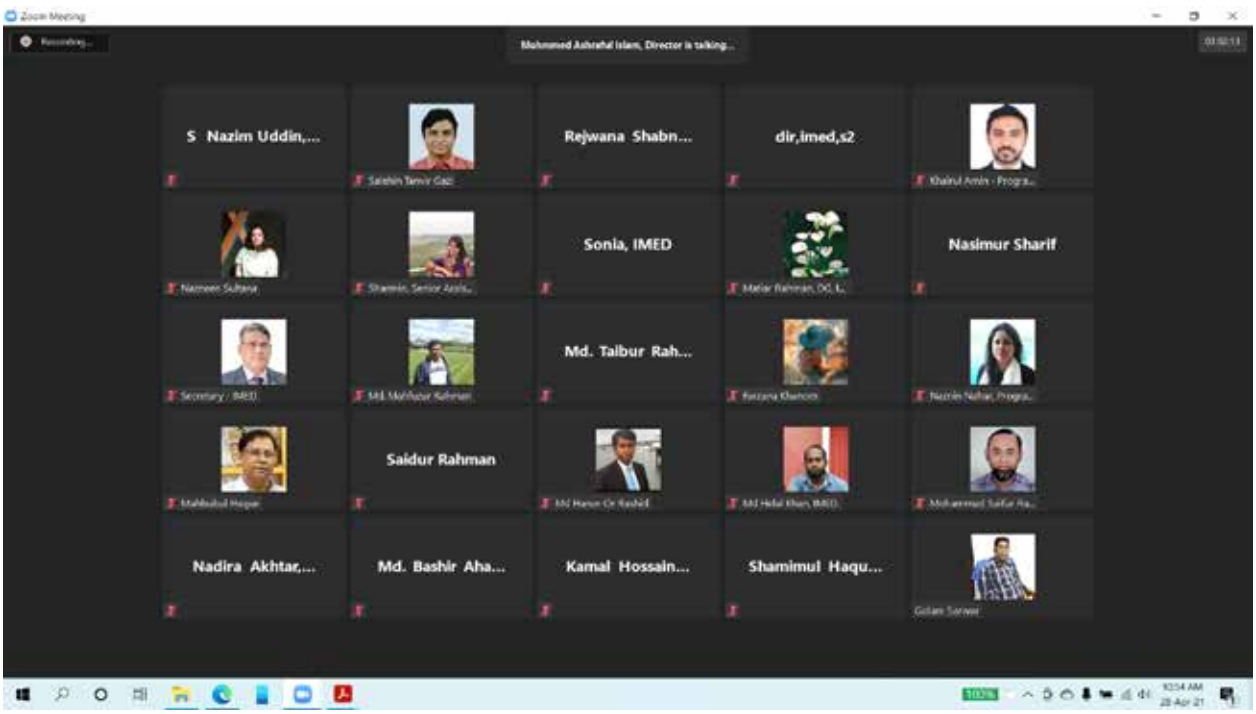

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০

উপস্থাপনায়

আইএমইডি'র সেক্টর-০৩ এর পক্ষ থেকে

জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আলী

পরিচালক (উপসচিব)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৩, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

Sustainable Development Goals-2030

Introduction

The United Nations (UN) Member States formally adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda on 25 September 2015. The Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a «blueprint to achieve a better and more sustainable future for all». The SDGs were set up in 2015 by the United Nations General Assembly and all These 17 Sustainable Development Goals are intended to be achieved by the year 2030. They are included in a UN Resolution called the 2030 Agenda or what is colloquially known as Agenda 2030

Though the goals are broad and interdependent, two years later (6th of July,2017) the SDGs were made more "actionable" by a UN Resolution adopted by the General Assembly. The resolution identifies specific targets for each goal, along with indicators that are being used to measure progress toward each target. The year by which the target is meant to be achieved is usually between 2020 and 2030. For some of the targets, no end date is given.

The 17 SDGs, and its associated 169 targets with 247 indicators, aim to end poverty, hunger and inequality; act on climate change and the environment; improve access to health and education; care for people and the planet; and build strong institutions and partnerships. The SDGs are a follow-up on the Millennium Development Goals (MDGs) adopted in 2000. However, SDGs differ from MDGs in various aspects. SDGs want to ensure that 'No One Is Left Behind!'.

SDG Goals are:

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Goal 10. Reduce inequality within and among countries

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

Targets and indicators

Each goal typically has 8–12 targets, and each target has between 1 and 4 indicators used to measure progress toward reaching the targets. The targets are either "outcome" targets (circumstances to be attained) or "means of implementation" targets. The latter targets were introduced late in the process of negotiating the SDGs to address the concern of some Member States about how the SDGs were to be achieved. Goal 17 is wholly about how the SDGs will be achieved.

Each of the 17 SDGs has specific targets and there are 169 targets to be achieved by 2030.

Sustainable Development Goal 1

The goal has seven targets and 13 indicators to measure progress

Five of the targets are to be reached by 2030, and two have no specified date.

Target 1.1: Eradicate extreme poverty

"By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.90 a day."

Target 1.1 includes one indicator: Indicator 1.1.1 is the "Proportion of population living below the international poverty line aggregated by sex, age, employment status, and geographical location (urban/rural)".

Target 1.2: Reduce poverty by at least 50%

"By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions."

Indicators include:

- Indicator 1.2.1: Proportion of population living below the national poverty line.
- Indicator 1.2.2: Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions.

Target 1.3: Implement nationally appropriate social protection systems

Indicator 1.3.1 is the "Proportion of population covered by social protection systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, work-injury victims and the poor and the vulnerable".

Target 1.4: Equal rights to ownership, basic services, technology, and economic resources.

Its two indicators are:

- Indicator 1.4.1: Proportion of population living in households with access to basic services.
- Indicator 1.4.2: Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, (a) with legally recognized documentation, and (b) who perceive their rights to land as secure, by sex and type of tenure.

Target 1.5: Build resilience to environmental, economic, and social disasters.

It has four indicators:

- Indicator 1.5.1: Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters.
- Indicator 1.5.2: Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP).
- Indicator 1.5.3: Number of countries that adopt and implement national disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
- Indicator 1.5.4: Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with national disaster risk reduction strategies.

Target 1.a: Mobilization of resources to end poverty

It has three indicators:

- Indicator 1.a.1: Proportion of domestically generated resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes.
- Indicator 1.a.2: Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection).
- Indicator 1.a.3: Sum of total grants and non-debt-creating inflows directly allocated to poverty reduction programmes as a proportion of GDP.

Target 1.b: Establishment of poverty eradication policy frameworks at all levels.

It has one indicator: Indicator 1.b.1 is the "Pro-poor public social spending".

Custodian agencies

Custodian agencies are in charge of measuring the progress of the indicators:

- For Indicator 1.1.1: World Bank (WB) and ILO
- For Indicator 1.2.1: World Bank (WB)
- For Indicator 1.2.2: National Statistics Office, WB, UNICEF and UNDP
- For Indicator 1.3.1: International Labor Organization (ILO) and WB
- For Indicator 1.4.1: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
- For Indicator 1.4.2: World Bank (WB) and (UN-HABITAT) collectively.
- For all four Indicators under Target 1.5: United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
- For Indicator 1.a.1: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- For Indicator 1.a.2: UNESCO-UIS
- For Indicator 1.b.1: UNICEF and Save the Children

Sustainable Development Goal 2

Sustainable Development Goal 2 (SDG 2 or Global Goal 2) aims to achieve "zero hunger". SDG 2 has eight targets and 14 indicators to measure progress.

Target 2.1: Universal access to safe and nutritious food.

The first target of SDG 2 is Target 2.1: "By 2030 end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round".

It has two indicators:

- Indicator 2.1.1: Prevalence of undernourishment.
- Indicator 2.1.2: Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES).

Target 2.2: End all forms of malnutrition.

The full title of Target 2.2 is: "By 2030 end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under five years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older persons."

It has two indicators:

- Indicator 2.2.1: Prevalence of stunting (height for age) among children under 5 years of age)".
- Indicator 2.2.2: Prevalence of malnutrition (weight for height).

Target 2.3: Double the productivity and incomes of small-scale food producers.

The full title for Target 2.3: "By 2030 double the agricultural productivity and the incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and

inputs, knowledge, financial services, markets, and opportunities for value addition and non-farm employment".[21]

It has two indicators:

- Indicat0Target 2.4: Sustainable food production and resilient agricultural practices.

The full title for Target 2.4: "By 2030 ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters, and that progressively improve land and soil quality».[21]

This target has one indicator:

- Indicator 2.4.1: Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture». [24]

"Sustainable agriculture is at the heart of the 2030 Agenda". This indicator is purely dedicated to addressing issues related to agriculture.

Target 2.5: Maintain the genetic diversity in food production.

It has two indicators:

- Indicator 2.5.1: Number of plant and animal genetic resources for food and agriculture secured in either medium or long-term conservation facilities.
- Indicator 2.5.2: Proportion of local breeds classified as being at risk, not-at-risk or at the unknown level of risk of extinction.

Target 2.a: Invest in rural infrastructure, agricultural research, technology and gene banks.

It has two indicators:

- Indicator 2.a.1: Agriculture orientation index for government expenditures.
- Indicator 2.a.2: Total official flows (official development assistance plus other official flows) to the agriculture sector.

Target 2.b.: Prevent agricultural trade restrictions, market distortions and export subsidies.

Target 2.b. has two indicators:

- Indicator 2.b.1: Producer Support Estimate
- Indicator 2.b.2: Agricultural export subsidies".

Target 2.c. Ensure stable food commodity markets and timely access to information.

This target has one indicator: Indicator 2.c.1 is an Indicator of food price anomalies.

Custodian agencies.

Custodian agencies are in charge of monitoring the progress of the indicators:[38]

- For all Indicators under Targets 2.1, 2.3 and 2.5, and for Indicators 2.a.1 and 2.c.1: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Indicators 2.2.1 and 2.2.2 : United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO)
- Indicator 2.2.3: World Health Organization (WHO)
- For all Indicators under Targets 2.3 and 2.5, and for Indicators 2.a.1 and 2.c.1: Food and Agriculture Organization (FAO)
- Indicator 2.4.1: United Nations Environment Programme (UNEP) and Food and Agriculture Organization (FAO)
- Indicator 2.a.2: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- Indicator 2.b.1: United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Sustainable Development Goal 3

Sustainable Development Goal 3 (SDG 3 or Global Goal 3), regarding "Good Health and Well-being"

SDG 3 has 13 targets and 28 indicators to measure progress toward targets. The first nine targets are "outcome targets and the four "means to achieving" SDG 3 targets.

Target 3.1: Reduce maternal mortality.

- Indicator 3.1.1: Maternal mortality ratio. The maternal mortality ratio refers to the number of women who die from pregnancy-related causes while pregnant or within 42 days of pregnancy termination per 100,000 live births.
- Indicator 3.1.2: Percentage of births attended by personnel trained to give the necessary supervision, care, and advice to women during pregnancy, labour, and the postpartum period; to conduct deliveries on their own; and to care for newborns

Target 3.2: End all preventable deaths under 5 years of age.

- Indicator 3.2.1: Under-5 mortality rate. The under-5 mortality rate measures the number of children per 1,000 live births who die before their 5th birthday.
- Indicator 3.2.2: Neonatal mortality rate. The neonatal mortality rate is defined as the share of newborns per 1,000 live births in a given year who die before reaching 28 days of age.

Target 3.3: Fight communicable diseases.

Target 3.3 is: "By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases.

- Indicator 3.3.1: Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population
- Indicator 3.3.2: Tuberculosis per 100,000 population

- Indicator 3.3.3: Malaria incidence per 1,000 population
- Indicator 3.3.4: Hepatitis B incidence per 100,000 population
- Indicator 3.3.5: Number of people requiring interventions against neglected tropical disease

Target 3.4: Reduce mortality from non-communicable diseases and promote mental health.

- Indicator 3.4.1: Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease
- Indicator 3.4.2: Suicide mortality rate

Target 3.5: Prevent and treat substance abuse.

- Indicator 3.5.1: Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders
- Indicator 3.5.2: Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol.

Target 3.6: Reduce road injuries and deaths.

Target 3.6 has only one Indicator: Indicator 3.6.1 is the Death rate due to road traffic injuries.

Target 3.7: Universal access to sexual and reproductive care, family planning and education.

- Indicator 3.7.1: Percentage of married women ages 15–49 years whose need for family planning is satisfied with modern methods of contraception.
- Indicator 3.7.2: Adolescent birth rate (aged 10–14 years; aged 15–19 years) per 1,000 women in that age group.

Target 3.8: Achieve universal health coverage.

- Indicator 3.8.1: Coverage of essential health services.
- Indicator 3.8.2: Proportion of population with large household expenditures on health as a share of total household expenditure or income

Target 3.9: Reduce illnesses and deaths from hazardous chemicals and pollution.

- Indicator 3.9.1: Mortality rate attributed to the household (indoor) and ambient (outdoor) air pollution.
- Indicator 3.9.2: Mortality rate attributed to unsafe water, sanitation, and slack of hygiene.
- Indicator 3.9.3: Mortality rate attributed to unintentional poisoning.

Target 3.a: Implement the WHO framework convention on tobacco control.

Target 3.a has only one Indicator:

Indicator 3.a.1 is the “age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged

15 years and older».

Target 3.b: Support research, development and universal access to affordable vaccines and medicines.

- Indicator 3.b.1: Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national program.
- Indicator 3.b.2: Total net official development assistance (ODA) to medical research and basic health sectors.
- Indicator 3.b.3: Proportion of health facilities that have a core set of relevant essential medicines available and affordable on a sustainable basis.

Target 3.c: Increase health financing and support health workforce in developing countries.

Target 3.c has only one Indicator Indicator

3.c.1 is the Health worker density and distribution.

Target 3.d: Improve early warning systems for global health risks.

- Indicator 3.d.1: International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness
- Indicator 3.d.2: Percentage of bloodstream infections due to selected antimicrobial resistant organisms.

Sustainable Development Goal 4

Sustainable Development Goal 4 (SDG 4 or Global Goal 4) is about quality education.

SDG 4 has ten targets which are measured by 12 indicators.

Target 4.1: Free primary and secondary education

Target 4.2: Equal access to quality pre-primary education

Target 4.3: Equal access to affordable technical, vocational and higher education

Target 4.4: Increase the number of people with relevant skills for financial success

Target 4.5: Eliminate all discrimination in education

Target 4.6: Universal literacy and numeracy

Target 4.7: Education for sustainable development and global citizenship

Target 4.a: Build and upgrade inclusive and safe schools

Target 4.b: Expand higher education scholarships for developing countries

Target 4.c: Increase the supply of qualified teachers in developing countries

Sustainable Development Goal 5

Sustainable Development Goal 5 (SDG 5 or Global Goal 5) concerns gender equality.

SDG 5 has nine targets and 14 indicators.

Target 5.1: End discrimination against women and girls

Target 5.2: End all violence against and exploitation of women and girls

Target 5.3: Eliminate forced marriages and genital mutilation

Target 5.4: Value unpaid care and promote shared domestic responsibilities

Target 5.5: Ensure full participation in leadership and decision-making

Target 5.6: Universal access to reproductive rights and health

Target 5.a: Equal rights to economic resources, property ownership and financial services

Target 5.b: Promote empowerment of women through technology

Target 5.c: Adopt and strengthen policies and enforceable legislation for gender equality

Sustainable Development Goal 6

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6 or Global Goal 6) is about "clean water and sanitation for all.

The goal has eight targets to be achieved by at least 2030. Progress toward the targets will be measured by using eleven indicators

Target 6.1: Safe and affordable drinking water

Target 6.2: End open defecation and provide access to sanitation and hygiene

Target 6.3: Improve water quality, wastewater treatment and safe reuse

Target 6.4: Increase water-use efficiency and ensure freshwater supplies

Target 6.5: Implement IWRM

Target 6.6: Protect and restore water-related ecosystems

Target 6.a: Expand water and sanitation support to developing countries

Target 6.b: Support local engagement in water and sanitation management

Sustainable Development Goal 7

Sustainable Development Goal 7 aims to "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

The goal has five targets to be achieved by 2030.[2] Progress towards the targets is measured by six indicators.

Target 7.1: Universal access to modern energy

Target 7.2: Increase global percentage of renewable energy

Target 7.3: Double the improvement in energy efficiency

Target 7.A: Promote access to research, technology and investments in clean energy

Target 7.B: Expand and upgrade energy services for developing countries

Sustainable Development Goal 8

Sustainable Development Goal 8 (SDG 8 or Global Goal 8) is about “decent work and economic growth”

SDG 8 has twelve targets and seventeen Indicators.

Target 8.1: Sustainable economic growth

Target 8.2: Diversify, innovate and upgrade for economic productivity

Target 8.3: Promote policies to support job creation and growing enterprises

Target 8.4: Improve resource efficiency in consumption and production.

Target 8.5: Full employment and decent work with equal pay

Target 8.6: Promote youth employment, education and training

Target 8.7: End modern slavery, trafficking, and child labour

Target 8.8: Protect labour rights and promote safe working environments

Target 8.9: Promote beneficial and sustainable tourism

Target 8.10: Universal access to banking, insurance and financial services

Target 8.a: Increase aid for trade support

Target 8.b: Develop a global youth employment strategy

Sustainable Development Goal 9

Sustainable Development Goal 9 (Goal 9 or SDG 9) is about «industry, innovation and infrastructure».

SDG 9 has eight targets, and progress is measured by twelve indicators.

Target 9.1: Develop sustainable, resilient and inclusive infrastructures

Target 9.2: Promote inclusive and sustainable industrialization

Target 9.3: Increase access to financial services and markets

Target 9.4: Upgrade all industries and infrastructures for sustainability

Target 9.5: Enhance research and upgrade industrial technologies

Target 9.a: Facilitate sustainable infrastructure development for developing countries

Target 9.b: Support domestic technology development and industrial diversification

Target 9.c: Universal access to information and communications technology

Sustainable Development Goal 10

Sustainable Development Goal 10 (Goal 10 or SDG 10) is about reduced inequality .

The Goal has10 targets and 11 indicators.

Target 10.1: Reduce income inequalities

Target 10.2: Promote universal social, economic and political inclusion

Target 10.3: Ensure equal opportunities and end discrimination

Target 10.4: Adopt fiscal and social policies that promotes equality

Target 10.5: Improved regulation of global financial markets and institutions

Target 10.6: Enhanced representation for developing countries in financial institutions

Target 10.7: Responsible and well-managed migration policies

Target 10.a: Special and differential treatment for developing countries

Target 10.b: Encourage development assistance and investment in least developed countries

Target 10.c: Reduce transaction costs for migrant remittances

Sustainable Development Goal 11

Sustainable Development Goal 11 (SDG 11 or Global Goal 11) is about “sustainable cities and communities».

SDG 11 has 10 targets to be achieved, and this is being measured with 15 indicators.

Target 11.1: Safe and affordable housing

Target 11.2: Affordable and sustainable transport systems

Target 11.3: Inclusive and sustainable urbanization

Target 11.4: Protect the world’s cultural and natural heritage

Target 11.5: Reduce the adverse effects of natural disasters

Target 11.6: Reduce the environmental impacts of cities

Target 11.7: Provide access to safe and inclusive green and public spaces

Target 11.a: Strong national and regional development planning

Target 11.b: Implement policies for inclusion, resource efficiency and disaster risk reduction

Target 11.c: Support least developed countries in sustainable and resilient building

Sustainable Development Goal 12

Sustainable Development Goal 12 (SDG 12 or Global Goal 12) is about "responsible consumption and production".

SDG 12 has 11 targets to be achieved by at least 2030 and progress toward the targets is measured using 13 indicators.

Target 12.1: Implement the 10-year sustainable consumption and production framework

Target 12.2: Sustainable management and use of natural resources

Target 12.3: Halve global per capita food waste

Target 12.4: Responsible management of chemicals and waste

Target 12.5: Substantially reduce waste generation

Target 12.6: Encourage companies to adopt sustainable practices and sustainability reporting

Target 12.7: Promote sustainable public procurement practices

Target 12.8: Promote universal understanding of sustainable lifestyles

Target 12.a: Support developing countries' scientific and technological capacity for sustainable consumption and production

Target 12.b: Develop and implement tools to monitor sustainable tourism

Target 12.c: Remove market distortions that encourage wasteful consumption

Sustainable Development Goal 13

Sustainable Development Goal 13 (SDG 13 or Goal 13) is about climate action.

The official wording is to "Take urgent action to combat climate change and its impacts"

SDG 13 has five targets and 8 indicators.

Target 13.1: Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related disasters

Target 13.2: Integrate climate change measures into policy and planning

Target 13.3: Build knowledge and capacity to meet climate change

Target 13.a: Implement the UN Framework Convention on Climate Change

Target 13.b: Promote mechanisms to raise capacity for planning and management

Sustainable Development Goal 14

Sustainable Development Goal 14 (Goal 14 or SDG 14) is about “Life below water”.

The Goal has ten targets to be achieved by 2030. Progress towards each target is being measured with one indicator each.

Target 14.1: Reduce marine pollution

Target 14.2: Protect and restore ecosystems

Target 14.3: Reduce ocean acidification

Target 14.4: Sustainable fishing

Target 14.5: Conserve coastal and marine areas

Target 14.6: End subsidies contributing to overfishing

Target 14.7: Increase the economic benefits from sustainable use of marine resources

Target 14.a: Increase scientific knowledge, research and technology for ocean health

Target 14.b: Support small scale fishers

Target 14.c: Implement and enforce international sea law

Sustainable Development Goal 15

Sustainable Development Goal 15 (SDG 15 or Global Goal 15) is about “Life on land.”

The Goal has 12 targets to be achieved by 2030. Progress towards targets will be measured by 14 indicators.

Target 15.1: Conserve and restore terrestrial and freshwater ecosystems

Target 15.2: End deforestation and restore degraded forests

Target 15.3: End desertification and restore degraded land

Target 15.4: Ensure conservation of mountain ecosystems

Target 15.5: Protect biodiversity and natural habitats

Target 15.6: Protect access to genetic resources and fair sharing of the benefits

Target 15.7: Eliminate poaching and trafficking of protected species

Target 15.8: Prevent invasive alien species on land and in water ecosystems

Target 15.9: Integrate ecosystem and biodiversity in governmental planning

Target 15.a: Increase financial resources to conserve and sustainably use ecosystem and biodiversity

Target 15.b: Finance and incentivize sustainable forest management

Target 15.c: Combat global poaching and trafficking

Sustainable Development Goal 16

Sustainable Development Goal 16 (SDG 16 or Global Goal 16) is about “peace, justice and strong institutions.»

The Goal has 12 targets to be achieved by 2030. Progress towards targets will be measured by 23 indicators.

Target 16.1: Reduce violence everywhere

Target 16.2: Protect children from abuse, exploitation, trafficking and violence

Target 16.3: Promote the rule of law and ensure equal access to justice

Target 16.4: Combat organized crime and illicit financial and arms flows

Target 16.5: Substantially reduce corruption and bribery

Target 16.6: Develop effective, accountable and transparent institutions

Target 16.7: Ensure responsive, inclusive and representative decision-making

Target 16.8: Strengthen the participation in global governance

Target 16.9: Provide universal legal identity

Target 16.10: Ensure public access to information and protect fundamental freedoms

Target 16.a: Strengthen national institutions to prevent violence and combat crime and terrorism

Target 16.b: Promote and enforce non-discriminatory laws and policies

Sustainable Development Goal 17

Sustainable Development Goal 17 (SDG 17 or Global Goal 17) is about “partnerships for the goals.”

The Goal has 19 targets to be achieved by 2030, Progress towards targets will be measured by 24 indicators.

Target 17.1: Mobilize resources to improve domestic revenue collection

Target 17.2: Implement all development assistance commitments

Target 17.3: Mobilize financial resources for developing countries

Target 17.4: Assist developing countries in attaining debt sustainability

Target 17.5: Invest in least-developed countries

Target 17.6: Knowledge sharing and cooperation for access to science, technology and innovation

Target 17.7: Promote sustainable technologies to developing countries

Target 17.8: Strengthen the science, technology and innovation capacity for least-developed countries

Target 17.9: Enhanced SDG capacity in developing countries

Target 17.10: Promote a universal trading system under the WTO

Target 17.11: Increase the exports of developing countries

Target 17.12: Remove trade barriers for least-developed countries

Target 17.13: Enhance global macroeconomic stability

Target 17.14: Enhance policy coherence for sustainable development

Target 17.15: Respect national leadership to implement policies for the sustainable development goals

Target 17.16: Enhance the global partnership for sustainable development

Target 17.17: Encourage effective partnerships

Target 17.18: Enhance availability of reliable data

Target 17.19: Further develop measurements of progress

a) Creating ownership of the Sustainable Development Goals Political Commitment:

In the last decade, Bangladesh has greatly been benefitted from the visionary and dynamic leadership of the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and the way she involved people in the country's development agenda. As a result, Bangladesh has achieved the highest cumulative GDP growth globally in the last ten years and made remarkable progress in various social and economic spheres and is now being recognized as the 'development surprise' or 'role model of development'.

The continuity of power through people's mandate from 2008 and onward has resulted in building a happy, prosperous democratic country based on equality and justice. Sheikh Hasina, the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh has a unique opportunity to be present in both the Millennium Summit held in 2000 and SDGs Summit held in 2015 where the Millennium Declaration and Agenda 2030 were adopted respectively at the United Nations. The success of the implementation of many of the MDGs targets and her dynamic leadership that was instrumental for the very feat was globally acclaimed. Bangladesh's success in reducing the under-five child mortality rate was praised globally and our Hon'ble Prime Minister was awarded 'UN MDG Awards 2010'. Since then she was awarded South-South Award 'Digital Health For Digital Development' in 2011 for an innovative idea to use the ICT for the progress of the health of women and children, 'South-South Award' in 2013 for alleviating poverty, "UNESCO Peace Tree Award' in 2014 for women's empowerment and girls' education, "Women in Parliaments Global Forum Award" in 2015 for closing gender gap in the political sphere, "Champions of the Earth" award in 2015 by UNEP in recognition of initiatives to address climate change, "ICT Sustainable Development Award" in 2015 from International Telecommunication Union for ICT use in improving people's lives, "Planet 50- 50 Champion" award by the UN-Women in 2016. The recognition continued and Hon'ble Prime Minister got "Agent of Change Award" by the Global Partnership Forum in 2016 for her outstanding contributions to women empowerment, "Global Leadership Award" in 2018 by Global Summit of Women for her outstanding leadership in advancing women education and women entrepreneurs, "International Achievement Award" in 2018 by the Inter Press Service (IPS) of the UN for her exemplary humanitarian response by giving shelter to over a million of Rohingyas, and "Special Distinction for Leadership Award" by the Global Hope Coalition for farsighted leadership during the Rohingya crisis. In 2019, Prime Minister Sheikh Hasina has been conferred with the "Lifetime Contribution for Women Empowerment Award" by the Institute of South Asian Women for gender equality, women and girls' empowerment, Global Alliance for Vaccination and Immunisations (GAVI) conferred the "Vaccine Hero" award in recognition of Bangladesh's outstanding success in vaccination to immunise children, and UNICEF conferred the "Champion of Skill Development for Youth" award for Bangladesh's great success in youth skill development, and Asiatic Society Kolkata conferred the "Tagore Peace Award 2018" in recognition of her contribution to maintaining regional peace and prosperity. All of the international accolades with regard to poverty reduction, health, education, women empowerment, humanitarian response

& peace, environment, skills & youth development, multidimensional use of ICT, etc. have in turn made her champion of social, economic and 20 environmental dimensions of sustainability and ultimately the strong owner of the Sustainable Development Goals

Bangladesh, as an active participant in the global process of preparing the Agenda 2030, started its implementation from the very beginning through the integration of SDGs into the national development agenda. All the 17 goals were integrated into the 7FYP. A Development Results Framework (DRF)- -a robust and rigorous result based monitoring and evaluation framework-- was also embedded in the Plan for monitoring the 7FYP.

Integrating SDGs into the national development agenda

SDGs and the 7th Five Year Plan

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the SDGs are well aligned with the 7th Five Year Plan (2016-2020), the flagship strategic document of the Government of Bangladesh. The timing was befitting for Bangladesh when the 2030 Agenda was in the process of finalization at the UN, we were simultaneously working on the 7th FYP. In fact, the 2030 Agenda worked as a key guiding document in the selection of development priorities in our national context. Bangladesh, therefore, could start the SDGs implementation very early. During the last five years' experience of the implementation of the 7th FYP and based on the midterm review of it, the government has prepared the 8th FYP (2021-2025), which are now in operation from 1st July 2020. By this time, the government has already approved the 2nd Perspective Plan (Making Vision 2041 a reality), which envisions Bangladesh to be an upper-middle-income country by 2031 and a high-income county by 2041. Bangladesh has already become a lower middle-income country in 2015 by the definition of the World Bank, and in the first triannual review of the Committee for Development Policy (CDP) of the ECOSOC in 2018, it has fulfilled all three criteria for graduating to developing county from the bracket of LDCs. Bangladesh is now celebrating its Golden Jubilee of independence. Hence, the 8th FYP will concurrently be the second successive document of SDGs implementation and the first instrument to fulfil Vision 2041.

Institutionalizing SDGs implementation

A high powered Inter-Ministerial Committee on SDGs Monitoring and Implementation has been formed with the Principal Coordinator (SDGs Affairs) in the Prime Minister's Office as the Chair to coordinate SDGs monitoring and implementation. The Committee comprises of Secretaries from 20 Ministries/ Divisions; and the General Economics Division (GED) of the Planning Commission is the secretariat of the committee which coordinates implementation at the policy level along with monitoring and reporting SDGs attainment status.

Sustainable Development Goals Implementation and Review Committee

The Voluntary National Reviews process in Bangladesh is led by the apex committee titled "Sustainable Development Goals Implementation and Review Committee" headed by the Principal Coordinator (SDGs Affairs), Prime Minister's Office and represented by twenty Secretaries of relevant Ministries/Division, and also participated by the representatives of NGOs, CSOs, DPs, and private sector. From the Prime Minister's Office, seventeen dedicated Ministries/Divisions have been given the responsibility to consult with relevant lead, co-lead, associate ministries/

divisions along with concerned NGOs, CSOs, DPs, and private sector and to prepare progress report of that particular goal.

The "SDGs Working Team" represented by the government officials and non-government think tanks and academia reviewed the drafts.

The General Economics Division of the Bangladesh Planning Commission, which provides the secretarial support to the aforesaid apex committee, published the final document after with the vetting of the apex committee.

SDGs mapping

Since the targets of SDGs cover multiple ministries/divisions of the government, they are jointly responsible for attaining a particular target. In order to delineate the responsibilities of different ministries/divisions to each of the targets, a mapping has been done to identify relevant ministries/ divisions by goal and associated target. The mapping exercise has assigned the lead role in attaining a target to a particular ministry/division or organization which is supported in most cases by a co-lead ministry/division. All other ministries/divisions which have a stake in a particular target are grouped under associate ministries/divisions.

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Mapping of Ministries/Divisions by Targets

Sustainable Development Goal and associated Targets	Lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	*Actions to achieve the SDG targets during 7thFYP (2016-2020)[1]	Actions to achieve the targets beyond 7thFYP Period (2021-2030)†	List of Existing Policy Instrument (Acts/ Policies/ Strategies etc.)	Proposed Global Indicators for Performance Measurement[2]	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere							
Target 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day	*Lead:* CD (leading the NSSS); *Co-Lead:* GED (as NPFP)	ERD;FD; BFID (BB); LGD; MoA; MoF; MoDMR; MoEWOE; MoFL; MoInd; MoLE; MoSW; MoYS; PMO; RDCD; SID; MoWCA, MoCHTA; MoLWA	• The 7FYP aims to reduce extreme poverty by about 4.0 percentage points to around 8.9% by FY20 • Replication of successful targeted livelihoods programmes • Support for human capital development for the extreme poor • Undertaking measures for preventing and mitigating shocks • Further expansion of microcredit & micro savings • Expanded and inclusive social protection programmes for the extreme poor		▪ National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, 2015	1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)	
12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle	*Lead:* MoInd;	MoEF; MoC; MoFA				12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports	
12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities	*Lead:* IMED (CPTU)	BD; LGD; MoHPW; MoWR; PD; RTHD; MoInd; MoR; MoE	• Procurement process using e-GP. • Usage of PPR in procurement		PPA-2006; PPR-2008	12.7.1 Number of countries implementing sustainable public procurement policies and action plans	
12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the	*Lead:* MoE, *Co-Lead:*	GED; MoEF; PMO; MoInd (BIM); MoInf			NSDS	12.8.1 Extent to which (i) global citizenship	

Development Project Proforma/Proposal (DPP):

25.0 Whether environmental clearance under the ECA 1995 (Revised 2010) has been obtained? *(If yes, attach the certificate. If not, mention the cause)*

26.0 Specific linkage with Perspective Plan/Five Years Plan/SDGs/Ministry/ Sector Priority *(Mention the pages with clauses of respective document/ attach the relevant pages of those document)*

27.1 Contribution of the Project in achieving the Vision, Mission of the Ministry/Division and Implementing Agency.

27.2 Relation of the Project with the *Allocation of Business* of the Sponsoring Ministry/Division.

Prioritized Targets of SDGs for Bangladesh

To ensure Sustainable Development Goals in Bangladesh by leaving no one behind in most possible short time, a set of 39 indicators has been selected under the instructions of SDG Working Committee of The Prime Minister's Office. Under this indicators, some of the indicators are selected from the global Sustainable Development Goals and some of the indicators are selected after modification on Bangladesh perspective. All relevant ministries are connected with this process. These 39 indicators are called National Priority Targets (NPT 39+1).

SDGs targets in performance agreement

The government has introduced Annual Performance Agreement (APA), a results-based performance management system, to help ensure a systematic review of all ministries/divisions to ensure higher accountability and effectiveness in public organisations. Under this system, an APA is signed between the Secretary of concerned ministry/division and the Cabinet Secretary. The APA is expected to enhance the performance of concerned ministries/divisions involved in SDGs implementation

Preparation of action plans

The GED has prepared the National Action Plan (NAP) for the implementation of the SDGs which coordinates the action plans of 43 lead ministries/divisions through undertaking a rigorous process of consultations, review and feedback. The NAP lists the ongoing projects/programmes that contribute to the achievement of a particular goal and its targets, identifies new projects/ programmes that need to be undertaken during the period of the 7th & 8th Plan and beyond with indicative costs

The NAP intends to guide the ministries/divisions/agencies to determine their respective investment portfolio that will attain the SDGs as well as the related objectives of the five year plan; and help

assess the performance of the ministries in achieving the goals/targets.

The NAP is a dynamic/living document which leaves scope for amendment/revision during the preparation of the 8th five year and subsequent plans.

The 'whole of society' approach to SDGs

The government has consistently been adopting the 'whole of society' approach to the preparation of national development plans and policy documents of national importance. The government has also adopted this approach throughout the processes of SDGs preparation. For example, the Post2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN (GED 2013) was prepared with inputs from multiple stakeholders including national experts, private sector and CSO representatives, and development partners.

The government has adopted this strong tradition to the implementation of ambitious SDGs. Several consultations on 'Stakeholders' Engagement on the SDGs Implementation in Bangladesh' were held with representatives from NGOs, CSOs, businesses, development partners, ethnic minorities, professional groups, labour associations, women network and the media. The consultations have sought to raise more awareness, interest and commitment to create deeper engagement of all stakeholders towards attaining SDGs.

Highlighting 'Leave No One Behind' Agenda

The above shows that Bangladesh has made remarkable progress in terms of institutionalising the SDGs implementation mechanism and developing the integrated policy framework for the 2030 Agenda. For achieving Vision 2041 and emerging as a high income country by 2041, the country has adopted the Second Perspective Plan 2021-2041 and is currently preparing the 8th Five Year Plan (2021-2025) that aim to 'leave no one behind' (LNOB) and promote equitable and inclusive growth and development. Without quicker improvements among those who are lagging behind presently (e.g. the disadvantaged social groups and those living in the lagging regions), the existing disparities will not narrow down and these groups/regions will continue to be left behind; hence the policy priority is to focus on 'endeavour to reach the furthest behind first'.

SDG platform

Bangladesh's national data platform, known as SDG Tracker, was launched by the Prime Minister at a UN General Assembly side-event in 2017.

SDG Tracker provides a web-based at creating a data repository, designed to provide up to date information on progress towards the goals, with a range of options for data visualisation and download. It aims to strengthen timely data collection and improve situation analysis and performance monitoring of achieving the SDGs along with other national development goals. An effective monitoring tool provides essential support in order to achieve the SDGs. Regular monitoring and evaluation of development interventions facilitate continuous improvement of their designs and thus enhance their potential to make impact.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID) in partnership with the Cabinet Division and the Prime Minister's Office- in collaboration with General Economics Division (GED) of Planning Commission and other government and private stakeholders, designed and developed SDG Tracker. The access to Information (a2i) Programme of ICT Division provides the technological and knowledge support for the platform.

Achievement of Bangladesh so far:

The VNRs process has identified that there are some indicators of SDGs, which have already been achieved, crossed or on-track against the targets set for 2020 in Bangladesh. Poverty has declined from 40 per cent in 2005 to 20.5 per cent in 2019, a period when life expectancy at birth increased from 65 years to 72.3 years. Bangladesh also achieved gender parity in primary and secondary education by 2018 while its literacy rate jumped from 53.7 per cent in 2006 to 73.9 per cent in 2018. The under-five-mortality rate was 62 per 1000 live birth in 2006, which dropped to 29 by 2018. During the same period, neonatal mortality has reduced from 31 to 16. The phenomenal success of under-five mortality and neonatal mortality is revealed as their present status has already reached the target set for 2020. With regard to under-five underweight rate, Bangladesh could achieve the MDG target of hunger from 66 per cent in 1990 to 32.6 per cent in 2014, one year earlier than the stipulated time; it was 22 per cent in 2017. The stunting rate of under-five children was 45.9 per cent in 2005, which has come down to 28 per cent in 2019. In 2017, 70.3 per cent of women of reproductive age have their need for family planning satisfied with modern methods, against the target of 75 per cent set for 2020. The prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older is 35.3 per cent in 2017, which equals the target set for 2020. Bangladesh has been successful in accelerating economic growth to a higher trajectory in the last decade. Bangladesh maintained strong macro-economic stability, which contributed to a higher per capita income. The annual growth rate of real GDP per employed person is 5.85 per cent in 2019, which has already crossed the target of 5 per cent set for 2020. Value addition in manufacturing as a proportion of GDP is 24.08 per cent in 2019, which has already crossed the target of 21.5 per cent set for 2020. Transformational changes are evident in the economic structure as the share of agriculture to GDP is 13.3 per cent in 2019, which was 19 per cent in 2006. During the same period, industries share to GDP has increased from 25.4 per cent to 31.2 per cent. The government is committed to providing electricity to every household by 2021 and access to 12 electricity is 96 per cent in January 2020. Considering the women and children as the most vulnerable section of the society, numerous initiatives have been taken to ensure their safety and security. Since backlog in judicial courts is a challenge to access to justice, resolving cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) has been encouraged. However, the VNRs process has identified some challenges as well. The sustained GDP growth of an average of 6.8 per cent in the last decade has not been associated with declining income inequality. Gini coefficient has increased from 0.338 in 1991-92 to 0.458 in 2010 and 0.482 in 2016. The absolute number of poor people in the country is quite difficult to manage. Though Bangladesh has achieved remarkable success in food production, and the country is now self-sufficient in staple food production, ensuring food security for all in a densely populated country was, is and will always remain a challenge.

The establishment of community clinics (CCs) nationwide is a flagship programme of the government for providing low-cost primary 13 healthcare services to the grassroots community population. At present, more than 13,743 CCs are functioning all over the country; each of them is serving about 6,000 population. It is an excellent example of community engagement through the Community Group and Community Support Groups.

Table 1: SDGs Implementation: Bangladesh and South Asia Levels and Progress By goal

Levels and Progress By goa						
	Bhutan	Sri Lanka	Nepal	Bangladesh	India	Pakistan
1 No Poverty	Good On track	Good On track	Moderate, On Track	Moderate, On Track	Moderate, On Track	Moderate, On Track
2 Zero Hunger	Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving
3 Good Health and Wellbeing	Moderate, maintaining	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderate, maintaining	Poor, Improving	Poor, Improving
4 Quality Education	Poor, Improving	Poor, Improving	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Poor, Improving
5 Gender Equality	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving		Poor, Stagnating
6 Clean Water and Sanitation	Insufficient data	Good on track	Insufficient data	Insufficient data	Poor, Improving	Insufficient data
7 Affordable and Clean Energy	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving		Poor, Improving
8 Decent Work and Economic Growth	Insufficient data	Good on track	Poor, Improving	Poor, Stagnating	Moderate, On Track	Poor, Improving
9 Industry Innovation and Infrastructure	Insufficient data	Poor, Improving	Poor, Improving	Moderately Poor, Improving	Poor, Improving	Poor, Improving
10 Reduced Inequalities	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data
11 Sustainable Cities and Communities	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Worsening
12 Responsible Consumption and Production	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data	Insufficient data
13 Climate Action	Good, Maintaining	Good, Maintaining	Moderate, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Moderate, Stagnating
14 Life Below Water	Insufficient data	Poor, Improving	Insufficient data	Poor, Stagnating	Poor, Improving	Poor, Stagnating
15 Life on Land	Poor, Maintaining	Poor, Improving	Poor, Stagnating	Very Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Worsening
16 Peace Justice and Strong Institutions	Insufficient data	Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating
17 Partnerships for Goals	Poor, Maintaining	Poor, Worsening	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Poor, Stagnating	Insufficient data

Using the evidence of lagging socioeconomic groups/regions and their underlying causal factors behind backwardness, several agendas for the 8th Five Year Plan (2021-2025) with regard to the SDGs have been identified. The 8th Plan policy framework aims to focus on four pillars: (i) moderate income inequality; (ii) reduce gaps in health, nutrition and education; (iii) remove social and gender exclusion and discrimination; and (iv) introduce explicit budgeting for the marginalised people and lagging behind regions.

Highlighting 'Leave No One Behind' Agenda Further, six specific LNOB action programmes for the 8th Plan have been identified. These are: Action 1: Adopt an integrated strategy to develop a national database and strategic LNOB fund for the marginalised groups within ADP; Action 2: Develop and implement region- and communityspecific strategic actions to combat marginalities; Action 3: Formulate target specific action plans to increase income levels and access to productive resources of the lagging behind communities; Action 4: Address limited access to education, health and nutrition services in the lagging regions and marginalised communities on a priority basis; Action 5: Increase socio-political participation of marginalised communities through adopting integrated approaches; and Action 6: Ensure special focus on lagging behind regions/communities in all national development plans and strategies.

Challenges

The net enrolment rate in primary and secondary education has increased with a declining dropout rate, but ensuring quality education at multilevel educational streams is challenging.

Because of the rapid increase in the urban population which is expected to overtake the share of rural population around the year 2040, the inadequate infrastructure to meet the demand of urban amenities, facilities, primary healthcare, wastewater treatment, collection and disposal of urban solid waste, transportation services, housing is a serious constraint to sustainable urban development.

Bangladesh, being a climatically vulnerable country will require undertaking measures to reduce exposure to, adaptation, and mitigation of climate change, which will be challenging.

Finally, increasing domestic resource mobilization, particularly increasing the tax-GDP ratio at the desired level will be challenging.

Way Forward

The Government of Bangladesh has responded to the principle of leaving no-one behind by adopting and implementing the National Social Security Strategy, which promote human development, political stability and inclusive growth. The government's commitment to social protection is evident in enhanced budgetary allocation and wider coverage. Vulnerable people, particularly women, children and persons with disabilities have been given priority under this strategy, which is designed to be implemented gradually addressing the lifecycle risks.

In terms of peer learning, we are interested to hear good cases from other countries to resolve the challenges encountered by us on (a) how the rapidly growing urban demands can be mitigated in a sustainable way, (b) how agricultural productivity can be doubled while keeping the environment sustainable, and (c) how the quality of education can be enhanced with affordable means.

To learn advanced technical know-how to mitigate adverse impacts of climate change an enhanced collaboration with international partners on skill development (technical and vocational training) of our human resources is needed.

The financial assistance in the form of ODA, FDI, PPP are needed to implement the National Social Security Strategy, Health Financing Strategy, Power System Master Plan, Integrated Water Resources Management, infrastructure development projects, projects related to climate change adaptation & mitigation, and to materialize the Special Economic Zones.

Capacity building is required for the civil servants, professionals, technicians, strengthening of institutions and National Statistical Organization. Technology transfer is required in Research & Development related to enhancing efficiency, augmenting productivity, reducing wastage, coping challenges with regard to the 4th IR, and ensuring sustainability.

We need (a) partnership between government and private sector for business development ensuring sustainability, (b) government-NGOs partnership for providing services at the remote areas where government mechanism cannot provide service within affordable means, (c) public private partnership for big infrastructure projects, (d) for quality education partnership with foreign universities and international institutions in research and development, experience sharing, and internships, (e) government-CSO partnership for facilitating the process of social change, and (f) global partnership for innovative financing, sharing knowledge, expertise, technology, mitigating adverse impacts of climate change and financial resources.

We are following 'Whole of the Society Approach' involving all NGOs, CSOs, Private Sector, Development Partners and relevant stakeholders. This involvement is expanded from the central level to the Districts and Sub-districts levels. We believe, localization of SDGs, if implemented properly, will help fulfil the aspiration of achieving SDGs by incorporating three dimensions of sustainability and ensuring that 'no one is left behind'.

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

বিষয়: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ সংক্রান্ত ওয়েবিনারে র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব আইএমইডি
সভাপতি	:	জনাব ড. মোঃ সাইফুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব আইএমইডি
মূখ্য আলোচক	:	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, এনডিসি মহাপরিচালক আইএমইডি
তারিখ	:	২৭ এপ্রিল ২০২১
সময়	:	সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান	:	জুম এ্যাপের মাধ্যমে অন লাইনে

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি'র সম্মতিক্রমে সেক্টর-৩ এর পরিচালক জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আলী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০** তুলে ধরেন। উপস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL(SDG): 2030

The United Nations (UN) Member States formallz adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda on 25 September 2015. The Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a "blueprint to achieve a better and more sustainable future for all". The SDGs were set up in 2015 by the United Nations General Assembly and all These 17 Sustainable Development Goals are intended to be achieved by the year 2030.

GOALS:

SDG 1 End poverty in all its forms everywhere

SDG 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

SDG 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

SDG 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

SDG 5 Achieve gender equality and empower all women and girls

SDG 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

SDG 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

SDG 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

SDG 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

SDG 10 Reduce inequality within and among countries

SDG 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

SDG 12 Ensure sustainable consumption and production patterns

SDG 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts

SDG 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

SDG 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

SDG 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

SDG 17 strengthens the means of implementation and revitalizes the Global Partnership for Sustainable Development

SDGs and the 7th & 8th Five Year Plan:

The SDGs are well aligned with the 7th Five Year Plan (2016-2020), the flagship strategic document of the Government of Bangladesh.

The timing was befitting for Bangladesh when the 2030 Agenda was in the process, we were simultaneously working on the 7th FYP.

Bangladesh, therefore, could start the SDGs implementation very early.

Experience of the implementation of the 7th FYP and based on the midterm review of it, the government has prepared the 8th FYP (2021- 2025), which are now in operation from 1st July 2020.

INSTITUTIONALIZING SDGS IMPLEMENTATION:

- A high powered Inter-Ministerial Committee
- Principal Coordinator (SDGs Affairs) in the Prime MinisterÕs Office
- Secretaries from 20 Ministries/ Divisions;
- The General Economics Division (GED) of the Planning Commission is the secretariat of the committee

Coordinates implementation at the policy level along with monitoring and reporting SDGs attainment status.

SDGS MAPPING:

Since the multiple ministries/divisions responsible for attaining a particular target a mapping has been done to identify relevant ministries/ divisions by goal and associated target.

The mapping exercise has assigned the lead role in attaining a target to a particular ministry/ division or organization which is supported in most cases by a co-lead ministry/division.

All other ministries/divisions which have a stake in a particular target are grouped under associate ministries/divisions.

PRIORITIZED TARGETS OF SDGS FOR BANGLADESH:

To ensure Sustainable Development Goals in Bangladesh by leaving no one behind in most possible short time, a set of 39 indicators has been selected under the instructions of SDG Working Committee of The Prime Minister's Office.

some of the indicators are selected from the global Sustainable Development Goals and some of the indicators are selected after modification on Bangladesh perspective.

All relevant ministries are connected with this process.

These 39 indicators are called National Priority Targets (NPT 39+1).

'LEAVE NO ONE BEHIND' AGENDA:

Aim to 'leave no one behind' (LNOB) and promote equitable and inclusive growth and development.

Without quicker improvements among those who are lagging behind presently (e.g. the disadvantaged social groups and those living in the lagging regions), the existing disparities will not narrow down and these groups/regions will continue to be left behind.

অতঃপর ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থাপনা শেষ করা হয়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনা শুরু হয়।

০৩। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৫ বলেন, কোভিড পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য সবকিছু থমকে গেছে যার ফলশ্রুতিতে আমাদের ১ম টার্গেট দারিদ্র্য কমপক্ষে ৫০% কমার কথা ছিলো। এমনই ভাবে চরম দারিদ্র্য কমার ক্ষেত্রেও আমরা সেই ট্র্যাকে ছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক অর্থনীতিবিদরা বলছেন দারিদ্র্য যেটি কমেছিলো, সেটি আবার বেড়ে গিয়েছে। গত এক বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে অর্থনৈতিক ধ্বস নেমেছে তারই অভিঘাতে এটি হয়েছে। এটি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের সকলকেই কাজ করতে হবে। বর্তমান সময়ে যে প্রকল্পগুলো নেয়া হচ্ছে তাতে যেন বিষয়গুলো ফোকাস করা হয় আমরা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে পারি।

০৪। জনাব মাহফুজার রহমান, উপ-পরিচালক, সিপিটিইউ বলেন, এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ০১টি সরাসরি আইএমইডি তথা সিপিটিইউ এর সাথে সম্পৃক্ত, সেটি হলো ১২.৭ : Promote sustainable public procurement practice. সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।

০৫। জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক, সেক্টর-৪ বলেন, এসডিজির অর্জন শুধু বাংলাদেশের উপর নির্ভর করে না, world community এর উপরও তা অনেকাংশে নির্ভর করে। World perspect-এ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশেরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসডিজি'র লক্ষ্য-১৩ এবং ১৫ সংক্রান্ত আমাদের কিছু গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড আছে যা ১৯৩ টি সদস্য দেশ পেয়ে থাকে। United Nation Fand For Conventional Climet Change (UNFCCC) এর অধীনে প্রকল্পে যে ফান্ড পাওয়ার কথা সেগুলো আমরা সঠিকভাবে আনতে পারছি না। এর প্রধান কারণ হলো তাদের কিছু ফরমেট থাকে, আমাদের প্রকল্পগুলো সেই ফরমেটে দেয়া হয়না। যার ফলে আমরা এই ফান্ড হতে বঞ্চিত হচ্ছি। এ বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখতে পারি। এছাড়া লক্ষ্য-৬ এর ক্ষেত্রে তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানি বেশি ব্যবহার করছি। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বাদ দিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে পারি।

০৬। ওয়েবিনারের মুখ্য আলোচক জনাব আব্দুল মজিদ, এনডিসি, মহাপরিচালক বলেন, এই ডকুমেন্টটি ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জেনারেল এসেমব্লিতে ১৯৩ টি জাতি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিলো। যেখানে আমাদের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন কারণ এই ডকুমেন্টের বেইজলাইন ছিলো এমডিজির ফলাফল এবং অর্জন। এসডিজির বিশেষত্ব হলো এর বৈশ্বিক নির্ভরশীলতা বা অংশীদারিত্ব অনেক বেশি। এর তিনটি বিশেষত্ব হলো, ১. এটি একই সাথে বিশ্বের সকল জাতি রাষ্ট্রের; ২. এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো আন্তঃ নির্ভরশীল এবং ৩. বিশ্বে একটি বড় এবং মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন যার মাধ্যমে আমরা সকল মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকবো। এর প্রত্যেকটি লক্ষ্য নিজেই গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্যগুলো বিভিন্ন মানদণ্ডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে তারপর কোনটি আগে আসবে বা কোনটি পরে আসবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর প্রস্তাবনার চারটি প্যারাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রস্তাবনায় পাঁচটি "P" রয়েছে যা এই ডকুমেন্টের প্রাণ। প্রথম প্যারার প্রথম লাইনে বলা হয়েছে it is a plan of action for people planet and prosperity. ২য় লাইনে universal peace এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া global partnership এর কথা বলা হয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রাজনৈতিক কূটনীতি, অর্থনৈতিক কূটনীতি, সামাজিক কূটনীতি এবং বাণিজ্যিক কূটনীতি এই চারটি কূটনীতিতে যে দেশ যত ভালো করবে সেই দেশ ততো এগিয়ে যাবে। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে আমাদের দুইটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা জড়িত। এছাড়া তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর মধ্যে রয়েছে, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম। এগুলোর মধ্যে এসডিজিকে খুব সুন্দরভাবে সমন্বয় করতে হবে।

০৭। প্রধান অতিথি, জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব, আইএমইডি, উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানান তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউনের মধ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে এ ধরনের শিক্ষামূলক আয়োজনের জন্য তিনি খুব আনন্দিত হন। তিনি বলেন পিইসি সভায় কর্মকর্তাগণ যখন অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে মিলিয়ে দেখতে হবে যে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য আনা হয়েছে তা এসডিজির কোনো লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, একইভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণ এর সময়ও উল্লেখ করতে হবে এসডিজির ঐ টার্গেট বাস্তবায়ন হচ্ছে অথবা হচ্ছে না। সে অনুসারে আমাদের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি গতানুগতিকতা থেকে বেড়িয়ে এসে উদ্ভাবনীমূলকভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৮। সভাপতি, অতিরিক্ত সচিব ড. সাইফুজ্জামান বলেন, খুবই তথ্যবহুল উপস্থাপনা। এ উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হলো। এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের দাপ্তরিক দায়িত্ব আরো দক্ষভাবে পালন করতে পারবো বলে মনে করি।

নাহিদা আক্তার
উপপরিচালক, আইএমইডি
ও
কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ার

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID	Start Time: 27-04-2021 09:38:04 AM
	3506410972	End Time: 27-04-2021 12:50:03 PM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Addl Sec Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	
4	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
5	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED	majid3171965@gmail.com
6	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
7	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
8	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
9	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
10	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
11	Md. Siddiqur Rahman	
12	Md. Bashir Ahamed# AD#S-5#IMED	
13	Aynoor Panna	aynoorpanna@gmail.com
14	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	
15	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
16	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
17	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন# প্রোগ্রামার	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
18	AynoorPanna Director#sector4	
19	Nahida Akter#DD# Sec-3	
20	Muhmmed Ashraful Islam# Director	
21	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
22	Mamun sector-6	mamun6692@gmail.com
23	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
24	Salehin Tanvir Gazi# Director# Sector 3	stgazi@gmail.com
25	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	prograimed@gmail.com
26	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
27	Harun# DD#Sec-4	
28	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
29	Shibli khan# personal officer	
30	04. Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
31	Md. Taibur Rahman# Director	
32	Kamal Hossain AD	
33	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
34	S Nazim Uddin (S Nazim Uddin)	
35	Shameem Kibria#DD#CPTU	shameem16838@gmail.com
36	Upama Akter	upamaomar@gmail.com
37	Pulalk Kanti Barua	

38	SHAHADAT Hossain# Director	shossain20@yahoo.com
39	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
40	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
41	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
42	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
43	Md Azgor	azgor33juimed@gmail.com
44	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
45	MD. HELAL KHAN	
46	Md.Mahbubur Rahman#Director#IMED	jerinmahbub32@gmail.com
47	A. A. Mamun# Director(JS)	
48	Saiful Islam	
49	MD. Shahidur Rahman# Librarian	msrahman197289@gmail.com
50	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
51	Mustafa Hassan	
52	Md. Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
53	Sonia# IMED	
54	Sujan Bhowmik	
55	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
56	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
57	Md. Aziz Taher Khan# Director(Joint Secretary)# CPTU# IMED	
58	Dir#imed#s2	naturebd09@gmail.com
59	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
60	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
61	rafiq	
62	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
63	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
64	Nasimur Sharif	
65	Shamimul Haque# Director(JS)# CPTU	
66	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
67	Rejwana Shabnam	
68	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	
69	Nadira Akhtar (Galaxy J7 Pro)	
70	Md.Saiful Islam Director. IMED	
71	Md. Taibur Rahman# Director# Sector-5	trsumon@gmail.com
72	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
73	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
74	Sarah Sadia Taznin	
75	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
76	Muhammad Hamidur Rahman# Evaluation Officer# IMED	

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

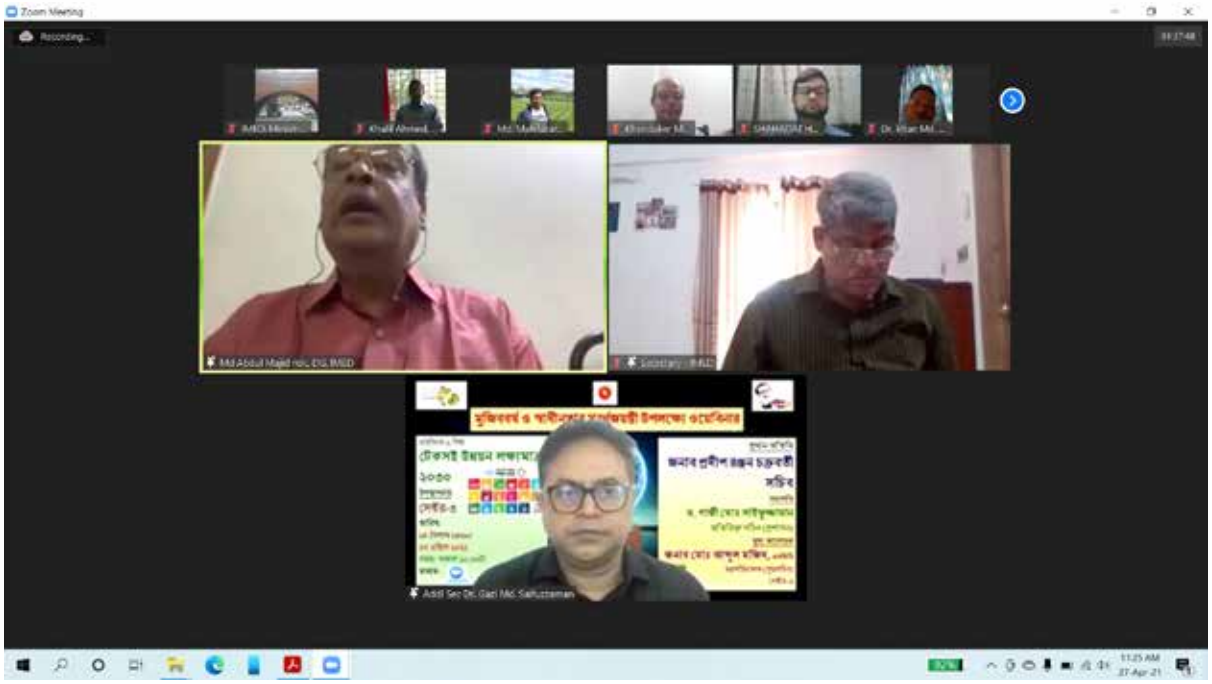

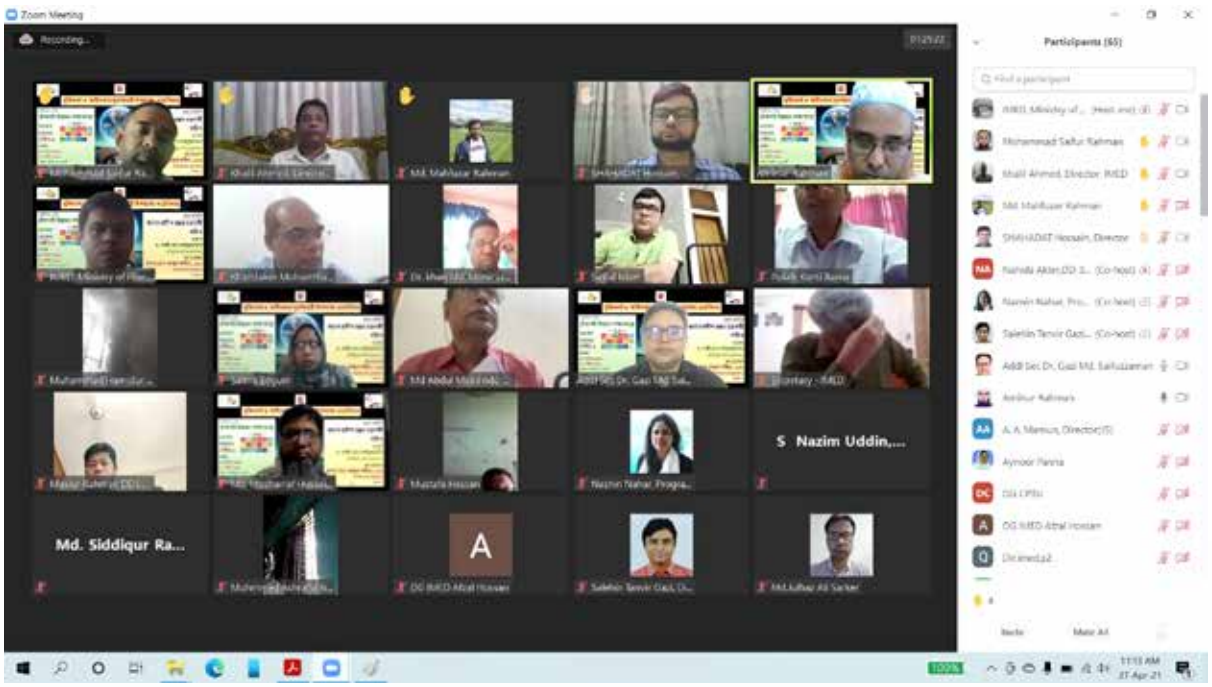

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল

উপস্থাপনায়
আইএমইডি'র সেক্টর-০৪ এর পক্ষ থেকে
জনাব খলিল আহমেদ
পরিচালক (উপসচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৪, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ছকঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: পদবী : সেক্টর:

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম:.....

২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা):.....

৩.

৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য):.....

৩.২ উন্নয়ন সহযোগী:.....

৪.

৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:.....

৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা:.....

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত: (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্রঃসাঃ	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল								
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								
সংশোধিত (২য়)								
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম, ২য় .....প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%):

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%):

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০২০)		নভেম্বর /২০১৯ পর্যন্ত মপুঞ্জিত অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা: (লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)

১০. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম ও আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে):

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:

সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের প্রতিপালন

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে):

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা:

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ:

সুপারিশ	প্রতিপালন

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

ক. অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন:
খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ:
গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত):
- সম্পাদিত কাজ:
- ব্যবহৃত পণ্য/ উপকরণ:

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে):
- বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে):

চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
- অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে):

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:

চিত্র	বর্ণনা

২০. সুপারিশ/মতামত:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা

স্বাক্ষর:.....
নাম:.....
পদবী.....
তারিখ:.....
ফোন নম্বর:.....

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

বিষয়ঃ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত "চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল" শীর্ষক ওয়েবিনার এর র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
মুখ্য আলোচক	:	জনাব মোঃ আফজল হোসেন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২১/০৪/ ২০২১
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ওয়েবিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রধান অতিথির সম্মতিক্রমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -৪ এর পরিচালক জনাব খলিল আহমেদ "চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল" শীর্ষক সেমিনার পেপার Power Point Presentation এর মাধ্যমে মূল পয়েন্টসমূহ উল্লেখ করে উপস্থাপন করেন। তিনি চলমান প্রকল্পের জন্য আইএমইডি'র বিদ্যমান চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ছকের তিনটি অংশের (ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য, খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য, গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরিদর্শনের মৌলিক বিষয়াদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেন। অতঃপর সভাপতি সেমিনার পেপারের ওপর সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ বিদ্যমান চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ছকের উপর তাদের বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন। পরিশেষে মুখ্য আলোচক সেমিনার পেপার এর বিভিন্ন ইতিবাচক দিক উল্লেখ করে তার গঠনমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ওয়েবিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হলো।

৩। ওয়েবিনারে সেমিনার পেপারের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(১)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর সহকারী পরিচালক জনাব মো: আমিনুর রহমান বলেন যে, চলমান প্রকল্পের জন্য বিদ্যমান পরিদর্শন ছকে "প্রকল্পের ক্রয়ের ধরন" অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে প্রকল্পের ডিপিপিতে ক্রয়ের কি পদ্ধতি উল্লেখ ছিল আর বাস্তবে কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা সহজেই ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রকল্পের ডিপিপি-এর অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ছকে সংযোজন করা যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।	১.১) চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ছকে "প্রকল্পের ক্রয়ের ধরন" এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ১.২) প্রকল্পের ডিপিপি-এর অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ছকে সংযোজন করা যেতে পারে।
(২)	সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরের সহকারী পরিচালক জনাব সুজন চন্দ্র ভৌমিক বলেন যে, মনিটরিং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র বছরে ১ বার একটি প্রকল্প পরিদর্শন যথেষ্ট নয়। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মত কিছু প্রকল্প নির্বাচন করে ধাপে ধাপে প্রকৃত মনিটরিং করা সম্ভব। প্রতি সেক্টর থেকে ১০ টি করে প্রকল্প নির্বাচন করে প্রকল্পের প্রতিটি কাজের স্টেপ-বাই- স্টেপ মনিটরিং করলে তা ইফেক্টিভ হবে। এভাবে প্রকল্প মনিটরিং করলে তা অধিক পরিমাপযোগ্য হবে এবং ফলপ্রসূ মনিটরিং এর নজির সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করেন।	২.১) ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মত প্রতি সেক্টর থেকে ১০টি করে প্রকল্প নির্বাচন করে ধাপে ধাপে প্রকল্পের প্রতিটি কাজের স্টেপ-বাই-স্টেপ মনিটরিং করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
(৩)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ এর পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিব তাঁর প্রকল্প পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি ডিপিপি এর প্যাকেজের মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই হওয়ার বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন।	৩.১) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ এর উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান তাঁর উত্থাপিত জিজ্ঞাসার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
(৪)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ এর উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন যে, আইএমইডির বিদ্যমান ফরমেটগুলো ২০০৩ সালে প্রস্তুত করা হয়েছিল। চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন ফরমেটটি ২০১৮ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। তিনি চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন ফরমেটে তিনটি অংশের বিষয়ে উলেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, দুইটি ক্ষেত্রে ডিপিপি এর প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই হতে পারে। প্রথমত সংশোধিত ডিপিপির ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত প্যাকেজ মূল্য অনেক সময়ে লক্ষ টাকায় লিখে শেষের হাজারের অংশ লেখা হয় না।	৪.১) ডিপিপি -এর প্যাকেজভিত্তিক প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই কিনা এবং এর কারণ কি- এ বিষয়গুলো প্রকল্প পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে।
(৫)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বলেন যে, আইএমইডির প্রণীত ফরমেটগুলো ২০০৩ সালে প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে এডিপি তে প্রকল্প সংখ্যা ও এডিপির আকার বিবেচনায় নিয়ে ফরমেটগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আরো বিশ্লেষণধর্মী হওয়া উচিত বলেন তিনি মত প্রকাশ করেন।	৫.১) আইএমইডির কর্তৃক ২০০৩ সালে প্রণীত ফরমেটগুলো বর্তমানে এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা ও এডিপির আকার বিবেচনায় নিয়ে ফরমেটগুলো সংশোধন করতে হবে। ৫.২) প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আরো বিশ্লেষণধর্মী করে উপস্থাপন করতে হবে।
(৬)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ এর পরিচালক জনাব এস এম নাজিম উদ্দিন বলেন যে, চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফরমেটে সার্বিক পর্যবেক্ষণ লেখার জন্য উন্মুক্ত আছে। ফরমেট এ উল্লেখ না থাকলেও যে কোন বিষয় সার্বিক পর্যবেক্ষণে লিখবার সুযোগ আছে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।	৬.১) চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনে ফরমেটে বিদ্যমান বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতে হলে সার্বিক পর্যবেক্ষণ অংশে তা লেখা যেতে পারে।

(৭)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন যে, প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে আর্থিক (Financial) ও বাস্তব (Physical) দুই ধরনের অগ্রগতি দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, প্রকল্প পরিচালকের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই প্রকল্পের বাস্তব (Physical) অগ্রগতি যথার্থভাবে পরিমাপের জন্য মেথ-ডলজি তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে আইএমইডি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন।	৭.১) প্রকল্পের বাস্তব (Physical) অগ্রগতি যথার্থভাবে পরিমাপের জন্য মেথডলজি তৈরির বিষয়ে আইএমইডি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
(৮)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ এর পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন যে, প্রকল্প শুরুর পূর্ব থেকে যেসব মিটিং হয় সেগুলোর কার্যবিবরণী যা ডিপিপি এর Annexure-এ সংযুক্ত থাকে তা প্রকল্পের Institutional Memory হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উল্লিখিত বিষয়াদি ডিপিপি থেকে স্টাডি করে প্রকল্প পরিবীক্ষণ করলে প্রকল্প পরিবীক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং তা সকলে অনুসরণ করতে পারে মর্মে তিনি মত জ্ঞাপন করেন।	৮.১) মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে অনুষ্ঠিত সকল সভার কার্যবিবরণী স্টাডি করে প্রকল্প পরিবীক্ষণ করার বিষয়টি সকলকে অনুসরণ করতে হবে।
(৯)	সিপিটিইউ এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান বলেন যে, কোন প্রকল্পের ৭৫% এর অধিক থাকে ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ক । আইএমডি'র একজন প্রকল্প পরিবীক্ষণ কর্মকর্তার ক্রয় কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সঠিক আছে কিনা; কোন গ্যাপ আছে কিনা সে বিষয়গুলো দেখা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিবীক্ষণকালে ক্রয়কারীর কাছে Procurement Cycle-এর সবগুলো ধাপ Tender Documents-সহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা সমীচীন হবে তিনি মত প্রকাশ করেন।	৯.১) পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাকে পরিবীক্ষণকালে ক্রয় কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সঠিক আছে কিনা; কোন গ্যাপ আছে কিনা সে বিষয়গুলো দেখতে হবে। ৯.২) প্রকল্প পরিবীক্ষণকালে ক্রয়কারীর কাছে Procurement Cycle-এর সবগুলো ধাপ Tender Documents-সহ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে।

(১০)	মুখ্য আলোচক ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আফজল হোসেন বলেন যে, আইএমইডির সচিব মহোদয় যথার্থ বলেছেন যে আইএমইডির পরিবীক্ষণ ছক একটা গাইডলাইন মাত্র। এখানে বিভিন্ন প্রকল্পের ধরনের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন Dimension অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন যে, যিনি প্রকল্প পরিবীক্ষণ করবেন তার উপরও নির্ভর করে তিনি প্রকল্পের কতটা গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করবেন। আইএমইডির ফরমেটগুলো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি টিম করে দিয়ে আপডেট করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংস্থার কাছে থাকা টেস্ট রিপোর্টগুলো যাচাই করে দেখা যায়। প্রকল্পের প্রতিটি আইটেমের ডিপিপি-এর ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের সাথে মিলিয়ে দেখা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে Country of Origin কি ছিল এবং বাস্তবে Country of Origin কি আছে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা প্রয়োজন। অডিট সংক্রান্ত বিষয়টি (আর্থিক শৃঙ্খলা) বস্তুনিষ্ঠভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদনে নিয়ে আসা উচিত। প্রকল্পের Tender Process এর বিষয়টি পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। দেশব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধু পরিদর্শন এলাকার তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে সম্পূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতিসহ অন্যান্য তথ্য নিয়ে সার্বিক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের বাস্তব (Physical) অগ্রগতি পরিমাপ করা কঠিন। প্রকল্প পরিচালকের নিকট তথ্য নিয়ে বাস্তবের প্রকৃত অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ছক দিয়ে লেখা যেতে পারে অথবা ছক ছাড়াও বিস্তারিত আলোচনা করা যায় মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।	১০.১) আইএমইডির পরিবীক্ষণ ছককে একটা গাইডলাইন হিসেবে বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন প্রকল্পের ধরনের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন Dimension কে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবীক্ষণ করতে হবে। ১০.২) আইএমইডির ফরমেটগুলো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি টিম করে দিয়ে আপডেট করা যেতে পারে। ১০.৩) সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংস্থার কাছে থাকা ভৌতকাজের নির্মাণসামগ্রীর টেস্ট রিপোর্টগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। ১০.৪) প্রকল্পের প্রতিটি আইটেমের ডিপিপি-এর ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। ১০.৫) পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে Country of Origin কি ছিল এবং বাস্তবে Country of Origin ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে ১০.৬) অডিট সংক্রান্ত বিষয়টি (আর্থিক শৃঙ্খলা) বস্তুনিষ্ঠভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদনে নিয়ে আসতে হবে। ১০.৭) প্রকল্পের Tender Process এর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ১০.৮) দেশব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধু পরিদর্শন এলাকার তথ্য বিশেষণ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে সম্পূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতিসহ অন্যান্য তথ্য নিয়ে সার্বিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ১০.৯) প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে বাস্তবের প্রকৃত অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ১০.১০) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ছক দিয়ে লেখা যেতে পারে অথবা ছক ছাড়াও বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

(১১)	ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আইএমইডির চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনটি আরো বিশ্লেষণধর্মী হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন যে, পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফরমেট হলো একটা গাইডলাইন মাত্র । প্রকল্প পরিদর্শনের পূর্বেই একজন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে রিপোর্টের ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে মাইন্ডসেট করে নিতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের পূর্বে তিনি ডিপিপি স্টাডি করার প্রয়োজনীয়তার দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, ডিপিপি পড়লে মন্ত্রণালয় ডিপিইসি ও পিইসি সভায় কি কি নির্দেশনা প্রদান করেছে তা জানা যাবে। তিনি আরো বলেন যে, দেশব্যাপী কোন প্রকল্প থাকলে যে জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে সে জেলার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকের কাছে সারা দেশে প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করে তা সেকেন্ডারি ডেটা হিসেবে রিপোর্টে তুলে ধরা সমীচীন হবে। তিনি বলেন যে, কোন কর্মকর্তা পিইসি সভায় অংশগ্রহণের পূর্বে ডিপিপি এর বিভিন্ন আইটেমের বাজার মূল্য ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিরীক্ষা করে নেওয়া যথার্থ হবে। প্রকল্পের প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই হলে টেন্ডার ডুকুমেন্টস নিরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিদর্শনে আর্থিক শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা দুটি পার্টই বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রকল্পের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আবশ্যক মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	১১.১) আইএমইডির চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনটি আরো বিশ্লেষণধর্মী করতে হবে। ১১.২) প্রকল্প পরিদর্শনের পূর্বেই একজন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে রিপোর্টের ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে মাইন্ডসেট করে নিতে হবে এবং প্রকল্প সম্পর্কে মৌলিক ধারণা নিতে হবে। ১১.৩) প্রকল্প পরিদর্শনের পূর্বে ডিপিপি স্টাডি করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় ডিপিইসি ও পিইসি সভায় কি কি নির্দেশনা প্রদান করেছে তা জানতে হবে। ১১.৪) কিছু কিছু ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে একনেকে প্রকল্প পাশ হয়, পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। ১১.৫) দেশব্যাপী কোন প্রকল্প থাকলে যে জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে সে জেলার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকের কাছে সারা দেশে প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করে তা সেকেন্ডারি ডেটা হিসেবে রিপোর্টে তুলে ধরতে হবে। ১১.৬) কোন কর্মকর্তা পিইসি সভায় অংশগ্রহণের পূর্বে ডিপিপি এর বিভিন্ন আইটেমের বাজার মূল্য ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিরীক্ষা করে নিতে হবে এবং এর ভিত্তিতে সভায় মতামত প্রদান করতে হবে। ১১.৭) প্রকল্পের প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই হলে টেন্ডার ডুকুমেন্টস নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। ১১.৮) প্রকল্প পরিদর্শনে আর্থিক শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা দুটি পার্টই বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ১১.৯) প্রকল্পের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উলেখ করতে হবে।

(১২)	ওয়েবিনারের সভাপতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন যে, আজকের ওয়েবিনারটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি মহাপরিচালক সেক্টর-৪ কে সর্বপ্রথম ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিষয় প্রস্তাব করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন যে, কোন বিষয়ই আজকের ওয়েবনিয়ারে অনিষ্পন্ন থেকে যায় নি; কোন সহকর্মী কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলে অন্য সহকর্মী সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। আইএমইডির কর্মকর্তাদের আত্ন-উন্নয়ন ও পারস্পারিক যোগাযোগের নিমিত্ত এই ওয়েবনিয়ার আয়োজন করা হয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান)
উপপরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ও
সহকারী র‍্যাপোটিয়ার

(আইনুর আক্তার পান্না)
পরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ও
র‍্যাপোটিয়ার

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

Meeting ID: 3506410972 Start Time: 21-04-2021 10:31:41 AM Duration (Minutes):
End Time: 24-04-2021 12:58:23 PM
Name and User Email :

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 21-04-2021 10:31:41 AM
	Duration (Minutes): 147	End Time: 21-04-2021 12:58:23 PM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	shohel_bd2002@yahoo.com
4	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED	majid3171965@gmail.com
5	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
6	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
7	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
8	Golam Sarwar	golam.sarwarimed@gmail.com
9	Nadira Akhtar # DD # Sector-2 # IMED	
10	Salehin Tanvir Gazi# Director# IMED	
11	Wahida Hamid	
12	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
13	Nazneen Sultana	
14	AynoorPanna Director#sector4	
15	Md Azgor Ali	azgor33juimed@gmail.com
16	Masiur Rahman	masiur051980@gmail.com
17	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
18	Md.Saiful Islam Director. IMED	
19	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
20	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
21	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
22	Md. Ashraful Islam# Director# IMED	
23	Upama Akter# DD# Sec-4	
24	Md. Taibur Rahman (Md. Taibur Rahman)	trsumon@gmail.com
25	Md. Mahbubur Rahman#Director#sector-02#IMED	jerinmahbub32@gmail.com
26	Aynoorpanna Director sec4	

27	Shibli khan (Shibli khan)	
28	Tanmi Shahrin (Tanmi Shahrin)	
29	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
30	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
31	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
32	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
33	Md. Nasimur Rahman Sharif	
34	Salma Begum	
35	Dir#imed	naturebd09@gmail.com
36	Md. Siddiqur Rahman	
37	Saiful Islam	
38	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
39	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
40	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
41	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
42	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
43	Md. Aziz Taher Khan# Director(Joint Secretary)# CPTU# IMED	
44	Ahsan Habib# Director# IMED	
45	Pulak Kanti Barua	
46	Mamun IMED	
47	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	
48	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	
49	Shahadat Hossain# Director (Social)	
50	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
51	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
52	Md Harun Or Rashid	mdharunorrashid1981@gmail.com
53	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
54	S Nazim Uddin (S Nazim Uddin)	
55	sarah sadia taznin	farjan812@gmail.com
56	Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
57	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
58	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com
59	Rafid Shahriar	shahriar.cste@gmail.com
60	Sujan	
61	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
62	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
63	Kamal Hossain	
64	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com

65	Sanjoy Karmakar	
66	Shamim	
67	Md. Shahidur Rahman# Librarian	
68	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
69	A. A. Mamun# Director(JS)# S-7	
70	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
71	Sonia# IMED	
72	Shamimul Haque# JS# CPTU	
73	Galaxy-J2	
74	Mohammad Moshiur Rahman Senior Programmer	
75	Nadira Akhtar (Galaxy J7 Pro)	
76	Nahida Akter	nahida.ac@gmail.com
77	Mohammed Salah Uddin	
78	Md Aminul Hoque	
79	nahida akter	
80	Mustafa Hassan	
81	Mohammad Moyazzem Hossain	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
82	AD#S-5#IMED	
83	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
84	Shamim# JS# CPTU	
85	Shameem Kibria#DD#CPTU#IMED	shameem16838@gmail.com

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

Masud Akhter K...
Participants (55)
DG IMED Afzal Hossan

Participants (71)

Zoom Meeting
Recording...
Participants (61)

Zoom Meeting
Recording...
Participants (61)
Ahsan Habib, Di...
Md. Ashraful Isl...
sarah sadia taznin
Salehin Tanvir G...
Salma Begum
Sonia, IMED

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: আইএমইডি'র ভূমিকা

উপস্থাপনায়
আইএমইডি'র সেক্টর-০৫ এর পক্ষ থেকে
ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান
পরিচালক (উপসচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৫, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

Presented by
Dr. Md. Taibur Rahman
Director (Deputy Secretary) IMED

M&E Framework of National Development Plans especially of 8FYP and BDP 2100 & Role of IMED

Implementation Monitoring and Evaluation Division
Ministry of Planning
Government of the People's Republic of Bangladesh

1

Contents

- Development Planning Context-Inter-relations of plans
- Snapshots of 8FYP
- Role of IMED and DRF of 8FYP (Some highlight on Macroeconomic targets)
- Snapshots of BDP 2100 and its DRF
- Good Practices of Result Monitoring (SDG Tracker and BDP 2100 Portal)
- Roles and Functions of IMED
- Key concept of Result-Based M&E
- **Sustainability of RBM&E in IMED and Push Forward: How can IMED jump-start now??**

2

Development Planning Systems in Bangladesh

3

Development Approach of the 8FYP

Six Core Themes of 8FYP

- Rapid recovery for Covid-19 to restore human health, confidence, employment, income and economic activities;
- GDP growth acceleration, employment generation and rapid poverty reduction;
- A broad-based strategy of inclusiveness with a view to empowering every citizen to participate in full and benefit from the development process, and helping the poor and vulnerable with social protection- based income transfers;
- A sustainable development pathway that is resilient to disaster and climate change; entails sustainable use of natural resources; and successfully manages the inevitable urbanization transition;
- Development and improvement of critical institutions necessary to lead the economy to UMIC status by FY2031;
- Attaining SDG targets and mitigating the impact of LDC graduation;

- Two Parts
- Part One- Macro Economic Perspective-Total 6 Chapters
- Part Two-Sectoral Chapters-Total 14 Chapters

4

M&E Framework for 8FYP

- A total of **104 Indicators** included in the **Development Result Framework (DRF)** of the 8FYP
  - ***Around 60+ additional indicators are there in some of the the sectoral chapters***
- The 6th Five Year Plan: First introduced the concept of Results-Based Monitoring and Evaluation (RBM&E) instead of assessing completion of financial or physical targets as indicators of progress
- DRF of the 8FYP has been elaborated in the Chapter 6 of part 1 and highlighted
  - its strategic role in planning
  - the institutional arrangements
  - data mobilization arrangements
  - mid-term and end evaluation of the plan
- DRF: A total of 15 top priority areas with linked to the SDG and PP2041
  - 4 macroeconomic
  - 11 Sectoral.

5

Table 6.1: National Priority Areas of the 8FYP

National Priority	Outcome Statement	Indicators	No. of Indictors
A. MACROECONOMIC GOALS AND INDICATORS			
Inclusive economic growth through macroeconomic stability (SDG-8)	Conducive macroeconomic environment to promote inclusive growth, supported by trade and private sector development	Real sector indicators	4
		Fiscal indicators	3
		External sector indicators	3
		Monetary and Financial Sector	2
		Price level / Inflation	1
Reducing Poverty and Inequality (SDG-1 & 10)	Reduction in poverty and inequality across all groups and regions	Poverty	2
		Social protection	1
		Income/consumption inequality	1
Employment (SDG-8)	Increased productive and decent employment opportunities for sustainable and inclusive growth	Employment quantity, quality and safety	5
International Cooperation and Partnership (SDG-17)	Strengthen International cooperation and partnership for sustainable development	Foreign aid quantity and quality	2
B. SECTORAL DEVELOPMENT GOALS AND INDICATORS			
Health and Well Being (SDG-3)	Sustainable improvements in health sector including reproductive health and family planning, particularly of vulnerable group	Mortality / Life expectancy	4
		Female reproductive health	3
		Fertility management	2
		Prevention of mass communicable disease	3
		Child nutrition	3
Quality Education (SDG-4)	Quality education for all to reduce poverty and increase economic growth	Education quantity	3
		Education quality	2
		Education finance	2
Agriculture and Food Security (SDG-2)	Achieving food security and promoting sustainable agriculture for becoming a prosperous country	Agriculture value-added, and composition	1
		Agriculture finance	1
		Food security	1
Clean Water & Sanitation (SDG-6)	Ensure availability of safe drinking water and sanitation for all	Drinking water	1
		Sanitation	1
		Transboundary Water	1
Transport and Communications (SDG-9)	Improved transport infrastructure for higher economic growth	Transport network quantity	7
		Inter-modal transport balance	1

M&E Framework for 8FYP

National Priority	Outcome Statement	Indicators	No. of Indictors
Power, Energy and Mineral Resources (SDG-7)	Ensure sustainability in production, consumption and use of energy and mineral resources	Electricity production and access	3
		Renewable energy	2
Gender and Social Inequality (SDG-5 & SDG-9)	Achieve gender equality and empower all women and girls	Gender equality	9
		Social equity	1
Environment, Climate Change and Disaster Management (SDG-13, 14 & 15)	The natural environment is preserved and prevented from degradation, and a disaster management strategy exists, as well ensuring climate change adaptation and mitigation	Climate change	2
		Environmental protection	4
		Air quality	1
		Disaster management	4
Information and Communications Technology (ICT)	Increased access to digital communications through telephone and broadband services	Service quantity	4
Urban Development (SDG-11)	Reduced urban poverty and improved living conditions through better city governance and service improvements	Urban Services and access	4
Governance (SDG-16)	Promoting inclusive, transparent, accountable and effective democratic governance system and ensuring justice for all	Access to justice	3
		E-procurement	1
		Right to information	1
		Alternative Dispute Resolution	1
		Child protection	1
		Human trafficking	2
		Quality of public service	1

Table A6.1: Development Results Framework (DRF) of the 8th Five Year Plan

Sl.	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	National Priority: Inclusive Economic Growth through Macroeconomic Stability (SDG-8)									
	Outcome Statement: Conducive macroeconomic environment to promote inclusive growth, supported by trade and private sector development									
	Real Sector									
1	Per Capita GDP Growth (%)	BBS, SID	FD	3.85 (2020)	6.06	6.46	6.78	7.13	7.33	SDG 8.1.1
2	Gross National Savings (as % of GDP)	BBS, SID	IRD, BB	30.11 (2020)	31.43	31.17	32.29	33.03	34.42	
3	Gross Investment (as % of GDP) (a) Private Investment (as % of GDP) (b) Public Investment (as % of GDP) (c) Foreign Direct Investment (FDI) (as % of GDP)	BBS, SID	MoI, BIDA, FD, BB	31.75 (a) 23.63 (b) 8.12 (c) 0.54 BBS (2019)	32.56 (a) 24.41 (b) 8.15 (c) 0.83	32.73 (a) 24.53 (b) 8.20 (c) 1.35	34.00 (a) 25.32 (b) 8.68 (c) 1.90	34.94 (a) 26.08 (b) 8.86 (c) 2.50	36.59 (a) 27.35 (b) 9.24 (c) 3.00	
4	Gross National Income Per Capita (In USD)	BBS, SID		2064 (BBS 2020)	2170	2345	2555	2790	3059	
	Fiscal Sector									
5	Total Revenue (as % of GDP) (a) Tax Revenue (as % of GDP)	NBR, BB	NBR, IRD	9.4 (a) 7.89 (FD 2020)	10.18 (a) 9.02	11.10 (a) 9.80	12.00 (a) 10.60	12.86 (a) 11.26	14.06 (a) 12.26	
6	Government Expenditure (as % of GDP)	BB, FD	BB, FD	14.86 (2020)	17.06	16.91	17.57	17.90	19.10	
7	Government Budget Deficit (including grants) (as % of GDP)	BB, FD	FD	5.39 (2020)	6.80	5.75	5.52	5.00	5.00	
	External Sector									
8	Export (as % of GDP)	Import (as % of GDP)	BBS, SID	12.25 (2020)	12.83	12.83	12.79	12.73	12.64	
9			MoC	18.31 (2020)	18.79	18.77	18.74	18.73	18.74	
10	Remittance (as % of GDP)	BB	BB, MoEWOE	5.46 (2020)	5.51	5.36	5.20	5.02	4.84	

Monitoring Projected Growth Path under the Eighth Plan

Macroeconomic Scenario of the 8FYP

Macro Indicator	FY19 (Actual)	FY20 (Revised Estimate)	FY21 (Estimate)	FY22 (Projection)	FY23 (Projection)	FY24 (Projection)	FY25 (Projection)
Growth: Real GDP (%)	8.15	5.24	7.40	7.70	8.00	8.32	8.51
CPI Inflation (%)	5.48	5.65	5.10	4.90	4.80	4.70	4.60
Gross Domestic Investment (% of GDP)	31.57	31.75	32.56	32.73	34.00	34.94	36.59
Private investment (% of GDP)	23.54	23.63	24.41	24.53	25.32	26.08	27.35
..of which FDI (% of GDP)	0.87	0.54	0.83	1.35	1.90	2.50	3.00
Public Investment (% of GDP)	8.03	8.12	8.15	8.20	8.68	8.86	9.24
Gross National Savings (% of GDP)	29.50	30.11	31.43	31.17	32.29	33.03	34.42

Sectoral Growth Projection for the 8FYP

Table 3.2: Sectoral Growth Projection for the 8FYP

Sectors	2019(Actual)	2020 (Actual)	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
	Growth Rate (Percent)						
Agriculture	3.92	3.11	3.47	3.83	4.10	4.00	3.90
Industry	12.67	6.48	10.29	10.59	10.79	11.20	11.90
o/w Manufacturing	14.20	5.84	10.73	10.99	11.24	12.00	12.60
Services	6.78	5.32	6.74	6.95	7.25	7.30	7.35
GDP	8.15	5.24	7.40	7.70	8.00	8.32	8.51
	Share as % of GDP (Constant prices)						
Agriculture	13.65	13.35	12.84	12.36	11.89	11.16	10.56
Industry	35.00	35.56	36.25	37.17	38.07	40.37	41.86
Services	51.35	51.30	50.91	50.47	50.04	48.47	47.58

8

Poverty Targets for the Eighth Plan Period

Indicators	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Incidence of Poverty	23.0	20.0	18.5	17.0	15.6
Incidence of Extreme Poverty	12.0	10.0	9.1	8.3	7.4

Employment Targets for the Eighth Plan Period

Indicators	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Additional Domestic Employment (million)	1.43	1.52	1.61	1.72	1.80
Additional Overseas Employment (million)	0.58	0.61	0.65	0.69	0.72
Additional Total Employment (million)	2.01	2.13	2.26	2.41	2.52
Additional Labor Force (million)	1.49	1.53	1.56	1.60	1.63
Excess Employment (million)	0.52	0.60	0.70	0.81	0.89

9

M&E Framework for 8FYP-Role of IMED

Exact Quote from Part 1: Chapter 6 - Section 6.3.2 (Page 142)

- *"Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) has made **some progress** in doing systematic review of the entire project portfolio to distil the key lessons of project selection and management and **strengthen the development impact of the public investment program**. Nevertheless, **there is substantial scope for further progress**.*
- *The importance of doing a **through portfolio analysis of the ADP** and find ways how to **maximize the development impact of public investment** has gained momentum in an environment of resource constraint, that has been further aggravated by the COVID-19.*
- *IMED will undertake an **increased number of impact assessments of projects** with the help of both experimental and non-experimental data so that **M&E at the micro-level moves beyond simply tracking the financial and physical completion of the projects**.*
- *The IMED will develop its **capacity and learning** through a process of research and collaboration with the national think tanks and the universities."*

Brief on Bangladesh Delta Plan 2100

Principles and Features of BDP 2100

- **BDP 2100 is a**
  - **long term and visionary plan covering the 21st Century**
  - **Holistic and integrated Plan,** considering many themes and sectors, individual strategies as well as integrated ones for the whole country considering the needs of all water-related sectors have been articulated in a single plan
  - **Techno- economic water centric plan,** which covers both technical and economic issues (GDP growth, Poverty Reduction, Employment, Food Security, Investment, etc.)
  - **Implementable plan** having an investment programme upto year 2030 linked with financial resources
- Strongly focused on **Climate Change Issues and Adaptive Delta Management (ADM)** approach which is a paradigm shift in planning and managing projects.

May 19, 2021

BDP 2100 Vision & Goals

Vision: Achieving Safe, Climate Resilient and Prosperous Delta

Mission:
Ensure long term water and food security, economic growth and environmental sustainability while effectively reducing vulnerability to natural disasters and building resilience to climate change and other delta challenges through robust, adaptive and integrated strategies, and equitable water governance.

Higher Level Goals
Goal 1: Eliminate extreme poverty by 2030
Goal 2: Achieve Upper Middle Income Country (UMIC) status by 2030
Goal 3: Being a prosperous country beyond 2041

Delta (BDP 2100) Goals
Goal 1: Ensure safety from floods and climate change related disasters
Goal 2: Ensure water security and efficiency of water usages
Goal 3: Ensure sustainable and integrated river systems and estuaries management
Goal 4: Conserve and preserve wetlands and ecosystems and promote their wise use
Goal 5: Develop effective institutions and equitable governance for in-country and trans-boundary WR mgt
Goal 6: Achieve optimal use of land and water resources

11

Bangladesh Delta Plan 2100: Analytical Framework and ToC

1. Baseline analysis: Challenges and Opportunities
- Overall: *Climate Change related*
- *Environmental and Ecological related; and*
- *National & Trans-boundary water resources related*

2. Setting the vision and goals

3. Scenario development
- Various plausible future scenarios based socio-economic, environmental and policy factors
- Six Hotspot wise scenarios

4. Strategy development
- Sectoral (Water resources, land, Agriculture, Inland water transport, Urban water based on Hotspots)
- Cross-cutting Issues (Flood, Fresh water etc.)

5. Investment plan:
- Macro-requirements, Hotspot wise, Cross cutting
- Project prioritization Criteria
- Financing Arrangements and Mechanisms

6. Implementation framework
- Delta Commission and Delta Fund
- Regional Water bodies
- M&E Framework including Data requirement issues
- Knowledge hub

Paradigm Shift in Planning to Adaptive Delta Management

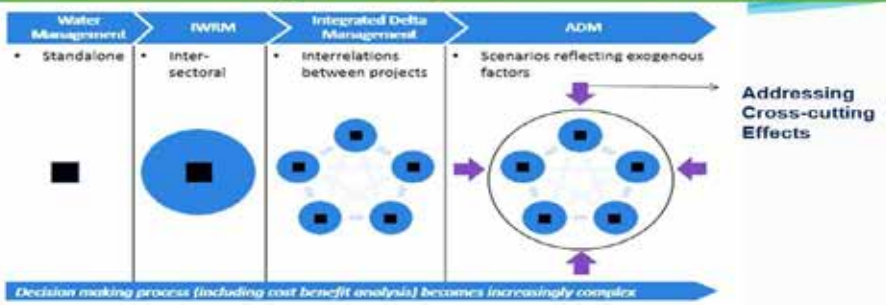

ADM asks:
What could happen in the **future**, and what can we do **now** to achieve our goals, regardless of how the future unfolds? Plan through **Back Casting.**

ADM deals with uncertainties is the key issue:
- ✓ 'what to do and when to do it?'
- ✓ 'not too much, not too little'
- ✓ 'not too early, not too late'

May 19, 2021

15

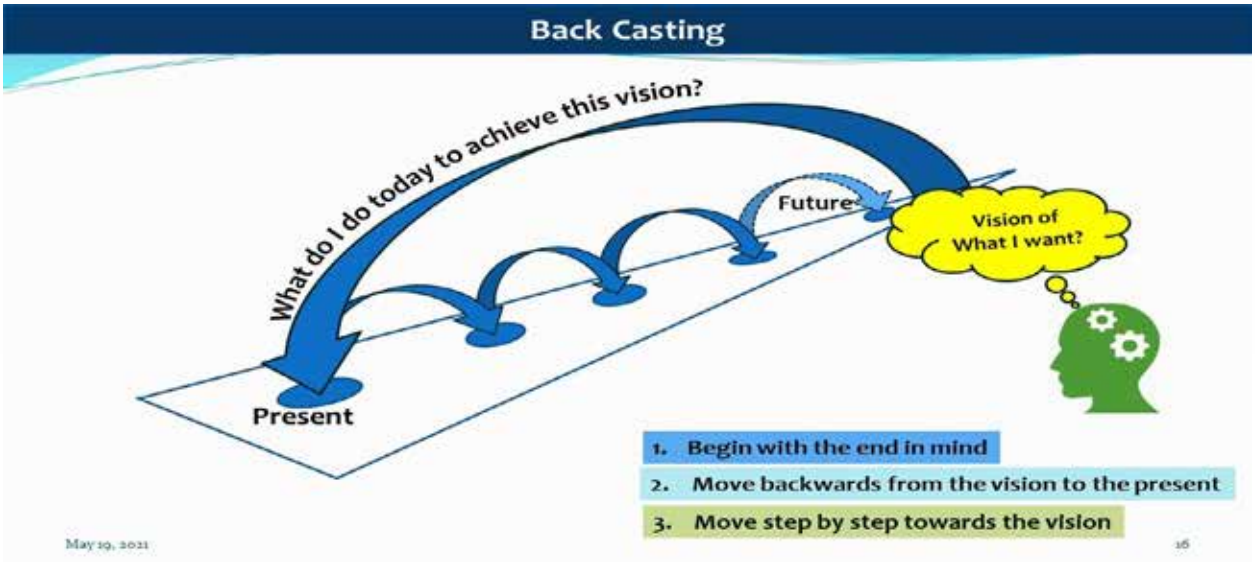

Step 1: System Analysis for identifying issues and entry point

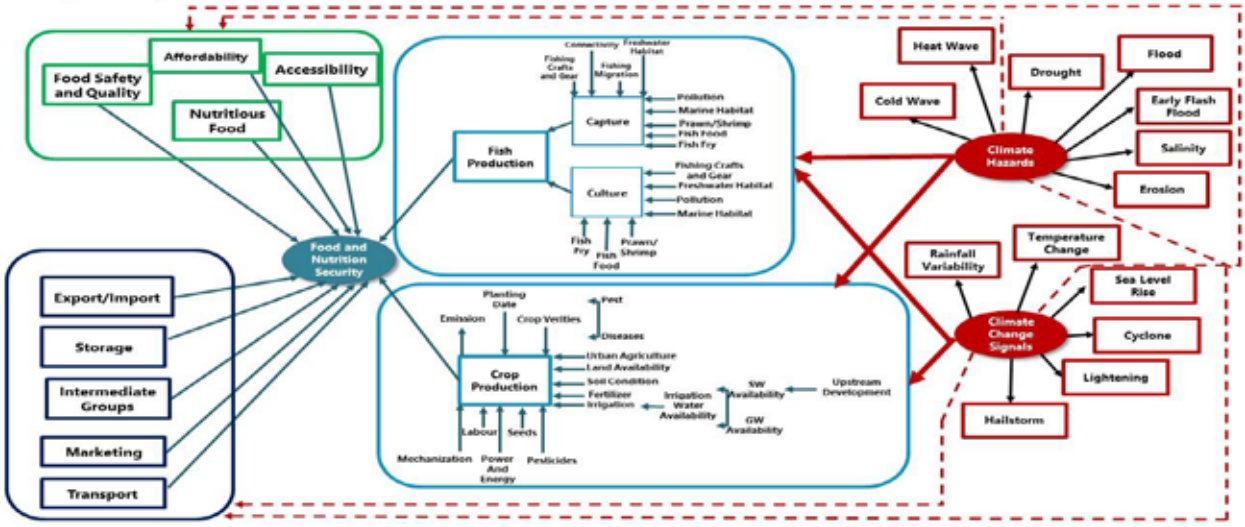

Step 2: Delta Risk and Vulnerability Assessment

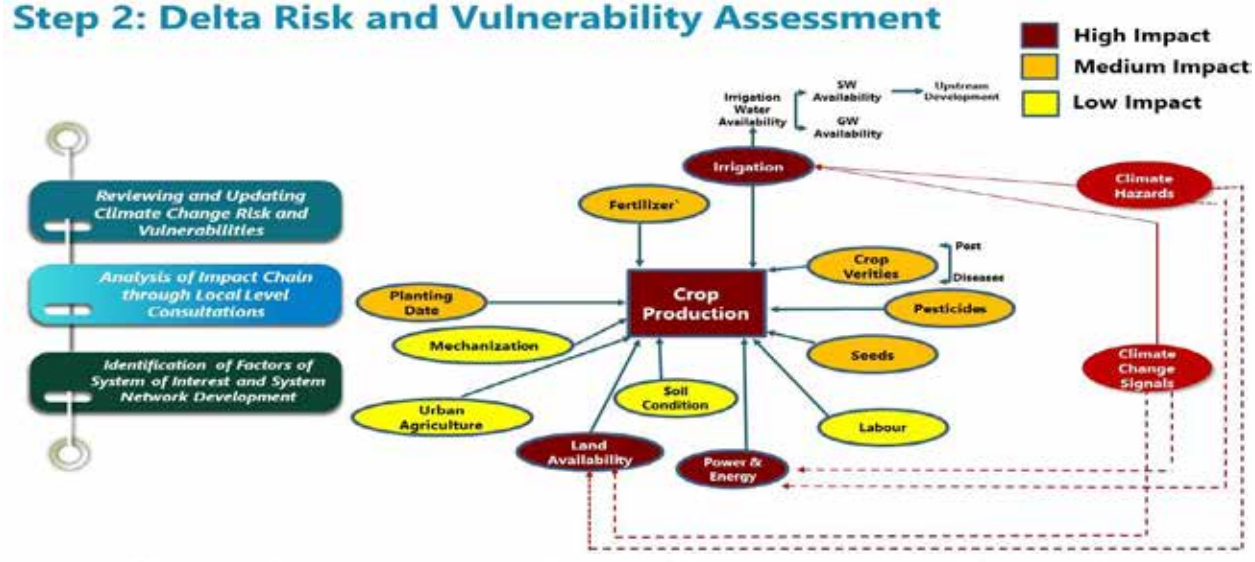

Step 3: Delta Adaptation Strategy and Appraisal

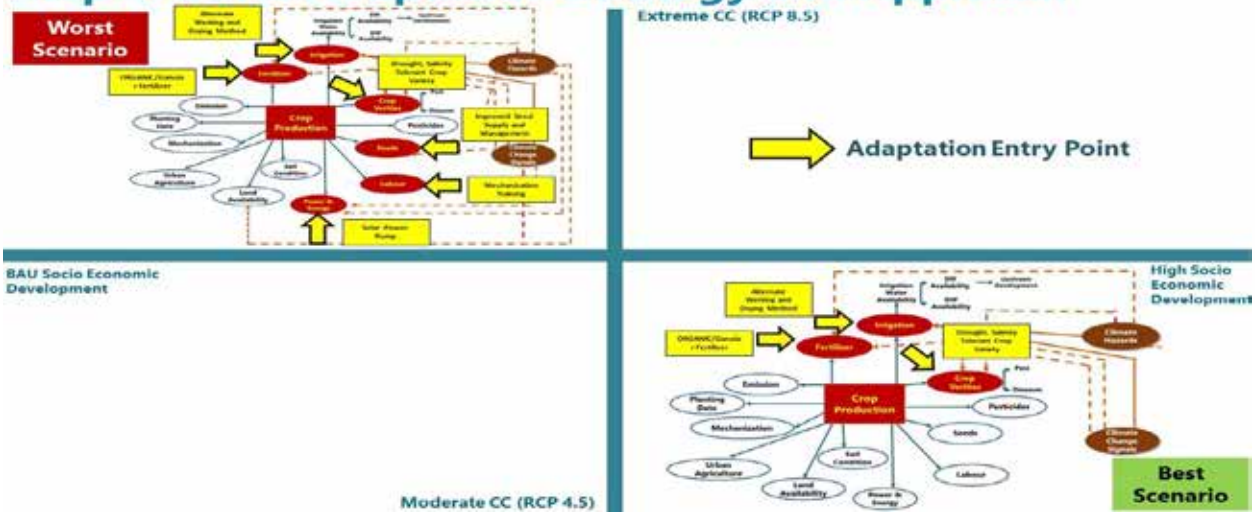

Framework for Strategy Development

Strategies developed at 3 Levels:

- National Level Strategies → Flood Risk Management, Fresh Water
- Hotspot Level Strategies
- Strategies for Cross-cutting Issues

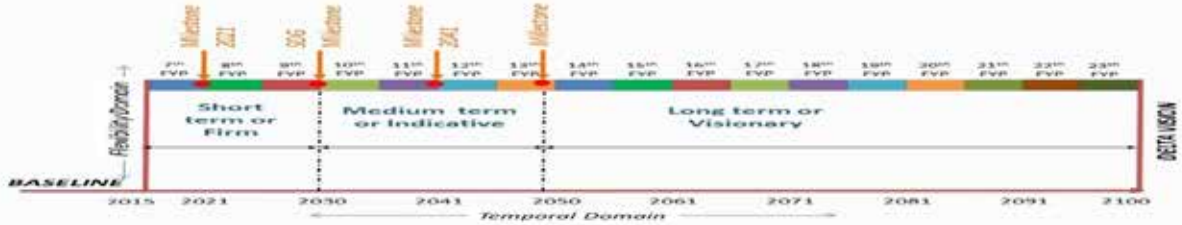

Figure: Time Frame of BDP 2100 Strategy

May 19, 2021

Six Hotspot Areas

Hotspot is defined as "**a place of significant activity or danger**". Hotspots are prototypical areas where similar hydrological and climate change vulnerability characteristics and problems converge also influenced by natural hazards.

In BDP 2100, Hotspot is a broad grouping of districts and areas facing similar risks evolved by Hydrology, climate change and natural hazards .

Six (6) Hotspot areas have been identified:

1. Coastal Zone (27,738 sq km);
2. Barind and Drought Prone Areas (22,848 sq km);
3. Haor and Flash Flood Areas (16,574 sq km);
4. Chattogram Hill Tracts (13,295 sq km);
5. River Systems and Estuaries (35,204 Sq km); and
6. Urban Areas (19,823 sq km).

May 19, 2021

BDP 2100 Investment Plan

- An investment plan comprising of 80 projects (65 infrastructure projects and 15 knowledge/institutional capacity building projects) of different sectors and hotspots have been identified for implementation up to the year 2030.
- An approximate amount of 37.526 billion USD (2,978.27 billion BDT) would be needed for the implementation of these projects
- The total new Delta investments proposed for the **8th FYP amounts to 47 new projects involving a total cost of BDT 1400 billion** or US$17.6 billion in 2015 prices.

May 19, 2021 22

BDP 2100 related Projects Allocation Based on ADP 2019-20

Sector/Sub-Sector	No. of projects	ADP Allocation (2019-20) [BDT in crore and U$ in billion]		
		Total	GoB	PA
Water Resources	78	5429.86 (US$- 0.64)	4222.96 (77.78%)	1206.90 (22.22%)
Agriculture/ Irrigation	33	908.42 (US$- 0.11)	832.08 (91.60%)	76.34 (8.40%)
Transport/ Shipping	15	1605.59 (US$- 0.19)	1560.59 (97.20%)	45.00 (2.80%)
Agriculture/Forestry	16	548.36 (US$- 0.06)	122.80 (22.40%)	425.56 (77.60%)
Agriculture/Food	6	707.01 (US$- 0.08)	497.06 (70.30%)	209.95 (29.70%)
Agriculture/Fisheries	14	533.36 (US$- 0.06)	358.46 (67.21%)	174.90 (32.79%)
Rural Development & Rural Institutions	13	2014.94 (US$- 0.24)	967.15 (48.00%)	1047.79 (52.00%)
Physical Planning, Water Supply & Housing	68	10009.92 (US$- 1.18)	6116.93 (61.11%)	3892.99 (38.89%)
Power	5	162.06 (US$- 0.02)	100.86 (62.24%)	61.20 (37.76%)
Number and total Allocations of BDP 2100 related Projects	248	**21919.52 (US$- 2.58)**	14778.89 (67.42%)	7140.63 (32.58%)
ADP (2019-20)	1564	202721.00 (US$- 23.85)	130921.00 (US$- 15.40)	71800.00 (US$- 8.45)
As Percentage of ADP		**10.81%**	7.29%	3.52%
As Percentage of GDP		**0.86%**	0.58%	0.28%

4

8th FYP Priority Public Investment Program for Implementation of BDP2100

(source: BDP 2100IP, volume 2 and 8FYP Vol. 2, Section: 4.6.4)

The total new Delta investments proposed for the 8FYP amounts to 47 new projects (all are from BDP 2100 IP) involving a total cost of BDT 1940 billion in FY2021 prices (US$21.7 billion).

Sl. No.	Hotspot Areas	No. of projects
1.	Urban Area	07
2.	Barind and Drought Prone Area	04
3.	Chattogram Hill Tracts	04
4.	Coastal Zone	12
5.	Rivers and Esturies	05
6.	Haor and Flash Flood Areas	05
7.	Cross-Cutting	10
	Total	**47**

24

DRF of BDP 2100

8FYP: Chapter-8 Sustainable Development: Environment & Climate Change

(BDP 2100, Vol. 1,Chapt. 13, Page: 631-633 & 8FYP, Vol. 2 Section 8.4.4)

Results framework of BDP 2100 is fully adopted in 8FYP

No.	Indicators	Sub-Indicators	Quantity	2016-2018	Target for 2025
(Goal 1: Ensure safety against water and climate change related disasters)					
1A	Risk zone susceptible to natural hazards	Average flood extent	% of total area of Bangladesh	30	20
		Extreme flood extent	"	50	30
		Cyclone damage extent	"	10	2
		Average drought extent	"	9	9
		Extreme Drought Extent	"	47	20
		Dry season saltwater intrusion	% of total coastal area	40	30
		Water logging extent	"	2.5	0.25
		Length of bank-line erosion	% of total river length	15	8

25

DRF of BDP 2100……..

8FYP: Chapter-8 Sustainable Development: Environment & Climate Change

(BDP 2100, Vol. 1,Chapt. 13, Page: 631-633 & 8FYP Vol. 2 Section 8.4.4)

Results framework fully adopted from BDP 2100 (Continued)

No.	Indicators	Sub-Indicators	Quantity	2016-2018	Target for 2025
(Goal 1: Ensure safety against water and climate change related disasters)					
1B	Population vulnerable to natural disasters	Flood vulnerable people	Nos. in million	88	40
		Cyclone vulnerable people	"	8	5
		Erosion vulnerable people	"	1	0.5
		Water logging vulnerable people	"	0.9	0.1
(Goal 2: Ensure water security and efficiency of water usages)					
2A	Dry season water availability	-	% of total flow	15	30
2B	Dry season irrigation coverage	-	million ha	6	6.5
2C	Irrigation water efficiency	-	% of supplied water	30	40
2D	Urban domestic water efficiency	-	% of supplied water	67	75
2E	Internal Renewable Water Resources	-	cumec/ person	714	1,300
2F	Surface water sources polluted by industrial wastes	-	% of total river areas	11	6
2G	Surface water sources polluted by other wastes		% of total river areas	10	5

26

DRF of BDP 2100……..

(BDP 2100, Vol. 1,Chapt. 13, Page: 631-633 & 8FYP, Vol. 2 ,Section 8.4.4)

Results framework fully adopted from BDP 2100 (Continued)

No.	Indicators	Sub-Indicators	Quantity	2016-2018	Target for 2025
(Goal 3: Ensure integrated river systems and estuaries management)					
3A	Erosion along major rivers	Area eroded along Jamuna	ha/year	1,750	1,050
3B	Area of reclaimed lands	-	Ha	N/A	35,500
(Goal 4: Conserve and preserve wetlands and ecosystems and promote their wise use)					
4	Habitat protection	Area of perennial aquatic habitat	Ha	13,200	13,200
		Area of seasonal aquatic habitat	"	30,880	30,880
		Area of marine habitat	"	32,300	32,300
(Goal 5: Develop effective institutions and equitable governance for intra and trans-boundary water resources management)					
5A	Rural people with adequate capacity for WRM	-	% of rural population	20	40
5B	Equitable share of water among users	-	Qualitative judgment	Poor	Moderate

27

DRF of BDP 2100……..

(BDP 2100, Vol. 1,Chapt. 13, Page: 631-633 & 8FYP, Vol. 2,Section 8.4.4)

Results framework fully adopted from BDP 2100 (Continued)

No.	Indicators	Sub-Indicators	Quantity	2016-2018	Target for 2025
(Goal 6: Achieve optimal use of land and water)					
6A	Flood control, drainage and irrigation capacity	Area under irrigation schemes	Ha	672	900
6B	Sectoral use of water	Surface water used for irrigation	km^3	6.62	15
		Groundwater used for irrigation	"	24.88	22
6C	Navigation capacity	Wet season navigation course	km	5.968	5.968
		Dry season navigation course	"	3.865	5.500

28

Monitoring tools of SDG & BDP 2100

www.sdg.gov.bd

www.jcpbd.nl

29

Functions of IMED

According to the Rules of Business, 1996; Allocation of Business (Article 32 (C), Page 64)

01. Monitoring and Evaluation of the implementation of development projects included in the Annual Development Programme

02. Collection and compilation of project-wise data for preparing quarterly, annual and periodical progress reports for information of the President, NEC, ECNEC, Ministries and other concerned.

03. Rendering such advisory or consultancy services to Ministries/Agencies concerned on implementation of projects as and when necessary.

04. Field inspection of projects for on the spot verification of implementation status and such other Co-ordination works as may be necessary for the removal of implementation problems, if any, with the assistance of related Ministries/Agencies.

05. Submission of project inspection reports to the President and Ministers concerned when attention at such levels are considered necessary.

06. Matters relating to Central Procurement Technical Unit (CPTU).

07. Matters relating to The Public Procurement Regulations.

08. Such other functions as may be assigned to the Division by the President from time to time.

30

Functions of IMED

Strategic Plan

2008 to 2013

Implementation Monitoring and Evaluation Divis
Ministry of Planning

VISION: In 2013 IMED excels in the practice and management of monitoring and evaluation with core organizational competences in programme monitoring and evaluation, mass communications, and project information systems it advises other government organizations on programme design and measurement.

MISSION: The IMED monitors and evaluates the performance of revenue and development investment by collecting and analyzing information on project and programme results originating from implementing organizations.

Analysis of the performance of ministries and sectors against agreed targets is provided to Executive Committee of the National Economic Council, line ministries and other concerned parties whenever necessary.

Wherever possible IMED seeks to explain why sector or ministry performance targets have not been met by careful analysis of programme outcomes. This analysis is provided to the relevant bodies so that they can improve their performance if necessary.

31

Strategic Goals and Objectives under SP 2008-13 of IMED

Short Term (2008-09)

"MEASUREMENT AND ANALYSIS"

1. Ensure proper Design and Monitoring Frameworks (LF/ToC) are included in all DPPs
2. Outline M&E System for projects and programmes
3. Collect data on project inputs, outputs, outcomes and impacts according to PMIS
4. Verify project information supplied by executing agencies

Medium Term (2009-11)

"COORDINATING RESOURCE ALLOCATION AND SUPPORTING POLICY MAKING"

1. Produce analytical reports (ie reports explaining progress or lack of progress)
2. Engage in National Plan's DRF, MTBF targets, ADP sector plan indicators etc.
3. Prepare and implement evaluations strategy for programmes and sectors/ministries
4. Provide public sector investment performance reports

Long Term (2012-13)

"COMMUNICATING RESULTS TO THE PUBLIC"

1. Policy on public performance (results based) management implemented by June 2013
2. Formulation of communications strategy on public sector results (to media, public, development partners)

32

Key concept of Result-Based M&E

33

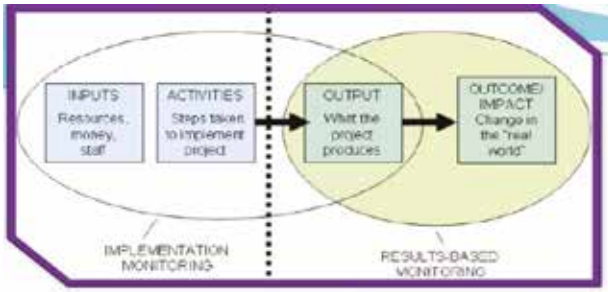

Results-based monitoring compared to conventional implementation monitoring

Blocks of a Results Framework

Developing a results framework: Setting up the RBM&E.

Input	Activities	Output	Outcome	Objective
Resources Human, financial, and other resources used for project	**Coordination** Technical assistance, training, transportation, and all other tasks organized in	**Potential Control** Intended change as result of project	**Initial Influence** Intended change in performance, attitudes or position	**Initial Concern** Most significant, realistic goal project can contribute to

Blocks of a Results Framework

Key Elements of the results matrix

- Indicators • What is to be measured
- Data Source • Where will data come from
- Baselines • Starting Point
- Targets • Desired Value and Direction of Progress
- Assumptions • External Influence on Intervention

35

Push Forward: How can IMED jump-start now??

-May sign an MoU with GED on Cooperation to operationalize the DRF

-May constitute a Team to identify scope and budget for operationalizing the RBM&E System

-May seek support from DPs (UNDP, WB, ADB etc.)

36

Additional information for documentation

38

Fiscal Policy Framework for the Eighth Plan (% of GDP)

Fiscal Year	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Fiscal Indicators	Actual	Projections					
Revenue and Grants	9.97	9.48	10.26	11.16	12.05	12.90	14.10
Total Revenue	9.90	9.40	10.18	11.10	12.00	12.86	14.06
Tax Revenue	8.89	7.89	9.02	9.80	10.60	11.26	12.26
NBR Tax Revenue	8.60	7.68	8.55	9.40	10.10	10.66	11.56
Non-NBR Tax Revenue	0.29	0.21	0.47	0.40	0.50	0.60	0.70
Non-Tax Revenue	1.02	1.51	1.16	1.30	1.40	1.60	1.80
Grants	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04
Total Expenditure (as% of GDP)	15.41	14.86	17.06	16.91	17.57	17.90	19.10
Overall Balance (Incl. grants)	-5.44	-5.39	-6.80	-5.75	-5.52	-5.00	-5.00
External borrowing (Net)	1.23	1.88	2.40	2.42	2.44	2.46	2.48
Domestic	4.21	3.50	4.40	3.33	3.08	2.54	2.52
Nominal GDP, In Billion, Taka	25,425	27,964	31,565	35,661	40,363	45,776	51,956

39

Key Strategic Focus

Chapter 1: Strengthening Public Administration, Public Institutions and Governance

- Participation, Accountability and Transparency in Decision-making
- Further Improvement in Annual Performance Agreement (APA) and Grievance Redress System (GRS)
- Expedite merit-based recruitment and increase the judge-to-people ratio
- Digitization of judiciary
- Establishment of Independent Prosecution Services
- Improve Supervision of the Banking Sector and Special Measures for Monitoring NBFIs
- Improved Public Financial Management (PFM)
- Improving the Effectiveness and Accountability of the Capital Market
- The Government will remain committed to improvements in the functioning of Public Accounts Committee
- Ensure that percentage of seats held by women in the national parliament is at least 33% by 2025
- Appointment of Ombudsman

Chapter 2: Strategy for Manufacturing Sector Development With Export-led Growth

- Emphasize on export-oriented industrialization
- Promote private sector as the driver of growth
- Seek access to global markets and enhance productivity
- Strive for diversification and competitiveness
- Streamline the tariff policies and improve trade logistics
- Strengthen electricity and transport Infrastructure, human capital formation and diffusion of technology
- Improve the investment climate and promote market access through FDI
- The GoB has adopted a policy of signing several bilateral PTA, FTA, or CEPA with potential partners during the 8FYP period to overcome the trade challenges of LDC graduation.
- Bangladesh's industrial policy to be WTO-consistent will have to be comprehensive rather than target specific sectors.

40

Key Strategic Focus

Chapter 3: Service sector as the bridge for structural transformation

- Improve the incentive policies for boosting private investment in services
- Increase public investment in key service sector infrastructure
- Develop capabilities that strengthen the skills base for the service industry and the industrial sector
- Develop effective programs for the productive use of remittance inflows and improve facilities for migrant workers to legally exploit job opportunities abroad and send remittances home
- Strengthen implementation of prudential regulations to boost service quality, increase public safety, improve compliance and ensure accountability of service providers
- Strengthen public institutions to support the growth of service sector and improve service quality, safety and accountability and develop a modern public administration
- Support skills development for employment and entrepreneurship

Chapter 4: Strategies for Agriculture and Water Resource Management

- Adopt and implement food production plans to meet the needs of nutritious, safe and demand-driven foods
- Restore and develop the agricultural supply chain aftermath of COVID-19 crisis
- Develop agricultural research and ensuring marketing facilities
- Promote commercialization and precision agriculture
- Maintain plant genetic resources, genetic diversity of seeds of food crops and medicinal plants and conserve local and land races for protection from extinction
- Develop good quality breed
- Promote commercial poultry and livestock farming
- Achieve economic growth by exporting fish and fisheries products, specially marine fishes
- Harness the potential of blue economy
- Develop value chain in fish and fisheries products
- Develop and improve embankments, barriers and water control structures. Improve operation and maintenance
- Restoration of water bodies and connectivity and maintaining water quality through river management, excavation and smart dredging

41

Key Strategic Focus

Chapter 5: Strategy for Power Sector

- Move to an efficient least-cost power production structure based on (a) an optimal and efficient primary fuel mix and (b) transmission and distribution of electricity through further reduction of T&D losses.
- Continue to enhance the generation capacity, with 100% population connected to the quality electricity supply.
- Regular power tariff adjustments to ensure the long term sustainability of power generation and moving away from a budgetary subsidy that is now prevalent.
- Enhance the exploitation of gas, coal, renewable resources, increased energy imports.
- Hydropower will be given prime importance among other renewable resources.
- The other renewable resources include wind power, solar energy, biomass, and waste to power, where the core strategic goal will be to make the energy available at the optimum rate to all consumers.

Chapter 6: Strategies for Transport and Communication

- Creating balanced inter-modal transport facility
- Ensuring sustainable financing of transport infrastructure
- Bus route Rationalization and Integrated Traffic Management
- Introduction of a modern train management system with the Centralized Traffic Control System
- Reconstruction, modernization and extension of missing links for national, regional and Trans Asian Railway Network
- Give priority to inter-regional river connectivity to facilitate trade, commerce and tourism
- Upgrade and modernize all existing airports and build a new international airport
- Improvement of productivity of all ports including sea ports
- A comprehensive Digital Transformation Strategy (DTS)
- Deployment of 5G network infrastructure and services to integrate with 4IR and to carry forward the 'Digital Bangladesh'
- Ensuring Digital Security, creating Internet of Things (IoT) and Machine to Machine (M2M) communication ecosystem
- Bridging 'Digital Divide' and addressing the changing demands for Digital Skills
- Enhance Research and Development and manufacturing of Telecommunications and IT equipment and products

42

Key Strategic Focus

Chapter 7: Strategy for Local Government, Rural Development and Cooperatives

- Define functions and strengthen capacity of LGIs and RDIs at all levels. Ensure local level participation
- Update guidelines for linking local development plan with the national development plan
- Promote women's empowerment in the LGIs and RDIs
- Provide sustainable physical and social infrastructures, improve rural infrastructure, ensure basic facilities (e.g. WASH), and promote primary healthcare at all levels
- Improve e-governance system and services
- Sharply strengthen LGI resource mobilization focused on property taxes and cost recovery of services
- Capacity development for rural community, rural livelihood mapping and creation of livelihood village
- Market Linkage for Rural Products with Rural E-Commerce
- Land Use Planning & Land Zoning
- Rural Housing and Rural micro-infrastructure development
- Enhance institutional capacity of three Hill District Councils (HDCs), CHTRC and CHT Development Board (CHTDB)
- Special attention will be given to lower the large incidence of poverty in CHT

Chapter 8: Strategies for Environment

- Strengthening climate change in Planning and Budgeting
- Increased resources in the management of ecosystem and biodiversity conservation
- Taxation of Emission from Industrial Units
- Reducing Subsidies for Fuel and Adopt Green Tax on Fossil Fuel Consumption
- Pricing Policies for Water, Sanitation and Solid Waste Management
- Introduction of Household Illegal Waste Dumping Charges
- Coordinating NAP, BCCSAP, CIP and NDC with BDP 2100
- Develop an "Water and Sanitation Regulatory Agency" (WASRA)
- Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100
- Conservation of natural forests and restoration of degraded state forests
- Coastal afforestation and creation of a coastal greenbelt
- Management of protected areas and protection of wildlife
- Expanding social forestry and urban biodiversity
- Conservation of hill forest areas
- Strengthening forestry and biodiversity research

43

Key Strategic Focus

Chapter 9: Strategies for Urban Development

- Promoting Balanced Urbanization with Focus on Secondary Cities
- Promotion of Economic Development Corridor (EDC)
- Institutional Reform at the Local Level
- Involving Stakeholders in Planning and Development
- Proper Definition of Institutional Responsibilities
- Capacity Building of Urban Local Government
- Ensure Basic Urban Services
- Preparation of comprehensive traffic management plan for major cities
- Provision of sustainable and appropriate public transport services in cities and ensuring regulatory measure
- Establishment of water ways where appropriate and integrate with rail and road
- Urban land development and management and Housing Development
- Urban Environmental Management and Urban Climate Change and Disaster Management

Chapter 10: Strategies for Health, Population and Nutrition

- Focusing on the oversight of service delivery and strengthening the regulatory functions and stewardship role for ensuring UHC
- Increasing access to and utilization of quality services by adopting more inclusive approach - engaging the private sector for ESP delivery, public - private partnership (PPP) and NGOs.
- Ensuring SBAs at birth; new-born care; adolescent care; etc. and accelerating initiatives in low-performing and hard-to-reach areas.
- Expanding regular nutritional services and EPI programs at the CC level in collaboration with DGFP.
- Adopting new technologies to strengthen surveillance, data quality and information systems.
- Promote development of human capital through investment in health sector throughout the life cycle.
- Provide universal access to reproductive and maternal health care as well as NCDC, HIV/AIDS prevention, treatment, care and support.
- Respond orderly to the conventional as well as new health challenges given the expected mismatch between demand for and the supply of resources.

44

Health Sector Targets for the Eighth Plan Period

Indicator	Baseline and source	8FYP Target (2025)
Life expectancy at birth	72.6 (SVRS,2019)	74
Prevalence of malnutrition among children under five a. proportion of wasting b. proportion of underweight c. proportion of overweight	 a) Wasting: 9.8% (MICS, 2019) b) Underweight 22.6% (MICS, 2019) c) Over weight: 2.4% (MICS,2019)	 a) 6.5% b)15% c) 2.4%
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)	165 (SVRS, 2019)	130
Proportion of births attended by skilled health personnel	59% (MICS 2019)	72%
Under-five mortality rate (per 1,000 live births)	28 (SVRS, 2019)	25
Tuberculosis incidence per 100,000 population	221 (WHO, 2019)	112
Mortality rate attributed to NCDs (cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease)	21.6% (WHO, 2019)	14%
Proportion of children fully vaccinated by 12 months (%)	86% (BDHS, 2017-2018)	98%

45

Key Strategic Focus

Chapter 11: Strategies for Education

Pre-Primary and Early Childhood Education:

- Develop appropriate curriculum and train teachers for pre-primary
- Strengthen public-private partnership

Primary Education:

- Reduce dropout, absenteeism
- Better quality outcome in education through ensuring updated curriculum and pedagogy, improved physical facilities, teaching professionals, curriculum, books and supplies and parent involvement

Secondary Education:

- Increase enrolment in science and technology education.
- Encourage greater role of ICT-based learning.
- Improve the reputation of TVET stream and ensure better industry-academia collaboration.
- Encourage more private sector investment in education in addition to the education budget

Madrasa Education:

- Teachers training
- Develop better linkage with TVET institutions
- Introducing ICT facilities in Madrasa

Higher Education:

- Increase focus on STEAM fields including Agricultural Sciences;
- Reduce the gender-gap and provide generous scholarships for women and other funding packages.
- Greater collaboration with internationally reputed universities;
- More focus on research and publication;
- The industry-academia linkage and placement programs;
- Empowering the University Grants Commission (UGC) towards improving educational management.
- Involving private sector in education investment and curriculum development
- Strengthen teacher quality and skills
- A permanent statutory National Education Commission that anticipated in Education Policy 2010 will be used for guiding, exercising oversight, assessing progress and impact of education reforms.

46

Education Sector Targets for the Eighth Plan Period

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Primary Education						
Net Enrolment Rate (%)	99	99	100	100	100	100
Dropout Rate (%)	15	14	12	10	10	9
Teacher-student ratio	1:31	1:30	1:29	1:29	1:30	1:30
Secondary Education						
Net Enrolment Rate (%)	56	58	59	61	62	64
Teacher-student ratio	1:40	1:38	1:36	1:34	1:32	1:30
Madrasa Education						
Teacher-student ratio	1:25	1:26	1:26	1:27	1:28	1:30
Student per institutions	263	264	264	264	264	264
TVET						
Teacher-student ratio	1:18	1:16	1:15	1:14	1:13	1:12
Student per institutions	171	160	165	161	156	156
Higher Education						
Teacher-student ratio	1:28	1:27	1:26	1:23	1:20	1:17
Student per institutions	6,779	6,704	6,778	6,864	6,819	6,799
Teacher per institutions	242	248	261	298	341	400

47

Key Strategic Focus

Chapter 12: Strategies for Digital Economy

- Establishing cooperation between Industry, Academia, and Government
- Intellectual Asset and Local Market Centric Start-up Success Creation and Youth Empowerment
- Leveraging of Redesign Capability for Creating Success in High-tech Devices and Innovation
- Turning high-tech Parks into Nucleus of Digital, Knowledge and Innovation Economy
- 4IR Productive Knowledge Acquisition
- Digital Economy for Leveraging Fourth Industrial Revolution
- ICT for Greater Transparency, Good Governance, and Service Delivery
- Intensifying Effectiveness and Efficiency, and Encouraging Private Investment
- Developing the Culture and National Innovation System for Leveraging Knowledge Economy

Chapter 13: Strategies for Youth Development, Sports, Culture, Information and Religion

- Amendment of Antiquities and Copyright acts.
- Infrastructure facilities will be expanded to root level for ensuring better opportunities in practicing cultural field
- Programmes for development of Bengali language and literature and reference books for higher education will be continued with greater emphasis
- Regional and tribal cultures will be promoted and preserved through various programmes
- By 2023, the establishment of a virtual studio and the latest animation unit will be created
- 100% digitalization of BTV's terrestrial broadcasting system
- Modernization and digital equipment will be set up in different centers of Bangladesh Betar
- By 2025, Bangabandhu Film City will be set up with modern facilities for overall development of the film industry
- Strengthen the skill base of the existing youth labour force
- Ensuring education and training for all and addressing the challenge of the NEET. Promoting entrepreneurship
- Improve Zakat Collection and Distribution mechanism.
- Repair and renovate the religious sites

48

Key Strategic Focus

Chapter 14: Strategies for Social Protection

Social Protection:

- Social Insurance and enhanced SP System Allocation (COVID 19)
- Extended Child Benefit Programme and interventions for Adolescent Girls, Person with Disabilities
- Administrative Reforms of the Social Protection System
- Expansion of G2P coverage and reaching out to the socially excluded population
- Establishing a Results-Based M&E System for the social security programmes

Food Security and Nutrition:

- Sustaining agricultural growth and developing nutrition sensitive agriculture
- Enhancing purchasing power of people and improving employment and income
- Developing more inclusive and nutrition sensitive social protection
- Ensuring food safety through food chain
- Increasing storage capacity and modernization

Gender:

- Increase access to human development opportunities
- Increase participation and decision making at all levels
- Establish conducive legal and regulatory environment for gender equality
- Provide Infrastructure and communication services for women
- Improve institutional capacity, accountability and oversight
- Promote positive social norms

Disaster Management:

- Institutionalization of Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA)
- Promote public private partnership and develop adaptive research
- Develop a vulnerability index which will help channelize equitable resources to the targeted districts
- Develop a better coordination mechanism within the ministry and across the government
- Increased investments to reduce the cost for response and recovery
- Improve early warning systems through relevant technology adoption

49

8FYP Financing Arrangement

	Total (Billion Taka in FY2021 Price)	
	Amount	Share (%)
Total Investment	63574	100.00
--Public	*16058*	*25.3*
--Private	*47516*	*74.7*
Financed by:		
Domestic Resources	60358	94.9
--Public	*5784*	*(9.6% of Domestic Resources)*
--Private	*54574*	*(90.4% of Domestic Resources)*
External	3216	5.1

50

Rest of the DRF Indicators and Targets

51

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	Monetary/Financial Sector									
11	Broad Money (M2) growth (% change)	BB, FD BBS, SID	BB, FD	12.64 (2020)	13.72	13.96	13.83	13.41	13.50	
12	Private Sector Credit growth (% change)	BB, FD BBS, SID	BB, FD	13.14 (2020)	14.22	14.46	14.33	14.17	14.18	
	Price									
13	CPI Inflation Rate (Annual Average)	BB, FD BBS, SID	BB, SID	5.65 (2020)	5.10	4.90	4.80	4.70	4.60	
	National Priority: Reducing Poverty and Inequality (SDG-1 &10)									
	Outcome Statement: Reduction in poverty and inequality across all groups and regions									
14	Proportion of population living below the national poverty line	BBS, SID	CD, GED	UPL: 20.5% LPL: 10.5% (2019, BBS)	UPL: 23.00% LPL: 12.0%	UPL: 20.00% LPL: 10.0%	UPL: 18.50% LPL: 9.1%	UPL: 17.00% LPL: 8.3%	UPL: 15.60% LPL: 7.4%	SDG: 1.2.1
15	Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions	BBS, SID GED	GED	MPI: 0.168 Headcount Ratio: 36.10 Intensity: 46.5						SDG: 1.2.2
16	Proportion of population covered by social protection	BBS, SID	CD, GED	27.8% (HIES, 2016)	32.12%	32.84%	33.56%	34.28%	35.00%	SDG: 1.3.1
17	Degree of inequality (Gini coefficient) (a) income inequality (b) consumption inequality	BBS	GED; SID	(a) 0.48 (b) 0.32 (HIES, 2016)	(a) 0.462 (b) 0.302	(a) 0.459 (b) 0.299	(a) 0.456 (b) 0.296	(a) 0.453 (b) 0.293	(a) 0.450 (b) 0.290	
	National Priority: Health and Well-Being (SDG-3)									
	Outcome Statement: Sustainable improvements in health sector including reproductive health, family planning, particularly of vulnerable group									
18	Maternal mortality ratio	BBS	HSD	165 (SVRS, 2019)	139	129	120	110	100	SDG: 3.1.1
19	Proportion of births attended by skilled health personnel (%)	BBS	HSD	59 (MICS, 2019)	62.50	64.87	67.25	69.62	72.00	SDG: 3.1.2
20	Under-5 mortality rate	BBS	HSD	28.00 (SVRS, 2019)	27.80	27.60	27.40	27.20	27.00	SDG: 3.1.3

52

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
21	Neonatal mortality rate	BBS	HSD	15.00 (SVRS, 2019)	14.80	14.60	14.40	14.20	14.00	SDG: 3.1.4
21	Prevalence of stunting among children under 5 years of age (%)	BBS	HSD	28.0 (MICS 2019)	24.57	23.43	22.28	21.14	20.0	SDG: 2.2.1
23	Prevalence of undernourishment (%)	BBS	HSD	13.0 (FAO 2019)	12.5	12	11.5	11	10.5	SDG: 2.1.1
24	Prevalence of malnutrition (wasting and overweight) among children under 5 years of age	BBS	HSD	Wasting: 9.8% Overweight:2.4% (MICS 2019)	8.6 1.8	8.2 1.6	7.8 1.4	7.4 1.2	7.0% 1.0%	SDG: 2.2.2
25	Life Expectancy at Birth	BBS	HSD	72.6 (SVRS, 2019)	73.03	73.27	73.51	73.75	74.00	
26	Total Fertility Rate (TFR)	BBS	HSD	2.04 (SVRS, 2019)	2.03	2.02	2.01	2.01	2.00	
27	Proportion of women of reproductive age (aged 15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods	BBS	HSD	77.4% (MICS 2019)	78%	78.5%	79%	79.5%	80%	SDG 3.7.1
28	Contraceptive Prevalence Rate (%)	BBS	HSD	63.4 (SVRS, 2019)	68.2	69.9	71.6	73.3	75.0	
29	Proportion of the target population (<12 months old children) covered by all vaccines included in national programme	NIPORT	HSD	85.60% (BDHS 2017-18)	91.80%	93.35%	94.90%	96.45%	98.00%	SDG: 3. b.1
30	Proportion of births in health facilities by wealth quintiles (ratio of lowest and highest quintiles)	NIPORT	HSD	1:3.09 (BDHS 2017-18)	1:2.36	1:2.14	1:1.99	1:1.71	1:1.50	
31	Tuberculosis incidence per 100,000 population	WHO	HSD	221 (WHO 2019)	155	150	143	128	112	SDG: 3.3.2
32	Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease	WHO	HSD	21.6% (WHO, 2019)	19.2%	18.6%	18.0%	17.4%	16.8%	SDG: 3.4.1

53

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	National Priority: Clean Water & Sanitation (SDG-6)									
	Outcome Statement: Ensure availability of safe drinking water and sanitation for all									
33	Proportion of population using safely managed drinking water services	BBS, SID	LGD	National: 42.6% Urban: 37.9% Rural: 44.0% (MICS 2019)	48%	55%	62%	68%	75%	SDG: 6.1.1
34	Proportion of population using safely managed sanitation services	BBS, SID	LGD	National: 64.4 Urban: 64.7 Rural: 64.3 (MICS 2019)	67%	70%	74%	77%	80%	SDG: 6.2.1
35	Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation	a) MoWR b) MoFA	MoWR, MoFA	38% (JRC, 2018)	40%	40%	41%	41%	41%	SDG: 6.5.2
	National Priority: Quality Education (SDG-4)									
	Outcome Statement: Quality education for all to reduce poverty and increase economic growth									
36	Completion rate (primary education, lower secondary education, upper secondary education)	BANBEIS	MoPME SHED	a) 82.1 (APSC 2019) b) 64.98 c) 81.45 (BES 2019)	a) 84.00 b) 65.35 c) 82.13	a) 90.00 b) 65.75 c) 82.61	a) 90.00 b) 66.53 c) 83.08	a) 91.00 b) 67.31 c) 83.55	a) 92.00 b) 70 c) 85	SDG: 4.1.2
37	Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being	BBS, SID	MoPME	National: 74.50% (MICS, 2019)	76.30%	77.25%	78.17%	79.08%	80.00%	SDG: 4.2.1
38	Number of enrolled children with disabilities (by gender)	DPE	MoPME	Boys: 54442 Girls: 43869 Total: 98311 (APSC-2019)	55000 45000 100000	56000 49000 105000	56000 50000 106000	56000 50000 106000	56500 50000 106500	

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
39	Proportion of schools with access to (a) electricity; (b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and materials for students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single-sex basic sanitation facilities; and (g) basic hand washing facilities (as per the WASH indicator definitions)	a) BANBEIS, MoE b) DPE, MoPME c) DPE, MoPME	MoPME, SHED	Primary (a) 87.73% (b) 76.83% (c) 79.83% (d) 61.44% **(IMD, DPE -2019)** (e) 97% schools (f) 76.24% schools (g) 26% (APSC, 2019) Secondary a)93.25 b)37.64 c)76.72 d)18.48 e)97.07 f)95.93 g)28.66 (2019)	Primary: a) 90% (b) 80% (c) 82% (d) 65% (e) 98% (f) 80% (g) 42% Secondary (a) 95.92 (b)39.59 (c) 79.63 (d) 21.14 (e)97.60 (f) 96.36 (g)36.33	Primary: (a) 92% (b) 85% (c) 84% (d) 70% (e) 98% (f) 84% (g) 58% Secondary (a) 96.00 (b)40.76 (c) 78.80 (d) 22.23 (e)97.83 (f) 96.55 (g)40.82	Primary: (a) 94% (b) 90% (c) 90% (d) 75% (e) 99% (f) 86% (g) 77% Secondary (a) 97.08 (b)42.08 (c) 77.97 (d) 23.31 (e)98.00 (f) 69.74 (g)45.31	Primary: (a) 95% (b) 95% (c) 95% (d) 80% (e) 100% (f) 90% (g) 91% Secondary (a) 97.90 (b)43.37 (c) 77.14 (d) 24.39 (e)98.29 (f) 96.93 (g)49.80	Primary (a) 100% (b) 100% (c) 100% (d) 80% (e) 95% schools (f) 85% schools (g) 100% Secondary (a) 100% (b) 50% (c) 100% (d) 80% (e) 100% (f) 100% (g) 70%	SDG: 4. a.1
40	Proportion of teachers with the minimum required qualifications, by education level	a) BANBEIS, MoE b) DPE,(MoPME	MoPME, SHED	(a) Pre-Primary: (b) Primary: 80.06% (APSC, 2015) (c) Lower Secondary: 62.01% (d) Upper Secondary: 59.01% (2019)	(a)Lower secondary (71.13%) (b) Upper Secondary:69.92 %	(a)Lower secondary 74.26% (b) Upper Secondary :73.26%	(a)Lower secondary 79.38% (b) Upper Secondary:7 6.34%	(a)Lower secondary 82.5% (b) Upper Secondary :78.56%	(a)Lower secondary 85% (b) Upper Secondary: 80.00%	SDG: 4. c.1
41	Public education expenditure as % of GDP	MoE, FD	MoE, FD	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	
42	Volume of official development assistance flows for scholarships by sector and type of study	ERD	ERD	8.76 MUS$ (2015, ERD)	15.50 MUS$	16.60 MUS$	17.80 MUS$	18.90 MUS$	20.00 MUS$	SDG: 4. b.1
	National Priority: Employment (SDG-8)									
	Outcome Statement: Increased productive and decent employment opportunities for sustainable and inclusive growth									
43	Annual growth rate of real GDP per employed person	BBS, SID		5.85% (BBS 2018-19)	-	-	-	-	5.5%	SDG: 8.2.1

55

SL.	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
44	Proportion of informal employment in total employment, by sector and sex	BBS , SID		Both: 78.0% (M: 76.0%, F: 85.5%) (LFS 2016-17)	77.5	77.0	76.5	76	Both: 75%	SDG: 8.3.1
45	Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities	BBS , SID		By sex Male: 3.1% Female: 6.7%	-	-	-	-	By sex Male: 0.8% Female: 2.1%	SDG: 8.5.2
				By Age 15-24 years: 12.3% 25-34 years: 5.7% 35-44 years: 1.2% 45-54 years: 0.8% 55+ years: 0.6% (LFS 2016-17)	-	-	-	-	By Age 15-17 years: 5.4% 18-24 years: 4.4% 25-29 years: 3.0% 30-64 years:1.0% 65+ years: 0.24%	
46	Proportion of youth (aged 15–24 years) not in education, employment or training	BBS , SID		Total: 26.8% (M: 9.2%, F: 43.9%) (LFS 2016-17)	-	-	-	-	12%	SDG: 8.6.1
47	Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and migrant status	a) DIFE, MoLE b) BBS , SID c) BMET, MoEWOE		a) Fatal injuries: 228 (M: 220; F: 8) b) Non-fatal injuries: 111 (M: 94; F: 17) (DIFE, 2019)	a) Fatal injuries: 163 (M:155; F: 8) b) Non-fatal injuries: 100 (M: 85; F: 15)	a) Fatal injuries: 147 (M:140; F: 7) b) Non-fatal injuries: 90 (M: 76; F: 14)	a) Fatal injuries: 130 (M:124; F: 6) b) Non-fatal injuries: 80 (M: 68; F: 12)	a) Fatal injuries: 114 (M:108; F: 6) b) Non-fatal injuries: 70 (M: 60; F: 10)	a) Fatal injuries: 98 (M:93; F: 5) b) Non-fatal injuries: 60 (M: 51; F: 9)	SDG: 8.8.1

56

SL.	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
National Priority: Agriculture & Food Security (SDG-2)										
Outcome Statement: Achieving food security and promoting sustainable agriculture for becoming a prosperous country										
48	Agricultural sector GDP growth rate (%)	BBS, DAE, DLS, DoF, BFD	MoA	3.11 (BBS 2020)	3.47	3.83	4.10	4.00	3.90	
49	% of agriculture budget allocated in the agricultural research	MoA	MoA	8.35 (2020)	9.19	10.10	11.11	12.23	13.45	
50	Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)	BBS	MoFood	Moderate: 30.5% Severe: 10.2% (FAO, 2019)	Moderate: 28% Severe 10%	Moderate: 27% Severe 9%	Moderate: 26% Severe 8%	Moderate: 25% Severe 7%	Moderate : 24.2% Severe 6%	SDG 2.1.2
National Priority: Transport and Communication (SDG-9)										
Outcome Statement: Improved infrastructure for higher economic growth										
51	Length of targeted four-lane road (km)	RHD	MoRTH	30 (2019)	50	50	150	100	200	
52	Share of RHD highway road network in good and fair condition (% of network)	RHD	MoRTH	81.4% (2020)	84%	87%	90%	92.5%	95%	
53	Length of Metro Rail Transit (MRT) network (km)	DTCA	MoRTH	0 (2015)	0	20	22	30	45	
54	Upazila, Union and Village Road network in good and fair condition	LGED	LGD, MoLGRDC	38 % (2019)	43%	48%	52%	55%	57%	
55	Length of targeted new railway network (km)	BR	MoR	2955 (2018)	3400	3500	3600	3700	3800	
56	Length of targeted new double railway network (km)	BR	MoR	110.5	150	182	540	901	1110.5	
57	Proportion of the rural population who live within 2 km of an all-season road	a) LGED, LGD b) BBS, SID	LGD	83.45% (LGED, 2016)	86%	87%	88%	89%	90%	SDG 9.1.1
58	Passenger and freight volumes, by mode of transport	a) BRTC, RTHD b) BIWTC, MoS c) BIWTA, MoS d) BR, MoR e) CAAB, MoCAT		Passenger: 130.99 Lac Freight: 4.125 Lac M. tonne (CAAB, 2019) Passenger (by bus) 400 Lac	Passenger: 109.28 Lac Freight: 3.71Lac M. tonne Passenger (by bus)	Passenger : 121.48 Lac Freight: 4.12 Lac M. tonne Passenger (by bus)	Passenger: 130.13 Lac Freight: 439684 M. tonne Passenger (by bus)	Passenger : 137.781 ac Freight: 4.68 Lac M. tonne Passenger (by bus)	Passenger: 146.34 Lac Freight: 4.98 Lac M. tonne Passenger (by bus)	SDG 9.1.2

57

SL.	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
				Freight (by truck): 4.85 Lac Tonne (RTHD) Passenger: 31.47 Crore Freight: 55.94 MT (BIWTA) Passenger: 1.97 Lac Container: 6670 TEUS Vehicle by Ferry: 30.72 (BIWTC)	500 Lac Freight (by truck) 5.00 Lac MT Passenger: 31.88 Crore Freight: 63.13 MT Passenger: 2.07 Lac Container: 7678 TEUS Vehicle by Ferry: 32.26	550 Lac Freight (by truck) 5.50 Lac MT Passenger : 34.05 Crore Freight: 68.19 MT Passenger : 2.17 Lac Container : 8678 TEUS Vehicle by Ferry: 32.41	6008.ac Freight (by truck) 6.00 Lac MT Passenger: 36.58 Crore Freight: 74.32 MT Passenger : 2.28 Lac Container: 9678 TEUS Vehicle by Ferry: 25.93	650 Lac Freight (by truck) 6.50 Lac MT Passenger : 39.51 Crore Freight: 81.38 MT Passenger : 2.40 Lac Container : 10678 TEUS Vehicle by Ferry: 18.15	700 Lac Freight (by truck) 7.00 Lac MT Passenger: 43.06 Crore Freight: 89.52 MT Passenger: 2.52 Lac Container: 11678 TEUS Vehicle by Ferry: 9.07	
National Priority: Power, Energy and Mineral Resources (SDG-7)										
Outcome Statement: Ensure sustainability in production, consumption and use of energy and mineral resources										
59	Electricity Installed Generation Capacity (MW)	PD	PD	23548 (FY 2020)	24000	26000	28000	29000	30000	
60	Access to electricity (% of households)	PD, BBS	PD	97% (PD 2019)	100%	100%	100%	100%	100%	SDG: 7.1.1
61	Per capita generation of electricity (kWh)	PD	PD	512 (PD 2019)	552	592	632	674	720	
62	Share of renewable energy to the total electricity generation (%) (including hydro)	PD	PD	3.25 (FY 2019)	4.50	5.75	7.00	8.5	10.00	SDG 7.2.1
63	Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology	BBS	EMRD	26.3% (FY 2019)	21%	23%	25%	27%	30%	SDG 7.1.2
National Priority: Gender (SDG-5) and inequality (SDG-10)										
Outcome Statement: Achieve gender equality and empower all women and girls										
64	Percentage of seats held by women at National Parliament	PS	BP	20.86 (2020)	23	26	29	32	35	SDG: 5.5.1

58

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
65	Percentage of women aged 20-24 who were married before age 18	BBS	MoWCA	51.4 (MICS, BBS 2019)	50	42	34	32	30	SDG. 5.3.1
66	Ratio of girls to boys in tertiary education	BANBEIS	MoE	0.7	0.76	0.82	0.88	0.94	1.0	SDG. 4.3 & 4.5.1
67	Gender budget as percentage of total budget	FD, MoWCA	FD, MoWCA	30.82 (FD 2019)	31	32	33	34	35	5.c.1
68	Percentage of female teachers at (a) primary, (b) secondary (c) tertiary education	BANBEIS	MoE	a) b)25.60 c)27.23 (2019)	66 30 28	67 31 28.5	68 32 29	69 33 29.5	a)70 b)35 c)30	SDG. 4.5.1
69	Proportion of women in managerial positions	BBS	MoWCA, MoPA	11.4 (LFS 2016)	19	20	21	22	23	SDG. 5.5.2
70	Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age	BBS	MoWCA	54.7 (FY 2015)	48	41	34	27	20	SDG. 5.2.1
71	Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous 12 months, by age and place of occurrence	BBS	MoWCA	6.2 (FY 2015)	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	SDG. 5.2.2
72	Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex	BBS	MoWCA	F: 23.6 M: 6.9 (FY 2017) LFS, BBS	F: 23% M:7.5%	F: 22.5% M: 8%	F:22% M: 8.5%	F: 21% M: 9%	F: 20% M: 10%	SDG 5.4.1
73	Growth rates of household expenditure or income per capita among a) the bottom 40 per cent of the population and b) the total population	BBS	GED	a)7.7 b) 9.1 (2016)	-	-	-	-	a) 9.5 b) 9.3	SDG. 10.1.1

59

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	National Priority: Environment, Climate Change and Disaster Management (SDG-13, 14 & 15)									
	Outcome Statement: The environment is preserved and prevented from degradation, and a disaster management strategy exists as well as ensuring climate change adaptation and mitigation									
74	Consumption of ozone depleting H-CFCs (Ozone Depleting Potential (ODP))	DoE	MoEFCC	65.35 (2016)	47.22	47.22	30.5	26.5	23.61	SDG. 13.2.2
75	Forest area as a proportion of total land area (based on periodic survey)	BFD	MoEFCC	14.1 (2015)	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	SDG. 15.1.1
76	CO2 emissions (tonnes per capita)	DoE	MoEFCC	0.91 (2011)	-	-	-	-	1.38	SDG. 13.2.2
77	Coverage of protected areas in relation to marine areas	DoF	MoEFCC	2.05 (2016-17)	4.73	-	-	-	7.94	SDG. 14.5.1
78	Percentage of wetland and natural sanctuaries maintained	MoFL	MoFL	1.51 (2014-15)	1.70	1.85	2.0	2.10	2.20	SDG. 15.1.2
79	Percentage of forests that are protected	BFD	MoEFCC	3.06 (2020)	3.20	3.25	3.30	3.35	3.40	
80	Mean urban air pollution of particulate matter (a) PM10 in $\mu g/m^3$ b) PM2.5 in $\mu g/m^3$	DoE	MoEFCC	(a)145 (2017) b) 85 (2017)	140 83	135 81	130 78	125 75	120 73	
81	No. of usable cyclone shelters	DDM	MoDMR	4014 (2019)	4,047	4,247	4,447	4,647	4,847	
82	Developing Guidelines for Risk Reduction as Mentioned in revised SoD	DDM/ MoDMR	MoDMR	04 (2020)	07	10	13	16	19	SDG 1.5
83	Number of housing with disaster resilient habitats and communities assets	DDM	MoDMR	70,000 (2020)	1,50,000	2,30,000	2,90,000	3,40,000	3,80,000	SDG 11.b
84	Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population	BBS	MoDMR	Affected Persons: 12,881per 100,000 people (BDRS, BBS, 2015) Death person: 0.2045 (MoDMR, 2016)	6000	5000	4000	3000	2000	SDG. 13.1.1

60

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
	National Priority: Information and Communication Technology (ICT)									
	Outcome Statement: Increased access to digital communication through telephone and broadband services									
85	Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex	BTRC	BTRC, PTD	96.28 (2020)	100	105	110	115	120	SDG. 5.b.1
86	Proportion of population covered by a mobile network, by technology	BTCL	BTCL	2G: 99.6% 3G: 95.40% 4G: 82% (BTRC, June 2019)	100	100	100	100	100	SDG. 9.c.1
87	Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed	BTRC	BTRC	4.80 (Dec, 2019)	6	8	10	12	15	SDG. 17.6.1
88	Internet users per 100 people population	BTRC	PTD	60.34 (Mar 2020)	70	75	80	85	90	SDG. 17.8.1
	National Priority: Urban Development (SDG-11)									
	Outcome Statement: Reduced urban poverty and improved living conditions through better city governance and service improvements									
89	Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing	PHC, BBS	MoLGRD&C	33%	31.4	29.8	28.2	26.6	25%	SDG. 11.1.1
90	Percentage of urban population having access to (a)public health service (b) safe drinking water (c) sanitation facilities	a) DGHS b) MICS, BBS c) MICS BBS	MoHFW	a) 87 b) 47.9 c) 55.9	89.6 82.4 84	92.2 86.8 88	94.8 91.2 92	97.4 95.6 96	a) 100 b)100 c) 100	SDG. 1.4.1
91	Percentage of urban solid waste regularly collected	LGD, MoLGRD&C	MoLGRD&C	63.2%	65.5	68	70.2	72.6	75	SDG. 11.6.1
92	Number of a) Upazilas, b) municipalities having an approved Upazila Master Plan	LGED, UDD	LGD, MoHPW	a) 14 b) 324 (2019)	a) 14 b) 330	a) 29 b) 350	a) 70 b) 384	a) 120 b) -	a) 250 b) -	
	National Priority: Governance (SDG-16)									
	Outcome Statement: Promoting inclusive, transparent, accountable and effective democratic governance system & ensuring justice for all									
93	Weighted average national case disposal rate	MoLJPA, Supreme Court Registry	MoLJPA, Supreme Court Registry	32.24 (2012)	35.8	39.3	42.8	46.5	50	

SL	Performance Indicators	Data Source (Institutions & Reports)	Lead Ministry/Division	Baseline (Year)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	Remarks
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
94	Number of access and usage of legal aid services by the poor and disadvantaged group compared to total litigants	Law and Justice Division,	Law and Justice Division	22000	110000	120000	150000	175000	200000	
95	Percentage of public institutions using e- procurement	CPTU	IMED	0 % (2014)	16	41	65	89	100	SDG. 12.7.1
96	Number of queries attended to by the government institutions under right to information act	Information commission	Information Commission	12852 (2019)	8000	9000	10000	11000	12500	SDG 16.10.2
97	Number of cases settled per year under Alternative Dispute Resolution (ADR) compared to total cases	Law and Justice Division	Law and Justice Division	14,000 (2014)	17,000	19,000	21,000	23,000	25,000	
98	Proportion of children aged 1–14years who experienced any physical punishment and/or psychological aggression by caregivers in the past month	BBS	MoWCA	88.8 (2019)	87.0	85.0	83.0	82.0	80.0	SDG. 16.2.1
99	Number of victims of human trafficking per 100,000 population, by sex, age and form of exploitation	BP	MoHA	Total-0.92 Male-1.14 Female-0.64 (BP 2015)	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	SDG. 16.2.2
100	Proportion of young women and men aged 18–29 years who experienced sexual violence by age 18	BBS	MoWCA/PSD	Female: 3.45% (VAW Survey, 2015)	Female: 3.00%	Female: 2.50%	Female: 2.25%	Female: 2.00%	Female: 1.50%	SDG. 16.2.3
101	Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population	MoHA	MoHA	77 (DoP, SSD, 2020, MoHA)	75	72	70	65	60	SDG. 16.3.2
102	Proportion of population satisfied with their last experience of public services	BBS	Cabinet Division, MoPA	39.69 (CPHS, 2018, BBS)	45	49	53	57	60	SDG. 16.6.2
	National Priority: International Cooperation and Partnership (SDG-17)									
	Outcome Statement: Strengthen international cooperation and partnership for sustainable development									
103	Foreign assistance as percentage of ADP and budget support	ERD, MoF	ERD, MoF	35.42 % (2019-20)	35.87	31.10	28.15	25.17	27.24	
104	Percentage of (a) concessional loan and (b) grants to total foreign assistance	ERD, MoF	ERD, MoF	(a) 55 % (b) 45 % (2019-20)	(a) 54.5 (b) 45.5	(a) 54 (b) 46	(a) 53 (b) 47	(a) 52.5 (b) 47.5	(a) 52 (b) 48	

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

বিষয়: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং আইএমইডির ভূমিকা সংক্রান্ত ওয়েবিনারের র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী সচিব, আইএমইডি
সভাপতি	:	জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব আইএমইডি
মুখ্য আলোচক	:	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান মহাপরিচালক আইএমইডি
তারিখ	:	**২৬ এপ্রিল ২০২১**
সময়	:	**সকাল ১০:০০** ঘটিকা
স্থান	:	জুম এ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে

২। সভাপতি মহোদয় ওয়েবিনারে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি'র সম্মতিক্রমে সেক্টর-৫ এর পরিচালক জনাব ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং আইএমইডির ভূমিকা তুলে ধরেন। উপস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

উপস্থাপনার প্রথম ভাগঃ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ক। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি/প্রেক্ষাপট

- বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিধৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২১-২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছে;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সূচনাবর্ষেই বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বেরিয়ে আসবে;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহিতব্য ০৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (BDP 2100)-এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে ইতোপূর্বে গৃহীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

খ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের কাঠামো

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের প্রথম অংশে (৬ টি অধ্যায়) সামষ্টিক এবং কৌশলগত দিক-নির্দেশনাসমূহ ও নীতিকাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে; এবং
- দ্বিতীয় অংশে (১৪ টি অধ্যায়) জাতীয় বাজেটের সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নবর্ণিত মোট ১৩টি সেক্টরে (প্রতিরক্ষা ব্যতীত) খাতভিত্তিক কৌশল, কর্মসূচি, নীতিসমূহ ও অর্থ বরাদ্দ বর্ণনা করা হয়েছে-
- অধ্যায় ০১: জনপ্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত কৌশল (চলমান)
- অধ্যায় ০২: রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন কৌশল:
- অধ্যায় ০৩: সেবা খাত সংশ্লিষ্ট কৌশল

- অধ্যায় ০৪: কৃষি ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতের কৌশল
- অধ্যায় ০৫: বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত কৌশল
- অধ্যায় ৬: পরিবহন ও যোগাযোগ খাত সংক্রান্ত কৌশল
- অধ্যায় ০৭: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সংক্রান্ত কৌশল
- অধ্যায় ০৮: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশল
- অধ্যায় ০৯: নগরায়ণ কৌশল
- অধ্যায় ১০: স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, এবং পুষ্টি (HPN)
- অধ্যায় ১১: শিক্ষাখাত
- অধ্যায় ১১: শিক্ষাখাত সংক্রান্ত কৌশল
- অধ্যায় ১২: ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কৌশল
- অধ্যায় ১৩: যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, তথ্য ও ধর্ম বিষয়ক কৌশল

গ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ০৬টি আন্ত:সম্পর্কিত থিম নির্ধারণ করা হয়েছে:

- কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট মহামারী থেকে পুনরুদ্ধারে স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্বের ধারায় ফিরিয়ে আনা;
- প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিস্তৃত কৌশল গ্রহণ;
- টেকসই উন্নয়নের জন্য পথপরিক্রমা প্রণয়ন, যা হবে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সাফল্যের সাথে পরিকল্পিত নগরায়ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;
- ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন; এবং
- ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা করা।

ঘ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন (২০২১ অর্থ বছরের অর্থমূল্য)

- অষ্টম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট 64959.8 বিলিয়ন টাকা (২০২১ অর্থ বছরের অর্থমূল্যে) প্রয়োজন হবে যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৮৮.৫% এবং বহিঃ উৎস হতে ১১.৫% অর্থায়ন করা হবে;
- মোট বিনিয়োগের মধ্যে 12301.2 বিলিয়ন টাকা (১৮.৯%) সরকারি খাত এবং 52658.6 বিলিয়ন টাকা (৮১.১%) বেসরকারি খাত থেকে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ঙ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের (Lagging Regions) দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলার কৌশলসমূহ

- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা;
- ঋণ, প্রযুক্তি ও বিপণন পরিষেবাদিসহ সুনির্দিষ্ট সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে খামার বহির্ভূত গ্রামীণ উদ্যোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলো হতে বিদেশে কর্মী প্রেরণের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যয় মেটাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আইসিটি পরিষেবায় জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো;
- জেলাভিত্তিক আয়ের ধরণ নির্ধারণ এবং অর্থনীতির রূপান্তরের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য বিবিএস এর জেলাভিত্তিক জিডিপি প্রাক্কলনের কার্যক্রম পুনঃপ্রবর্তন।

চ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

অর্থবছর	অর্থবছর-২১	অর্থবছর-২২	অর্থবছর -২৩	অর্থবছর-২৪	অর্থবছর-২৫
অর্থনৈতিক খাত	**প্রক্ষেপণ**				
সাধারণ সরকারি সেবা	৯৮.১০	১২০.৬০	১৩৯.২০	১৬২.৩	১৯৪.৯
স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন	২৫৯.৯০	২৮৩.৮০	৩৩২.০	৩৬৮.৮	৪২৩.৯
প্রতিরক্ষা	৫.৬	৬.৯	৮.০	৯.৩	১১.২
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪২.১০	৫১.৮	৫৯.৭	৬৯.৮	৮৩.৮
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬৭.৪	৩৩৬.৮০	৪০৭.০	৫০৬.০	৬২৫.৭
স্বাস্থ্য	১৭০.১০	২১৮.৪	২৭৮.৮	৩৪০.৮	৪০৮.৯
সামাজিক সুরক্ষা	৭২.৪০	৮৪.৬০	৯২.২	১০৭.৫	১২১.৭
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধা	৪২.৮০	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১
বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম	১৯.৬০	২৪.১	২৭.৮	৩২.৩	৩৮.৮
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৬৫.১০	২৮৯.২	৩৯০.৮	৪৫২.২	৫৪২.৬
কৃষি	১৭৫.৩	২৩৪.৪	৩১২.৮	৩৬৮.২	৪৫৬.৮
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	২৩.৬	২৯.১	৩৩.৫	৩৯.১	৪৬.৯
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬০	৪০০.৩	৪৭৯.৮	৫৩৩.৯	৬৩৭.০
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	৪.৮	৭.৩	৮.৬	১০.১	১১.৯
মোট উন্নয়ন ব্যয়	**১৮০৬.৮০**	**২১৪০.০০**	**২৬৩১.০০**	**৩০৭১.২০**	**৩৬৮৯.২০**

ছ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন কাঠামোঃ

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় Result Based Monitoring and Evaluation (RBM &E) ধারনার সূচনা করা হয়। এ ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও একটি কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এসডিজিকে ধারণ করে ১০৪টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়েছে। DRF মূলত পরিকল্পনার কৌশলগত ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থা এবং মধ্যবর্তী ও সমাপ্তি মূল্যায়ন বিবেচনায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও সমাপ্তি মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে।

জ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোতে আইএমইডি'র ভুমিকাঃ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১ম ভাগে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৬.৩.২ এ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোতে আইএমইডি'র ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

- প্রকল্প নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনার মূল জ্ঞানকে স্বচ্ছ করতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সমগ্র প্রকল্প দলিলের পদ্ধতিগত পর্যালোচনায় কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে এবং সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচীর উন্নয়নের প্রভাবকে শক্তিশালী করেছে। তথাপি আরো ভালো করার সুয়োগ রয়েছে;
- আইএমইডি পরীক্ষামূলক ও নন-এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা উভয়ের সাহায্যে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে;
- আইএমইডি গবেষণা এবং জাতীয় থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে ইহার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

উপস্থাপনার দ্বিতীয় ভাগঃ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ

ক. সূচনা

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যার গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার আধিক্য উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। নদীসহ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ লোক বসবাস করে, যা বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ব-দ্বীপের গঠন, নদীর গতিপথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড় দেশের নিয়মিত চিত্র, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সামগ্রিক সমস্যার একটি অংশ মাত্র। সীমিত সম্পদ এবং সীমাবদ্ধ সরকারি খাতের সাথে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, চাষযোগ্য জমির পরিমান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়া, অবকাঠামোর স্বল্পতা এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাবসহ অন্যান্য অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এ দেশকে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে। নেদারল্যান্ডস্ ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

খ. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পরিকল্পনার (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০) প্রয়োজনীয়তা

১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে এ যাবত বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত খাতভিত্তিক পরিকল্পনা তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদি এবং তা কেবল সংশ্লিষ্ট প্রণয়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থাসমূহ অনুসরণ করে থাকে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাঁধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং বহু-খাতভিত্তিক সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট টেকসইযোগ্য করার চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজনভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গতানুগতিক কৌশল গ্রহণের পরিবর্তে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে শক্তিশালী অথচ নমনীয় কৌশল এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা নীতি নির্ধারক এবং অংশীজনকে প্রত্যাশিত এবং উপযুক্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবর্তন কিংবা সময়ের সাথে সাথে নতুন তথ্য বা নীতিগত অগ্রাধিকারের পরিবর্তনসমূহকে বিবেচনায় রেখে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি 'ট্রায়াল এন্ড এরর' কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি 'নো রিগ্রেট' বা 'কোন অনুশোচনা নয়' কৌশলকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মূলত: একটি অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, প্রতিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ -তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সে অঞ্চলের পানি বিজ্ঞান ও এর ব্যবস্থাপনা (Hydrology) প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। দেশের আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে একই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন জেলাসমূহকে একেকটি গ্রুপের আওতায় আনা হয়েছে, যাকে "হটস্পট" (পানি ও জলবায়ু উদ্ভুত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপের হটস্পটভিত্তিক এ বিভাজনে অঞ্চলভেদে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং এর সাধারণ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ঝুঁকি কাঠামো বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। হটস্পট ও হটস্পট এর অন্তর্ভুক্ত জেলার মধ্যে ঝুঁকির মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি প্রোফাইল বিশদভাবে অনুধাবনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ঝুঁকি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ -তে ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে যথাঃ
১. উপকূলীয় অঞ্চল (২৭,৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার);
২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল (২২,৮৪৮ বর্গ কিলোমিটার);
৩. হাওর এবং আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহ (১৬,৫৭৪ বর্গ কিলোমিটার);
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার);
৫. নদী অঞ্চল এবং মোহনা (৩৫,২০৪ বর্গ কিলোমিটার); এবং
৬. নগর এলাকাসমূহ (১৯,৮২৩ বর্গ কিলোমিটার)।

ঘ. ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ

(১) দুর্যোগ

বন্যা: বন্যার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্লাবনভূমি ও ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত এ দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ মিটারের চেয়ে কম উঁচুতে অবস্থিত এবং ১০ শতাংশ এলাকা হ্রদ ও নদীগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ক্রান্তীয় ঝড়সহ দেশের অন্য উঁচু এলাকাতে ভারী মৌসুমি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এ সব ঘটনা প্রবাহে বাংলাদেশে ঘন ঘন বন্যা পরিলক্ষিত হয়। নদী প্রবাহ ও নিষ্কাশন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতি বছর গড়ে দেশটির প্রায় ২০-২৫ শতাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়। তিনটি প্রধান নদী (পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা) যখন একই সময়ে পানি প্রবাহের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছে তখন দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়। সাধারণত, চরম বন্যার সময় দেশের ৫৫-৬০ শতাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (২০৫০) দেশের সব অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার উভয় তীর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যমুনা নদীর বাম তীরে ভিত্তি বছরের (১৯৭৮-২০০৭) তুলনায় গড়ে ৩-৯ শতাংশ অতিরিক্ত এলাকা বন্যায় তলিয়ে যাবে। অন্যদিকে, চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ২০৫০ এর মধ্যে যমুনা নদীর ডান তীর সংলগ্ন বরেন্দ্র অঞ্চলের কিছু অংশ (প্রায় ৩০ শতাংশ) তলিয়ে যাবে এমন পূর্বাভাস রয়েছে।

খরা: বাংলাদেশে যে খরা হচ্ছে তা আবহাওয়াজনিত খরা নয়, বরং এটি কৃষিজনিত খরা, যাকে তীব্র আর্দ্রতাহীনতা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের খরাপ্রবণ কৃষি প্রতিবেশ (Agro-Ecological) অঞ্চলসমূহে ২৪ মার্চ থেকে ২১ মে পর্যন্ত ৩২-৪৮ দিন শুষ্ক সময়। একই অঞ্চলে এ সময়ে তাপমাত্রা ৫-১৫ দিনের জন্য ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও বেশি হয়। তবে, বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত সেচ প্রকল্পগুলো এ অঞ্চলের চিত্র পরিবর্তন করে এটিকে বৈচিত্রময় কৃষিভিত্তিক (ধান, ফল ও সবজি) অঞ্চলে রুপান্তরিত করেছে। এটি এ অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। তবে উজানের নদীসমূহের পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন এবং অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় খরা ঝুঁকির সময়কাল এগিয়ে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত আরো কমে গেলে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নদী ভাঙ্গন: দেশের নদীগুলোর গঠনবিন্যাস অত্যন্ত গতিশীল। নদীভাঙন বিশেষ করে বর্ষাকালে প্রধান নদীগুলোর তীর ভেঙ্গে যাওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনার নিম্নভাগে ভাঙ্গন এদেশের সমগ্র নদীভাঙনের প্রতিরূপ (Proxies) হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রতি বছর যমুনা এবং পদ্মার তীর যথাক্রমে প্রায় ১,৭৭০ হেক্টর এবং ১২৯৮ হেক্টর ভাঙ্গছে। এছাড়া প্রতি বছর মেঘনার নিম্নভাগে গড়ে ২৯০০ হেক্টর ভেঙ্গে যাচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর গৃহহীন হচ্ছে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার পরিবার।

ভাঙ্গনের পাশাপাশি নদীর গতিপথ এবং সংশ্লিষ্ট পলি পরিবহণ (sediments) থেকে ১৯৭৩-২০১৫ সময়কালে মোট ৫২,৩১৩ হেক্টর নতুন ভূমি জেগে উঠেছে। যদিও এ জেগে উঠা নতুন ভূমির পরিমাণ নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমি ক্ষয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র/যমুনা নদী ভাঙ্গনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের বহুবিধ প্রভাবের কারণে নদী প্রবাহ ও পলি পরিবহনের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন নদীগুলোর গতিশীলতাকে আরও প্রভাবিত করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস: উপকূলবর্তী নিচু অঞ্চলগুলো ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যা এ অঞ্চলের জীবন ও সম্পদের জন্য গুরুতর হুমকি। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় হয় এবং গড়ে প্রতি তিন বছরে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (Sea Level Temparature) এবং উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও জলোচ্ছাসের পরিমাণ/মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আইপিসিসি'র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টি এবং বন্যার তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। চরম পরিস্থিতিতে (EXT) ১ মিটার ও ৩ মিটারের বেশি

প্লাবন গভীরতার এরুপ উপকূলীয় ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহের প্লাবন ভিত্তিবছরের চেয়ে যথাক্রমে ১৪ শতাংশ এবং ৬৯ শতাংশ বেশি হবে। চরম পরিস্থিতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ১০ বছরের ঘূর্ণিঝড় চক্র আরো তীব্র হবে এবং এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৪৩ শতাংশ প্রভাবিত হবে, যা বর্তমানের চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি।

(২) উজানের (upstream) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

উজানের পানি প্রবাহের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আন্তঃদেশীয় নদীর গতিপথের পরিবর্তন, পানির অধিক ব্যবহার বা ধরে রাখার কৌশল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমের পানি প্রবাহ, লবণাক্ততা, নদীতে জমাকৃত পলি এবং মেঘনা নদীর মোহনায় পলিচাপের প্রভাব বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। এর ফলে, মেঘনার মোহনায় উপকূলীয় প্লাবনভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বড় নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পরে পদ্মার উপর, যার পরেই রয়েছে ব্রহ্মপুত্র এবং কম মাত্রায় প্রভাবিত মেঘনা নদী। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আঞ্চলিক নদীগুলো হল: দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা ও মহানন্দা।

(৩) পানির গুণগতমান

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৩২টি নদীর পানির গুণগতমান বেশ খারাপ হয়েছে; যা গুরুতর পরিবেশগত অবনতির ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শিল্পায়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নগরায়ন ও লবণাক্ততা দেশের ভূ-পৃষ্ঠের পানির গুণগতমানের আরও অবনতি ঘটাতে পারে। পানি দূষণের অন্তত তিন ধরণের সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন: ১) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি; ২) দূষণ ও লবণ পানির অনুপ্রবেশের ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হ্রাস; এবং ৩) পরিবেশগত অবনতি। আর্সেনিক এবং লবণাক্ততা ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমানের মূল সমস্যা। শিল্প ও গৃহস্থালি উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণও একটি স্পষ্ট ঝুঁকি। দেশের প্রায় ১২.৬ শতাংশ সরবরাহকৃত পানিতে আর্সেনিক রয়েছে।

(৪) জলাবদ্ধতা

নগর এবং গ্রামীণ কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা একটি গুরুতর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। অপরিকল্পিত এবং অকার্যকর নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে জলাভূমিগুলোর জোরপূর্বক দখল এবং উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমে (সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট) এবং দক্ষিণ-পূর্বে (নোয়াখালী, ফেনী) জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

(৫) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান এ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এ সকল উপাদানের দ্বারা দেশের অধিকাংশ খাত প্রভাবিত হয়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খাত হল কৃষি। উচ্চ তাপমাত্রা আউশ, আমন ও বোরো ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন হ্রাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বিকিরণ কীটপতঙ্গ, রোগ-জীবাণু ও অনুজীবসমূহের বৃদ্ধি ঘটায়। সিমুলেশন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভিত্তি অবস্থার তুলনায় ধানের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৭ শতাংশ এবং গমের উৎপাদন ৬১ শতাংশ কম হতে পারে। ধানের উৎপাদন ২০৫০ সালের মধ্যে ২০০২ সালের তুলনায় ৪.৫ মিলিয়ন টন হ্রাস পেতে পারে। মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতোমধ্যেই লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় ধানের ফলন কমে গিয়েছে। বিশেষত পটুয়াখালী জেলার ধানের গড় ফলন জাতীয় গড়ের চেয়ে ৪০ শতাংশ এবং নওগাঁর তুলনায় ৫০ শতাংশ কম। সহনীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তন দৃশ্যকল্পে (Moderate Climate change scenario) লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে বছরে প্রায় ০.২ মিলিয়ন টন ফসল নষ্ট হতে পারে। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্থিতাবস্থা (BAU) পরিস্থিতিতে ফলন হ্রাসের ফলে বার্ষিক ধান উৎপাদন ২০৫০ সালে ১.৬০ শতাংশ এবং ২১০০ সালে ৫.১ শতাংশ হ্রাস পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পুনঃপুনঃ বন্যায় কৃষিখাত আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ঝুঁকিপূর্ণ খাত হচ্ছে বনাঞ্চল ও প্রতিবেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, উচ্চ তাপমাত্রা এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে দেশের বন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জলবায়ু-সংবেদনশীল অনেক প্রজাতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং অনেক উঁচু বনভূমি এলাকায় মাটি ক্ষয় ও এর গুণগতমান হ্রাস পাবে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাবে, যা বন ও এর বৈচিত্রপূর্ণ প্রতিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্লাবনের ফলে ভূমি ও ভৌত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন এক মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে স্থলভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থায়ীভাবে প্লাবিত হবে; জমির পরিমাণে আশংকাজনক ঘাটতির কারণে অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং প্রকৃত জিডিপিতে অবনমন ঘটবে। স্থিতাবস্থা (BAU) পরিস্থিতিতে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রকৃত জিডিপি প্রতিবছর ০.৭৩ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ ০.৯৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ফলস্বরূপ সৃষ্ট বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় এ দেশের অবকাঠামোসমূহের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। একটি প্রাক্কলন হতে দেখা যায় যে, নির্মাণ খাতে পুঁজি মজুদ বছরে ০.০৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে। সড়ক অবকাঠামো খাত আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও বাড়বে। কেননা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, যেমন ডায়রিয়া ও আমাশয়, এবং জীবানু বাহিত রোগ, যেমন ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। এক প্রাক্কলন অনুযায়ী ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।

সামষ্টিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মিলিত প্রভাবের ফলে সহনীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে বছরে ১.১ শতাংশ হারে এবং চরম জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে বছরে ২.০ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর জন্য প্রণীত একটি প্রাক্কলন হতে দেখা যায় সহনীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশে ২০১৭-২০৪১ সালের মধ্যে প্রতি বছর দেশজ সম্পদের প্রায় ১.১ শতাংশ হ্রাস পাবে। এ বিশাল নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভিত্তি রচনা করেছে। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প/কর্মসূচিসহ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করা হলে এর আওতায় বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৯.০ শতাংশে উন্নীত হবে। স্থিতাবস্থায় (BAU) নীতির তুলনায় তা প্রায় ১.৯ শতাংশ বেশি। এ প্রেক্ষাপটে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনকল্যাণের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতার মধ্যে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। ১৬ টি জেলার মধ্যে ৭০ শতাংশ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির (র‍্যাংকিং ১=তীব্র ঝুঁকি) মধ্যে রয়েছে। ২০১০ সালের উচ্চ দারিদ্র্য সীমা ব্যবহার করে দেখা যায় যে, এ সকল এলাকার দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। একইভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলা (র‍্যাংকিং ২ = উচ্চ ঝুঁকি) এবং দারিদ্র্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সকল জেলাসমূহের মধ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশ এলাকায় দারিদ্র্য হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি এবং ১৩ শতাংশের দারিদ্র্য হার জাতীয় গড়ের সমান। সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ১৫ টি জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্র এবং উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। সবচেয়ে তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকার মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে কম। অনুরুপভাবে ঝুঁকি শ্রেণি ২ ভুক্ত জেলাসমূহে ৬৭ শতাংশ এবং ঝুঁকি শ্রেণি ৩ ভুক্ত জেলাসমূহে প্রায় ১০০ শতাংশ এলাকার মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে কম।

ঙ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট ও লক্ষ্য

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা, যা পানি-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সহায়তার জন্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। পানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিষয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং আশংকা ইত্যাদি সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদের হয়ে থাকে। কাজেই সংশ্লিষ্ট কৌশল, নীতি ও কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণয়ন করা আবশ্যক। তবে, তাৎক্ষণিক এবং মধ্যবর্তীমেয়াদের চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি অবশ্যই এখনই বা নিকট ভবিষ্যতে দৃষ্টি দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচিও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এ ধরণের অনিশ্চয়তার কারণে জটিল হতে পারে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণের ফলে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, যা প্রায়শই অনুমান করা সম্ভব হয় না। দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অনিশ্চিত এরুপ স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অন্যতম প্রধান কৌশলগত চ্যালেঞ্জ।

এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি সুস্পষ্ট রুপকল্প এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে প্রাথমিকভাবে একুশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তারিত রুপকল্প প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, একটি সমন্বিত, বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

রূপকল্প

"নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা"

অভিলক্ষ্য

"দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ"।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য এটিকে নির্দিষ্ট অভীষ্ট বা লক্ষ্যে রূপান্তর করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন, পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমানো এবং তার সাথে পরিবেশগত সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করে এটি সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায়।

অভীষ্ট: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট

অভীষ্ট ১: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;
অভীষ্ট ২: ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং
অভীষ্ট ৩: ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'র নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট ৪: জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট ৫: অন্ত: ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অনিশ্চয়তা (uncertainty)ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের সাথে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সংযোগ স্থাপনে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ামক শক্তির দীর্ঘমেয়াদি আচরণ যার দ্বারা পানি, জলবায়ু ও পরিবেশগত উৎপাদন প্রভাবিত হয়। এরুপ অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্পকে মধ্যমেয়াদি কৌশলে রূপান্তর করার জন্য একটি নমনীয় ও অভিযোজিত পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। ব-দ্বীপ পরিকল্পনাতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে বাহ্যিক ফলাফল সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার অন্তর্গত স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি কৌশল, নীতি ও এর বিকল্প উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নতুন তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ পরিকল্পনার দৃশ্যকল্প ও কৌশলসমূহ হালনাগাদ করার প্রয়োজন হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পের নির্বাচন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নে অভিযোজি দৃষ্টিভঙ্গী জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সংযোগ স্থাপন করে।

চ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলসমূহ

জাতীয় উন্নয়নে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, প্রতিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি, ভূমি ব্যবহার এবং অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি অভিযোজনভিত্তিক, সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত মহা-পরিকল্পনা। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপটে বর্ষা এবং শুষ্ক মৌসুমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত কর্ম-কৌশল নিরুপণ করা হয়েছে। উন্নয়নের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে অভিযোজনভিত্তিক অভিকল্পে এ কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। কার্যকারিতা এবং সর্বজনীন উপকারের ক্ষেত্রে কেবল এগুলো 'নো রিগ্রেট (no regret)' কৌশল নয় বরং উদ্ভাবনী, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বলিত সমন্বিত বাস্তবায়ন উদ্যোগ।

পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ যেমন দেশব্যাপী বন্যা, খরা, শুষ্ক মৌসুমে বরেন্দ্র অঞ্চলের পানি সংকট, নদী এবং মোহনা অঞ্চলের নদী ভাঙ্গন ও পলি জমা, উপকূলীয় জলোচ্ছাস ও লবণাক্ততা, হাওরের আকস্মিক পাহাড়ি ঢল এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলের পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিষ্কাশন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পানি সংকট, আন্ত: দেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মোকাবেলায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে জাতীয় পর্যায়ে এবং হটস্পট ভিত্তিক কতিপয় কৌশল ও কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১) জাতীয় পর্যায়ের কৌশল

১.১ বন্যা ঝুঁকি (Flood Risk) ব্যবস্থাপনা কৌশল

বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ৩টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত

- ***পরিবেশের বিপর্যয় না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক কৌশল;***
- ***প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণু বাংলাদেশ গড়ে তোলা; এবং***
- ***সকলের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণুতার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন।***

১.২ স্বাদু পানি বিষয়ক (Fresh Water-FW) কৌশল

স্বাদু পানি কৌশল ১: টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই স্বাদু পানি সংক্রান্ত কৌশলের লক্ষ্য। আন্ত: দেশীয় পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাদু পানি কৌশল ২: স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং প্রতিবেশের জন্য পানির গুণাগুণ বজায় রাখা

এটি স্বাদুপানি কৌশলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য "পানির গুণাগুণ" এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। অনেকগুলো নদী ও জলাভূমি গুরুতর পরিবেশগত ঝুঁকিতে থাকায় পানির গুণমান বজায় রাখা একটি উদ্বেগের বিষয়। সুস্থ জীবন, জীবিকা এবং সুষ্ঠু প্রতিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতি-নিয়মের ভিত্তিতে পানির গুণগত মান বজায় রাখা প্রয়োজন।

ছ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ ব্যয় এবং অর্থায়ন

(১) বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করা না হলে সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক অর্থনীতি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সহনীয় অবস্থায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভৌত সম্পদ এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রতি বছর জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১.৩ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংসের ফলে অন্যান্য ব্যয় বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম পর্যায়ে এ সকল ক্ষয়-ক্ষতি ও ব্যয় সমানুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে পানি, পরিবেশ, ভূমি, কৃষি (বন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য) ইত্যাদি খাতের কৌশল প্রণয়ন এবং যথাযথ বিনিয়োগ, নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজন হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নীতি, বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অতিরিক্ত হিসেবে কাজ করবে।

নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতিবছর দেশজ আয়ের প্রায় ২.৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এ ব্যয় প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের মাত্র ০.৮ শতাংশ। বর্তমান বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান দেশজ আয় ব্যবহার করে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য প্রাক- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ব্যয়ের মাত্রা ২০১৬ অর্থবছরের ১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭ অর্থবছরে ৩.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার করতে হবে এবং ২০৩১ সাল নাগাদ তা ২৯.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ধারণা অনুযায়ী মোট দেশজ আয়ের ২.৫ শতাংশের মধ্যে ০.৫ শতাংশ অর্থায়ন বিভিন্ন উদ্যোগের আওতায় বেসরকারি খাত হতে এবং প্রায় ২ শতাংশ সরকারি খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। সরকারি খাত হতে প্রাপ্ত ২ শতাংশ মোট দেশজ আয়ের মধ্যে প্রায় ০.৫ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা (O&M) খাতে ব্যয় করার পর অবশিষ্ট মোট দেশজ আয়ের ১.৫ শতাংশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় ব্যয় করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা খাত খুব অবহেলিত এবং এ ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণও দেশজ আয়ের ০.১ শতাংশের বেশি হবে না। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় রক্ষণাবেক্ষণ ও

ব্যবস্থাপনা খাতে কাংখিত বিনিয়োগ না করা হলে পানিসম্পদ খাতে বিদ্যমান অবকাঠামোর স্থায়িত্বের দ্রুত অবনতি ঘটবে এবং পরবর্তীতে এ সকল অবকাঠামো অধিক ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ করতে হবে।

(২) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা

ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যাচাই-বাছাই শেষে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮০ টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫ টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫ টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগ ব্যয় ২৯৭৮ বিলিয়ন টাকা (প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী আট বছরের মধ্যে বিভিন্ন বছরে শুরু করা যেতে পারে, যদিও বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসূচির প্রকৃতি অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরবর্তী কয়েক দশকেও সম্প্রসারিত হবে।

উন্নয়ন অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা (Adaptive Delta Management- ADM) এর নীতি অবলম্বনে সমন্বিত ও ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ব-দ্বীপ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক পানিসম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মোট ১৩৩টি প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রাক্কলিত মোট মূলধন ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৭৫৩ বিলিয়ন টাকা (৪৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)।

প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণে যাচাই বাছাই শেষে শ্রেণিভুক্তি করে তাদের ক্রমবিন্যাসপূর্বক ৮০টি প্রকল্প বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প অভিযোজি ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং তা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর এক বা একাধিক অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক কিনা তার ভিত্তিতে নিবার্চন করা হয়েছে।

জ. গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মূলতঃ আন্তঃখাতভিত্তিক এবং এর বাস্তবায়নের সাথে কতিপয় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য প্রয়োজন যথার্থ কর্মবন্টন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচি এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা। কর্মসূচির আকার বিস্তৃত হওয়ায় তা বাস্তবায়নে অধিক সম্পদের প্রয়োজন, যদিও সম্পদ সীমিত এবং চাহিদার মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিযোগিতামূলক চাহিদাসমুহের মধ্যে সীমিত সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন এবং সর্বোত্তম ফলাফল লাভে কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এর সবকিছুই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, যা গভর্ন্যান্সের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আওতায় গভর্ন্যান্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মূল উপাদান

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশেষত ডাচ্ ডেল্টা ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের অতীত প্রেক্ষাপট এবং এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় ডেল্টা গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নরুপ সংস্কার প্রয়োজনঃ

পানি ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো সংস্কার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদী, সামষ্টিক এবং সমন্বিত মহা-পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড সৃষ্টি এবং কার্যকর স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাঠামো নিশ্চিতকরণ আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডেল্টা তহবিল

বর্তমানে পানিসম্পদ খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ মোট দেশজ আয়ের ০.৮ শতাংশ, যা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুসারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩০ সাল নাগাদ ২.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। সীমিত সম্পদ এবং সমন্বিত ব্যয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করে এক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের সাথে একত্রিত করে ডেল্টা তহবিলের সূচনা করা যেতে পারে। ডেল্টা কর্মসূচি জিইডি কর্তৃক প্রতি বছর প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হবে, যাতে বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য পূর্ণ মেয়াদে অর্থায়ন নিশ্চয়তা প্রদানসহ নতুন এবং চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে বরাদ্দের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাথমিকভাবে ডেল্টা তহবিল হতে নির্বাহ করা হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তর

করা হবে। একইভাবে, সময়ের সাথে ডেল্টা তহবিল হতে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক জাতীয় উচ্চ প্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পে অর্থায়ন, উদ্ভাবন এবং গবেষণা ব্যয় নির্বাহ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের মানদন্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন ক্রমান্বয়ে পৌরসভা ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ডেল্টা নলেজ ব্যাংক

ডাচ্ অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি ডেল্টা নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলা। জিইডি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ নলেজ ব্যাংক গড়ে তুলবে এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যে একটি নলেজ ইউনিট তৈরী করবে:

- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লব্ধ ডেল্টা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান সংকলন করে একটি ডিজিটাল নলেজ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা।;
- ডেল্টা উপাত্ত ব্যাংক স্থাপন; এবং
- সমন্বিত ডেল্টা জ্ঞান এবং উপাত্ত হালনাগাদকরণ, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন।

জিইডি একটি নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিদ্যমান জ্ঞানের পর্যালোচনা করবে। প্রাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যের অধিকতর সমৃদ্ধির জন্য নলেজ ব্যাংকে মজুদকৃত জ্ঞানের সার-সংক্ষেপ ডেল্টা সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি নীতি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতামত নেয়া প্রয়োজন। ডেল্টা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদার সাথে সংগতি এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাই, বিশেষত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ৩-৫ বছরের উপাত্ত এবং গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম জিইডি কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও নির্ধারণ করা উচিত। জিইডিকে উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ডেল্টা সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

ঝ) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ:

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তাসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর ওপর অর্পণে সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। তবে জিইডির সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রোগ্রাম/প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) দ্বারাই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে এ দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য আইএমইডি এবং জিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সঠিক বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল (ডিজিসি)' নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কিন্তু ছোট পরিসরে ফোরাম ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর সহ-সভাপতিত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক সত্তা হিসেবে কাজ করবে। ডিজিসি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। একইসাথে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্জনের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করবে। এটি কৌশলগত পরামর্শ এবং নীতি নির্দেশনা প্রদান করবে। জিইডি বিনিয়োগ কর্মসূচিসহ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন এবং সহায়তা প্রদান করবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্বাচনের জন্য জিইডির সদস্য-এর নেতৃত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় 'প্রকল্প/কর্মসূচি নির্বাচন কমিটি (Project/Programme Selection Committee-PPSC)' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ হালনাগাদকরণ, এর বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নসহ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সমীক্ষা সম্পাদন করবে। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা নির্বাচিত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

সরকারি নীতি ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা পদ্ধতির সাথে বাংলাদেশের নীতি পরিকল্পনার একটি নিবিড় সংযোগ স্থাপন প্রয়োজন। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপটে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথারীতি উন্নয়ন প্রকল্পের

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবে। তবে, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আইএমইডি এবং জিইডি'র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে। ডেল্টা নলেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অনুসরণে আইএমইডি এবং জিইডি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক অংশীদারের কারিগরী দক্ষতার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, প্রকল্প ও সেক্টর পর্যায়ে বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এবং ডেল্টা সংক্রান্ত বিষয় যেখানে সব আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থা এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্পৃক্ত তাদের পরামর্শক্রমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়া দরকার। ***তথ্য সূত্র: বিডিপি ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি (২০১৮)***

উপস্থাপনার তৃতীয় ভাগঃ আইএমইডির কার্যক্রম

রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এবং এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসারে আইএমইডির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক, মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য প্রকল্পভিত্তিক মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ও পাক্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রণালয়সমূহকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণে সরেজমিনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যাচাই;
- প্রয়োজনে দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে নিকট উপস্থাপন;
- সিপিটিইউ সংক্রান্ত কাজ;
- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কাজ; এবং
- সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভাগে অর্পিত কাজ।

আইএমইডি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর জন্য টেকসই ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

- প্রথমত একটি ফলপ্রসু ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের জন্য প্রকৃত চাহিদা তৈরি করা এবং এর জন্য একটি সহজবোধ্য কাঠামো প্রণয়ন করা;
- দ্বিতীয়ত ব্যবহারকারী বান্ধব পদ্ধতিতে দাপ্তরিক চ্যানেলে এর জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিতরণ করা;
- সর্বশেষ ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য অবিরাম সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

আইএমইডি কিভাবে শুরু করতে পারে?

- DRF এর কার্যক্রম শুরু করার জন্য GED'র সাথে MoU করা যেতে পারে;
- ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করতে সুযোগ ও বাজেট চিহ্নিত করতে একটি দল গঠন করা যেতে পারে; এবং
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে।

অতঃপর ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থাপনা শেষ করা হয়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনা শুরু হয়।

০৩। পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বলেন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ইহা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়েও আইএমইডির ভূমিকা রয়েছে। আইএমইডি'র ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

০৪। পরিচালক জনাব আইনুর আক্তার পান্না পিইসি সভায় আইএমইডির ভূমিকা সর্ম্পকে আলোকপাত করেন। তিনি বদ্বীপ পরিকল্পনার চলমান প্রকল্প তালিকা করে মনিটর করার বিষয়ে মতামত দেন।

০৫। উপপরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম বলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে আইএমইডি জিইডি'র সাথে যুগপৎভাবে কাজ করতে পারে।

০৬। সভাপতি ও এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন খুবই তথ্যবহুল উপস্থাপনা। তবে বদ্বীপ পরিকল্পনা মনিটরিং এর জন্য জিইডি'র সাথে MOU এর বিষয়ে তিনি বলেন আইএমইডি'র অর্পিত দায়িত্ব হলো মনিটরিং করা। মনিটরিং এর জন্য কোন একক মন্ত্রণালয়ের সাথে MOU এর প্রয়োজন নেই। এ উপস্থাপনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী

কর্মকর্তাগণের জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হলো। এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দাপ্তরিক দায়িত্ব আরো দক্ষভাবে পালন করা সম্ভব মর্মে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৭। মুখ্য আলোচক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান তিনি বলেন, ডেল্টা প্ল্যান এর প্রকল্পগুলোর মনিটরিং এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এর উপর। জিইডি'র মনিটরিং এর সক্ষমতা নেই এবং মনিটরিং এর জন্য একটি উইং গঠনের বিষয়ে জানা গেছে। যেহেতু আইএমইডি সকল প্রকল্প মনিটরিং করে থাকে তাই জিইডি'র সাথে MOU করার বিষয়টি প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং এর ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন প্রত্যেক কর্মকর্তার গবেষণাধর্মী কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে মনিটরিং ও ইভালুয়েশন করতে হবে।

০৭। ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি ও এ বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানান তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউনের মধ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে এ ধরনের শিক্ষামূলক আয়োজনের জন্য তিনি খুব আনন্দিত হন। তিনি বলেন যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইএমইডি'র যে ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, সে অনুসারে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বলা আছে আমরা ২০২৫ সালে এবং ২০৪১ সালে কোথায় যেতে চাই। সে অনুসারে আমাদের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি জিইডি-র সাথে MOU এর বিষয়ে বলেন Allocation of Bussiness অনুসারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করাই আইএমইডি' র Mandate. এ জন্য আইএমইডি'র পক্ষ থেকে আলাদাভাবে MOU এর প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন মনিটরিং এর ওপর জোর দেয়ার জন্য এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাবের প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্যই আইএমইডি'র উদ্ভব। তাই আইএমইডিকে তাঁর কাজ করে যেতে হবে।

০৮। অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৪/০৬/২০২০খ্রিঃ
(রেজওয়ানা শবনম)
উপপরিচালক, আইএমইডি
ও
কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ার

উপস্থাপক ডঃ মোঃ তৈয়বুর রহমান কর্তৃক সম্পাদনকৃত

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 26-04-2021 09:34:36 AM
	Duration (Minutes): 163	End Time: 26-04-2021 12:17:07 PM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	
4	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
5	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED	majid3171965@gmail.com
6	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
7	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
8	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
9	Pulalk Kanti Barua	
10	Mustafa Hassan	
11	Kamal Hossain AD	
12	Sarah Sadia Taznin	
13	AynoorPanna Director#sector4	
14	Md. Taibur Rahman	trsumon@gmail.com
15	Sujan Chandra Bhowmik	
16	Muhmmed Ashraful Islam# Director	
17	Md.Saiful Islam Director. IMED	
18	Sujan Bhowmik	
19	MD. Shahidur Rahman# Librarian	msrahman197289@gmail.com
20	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
21	Md. Bashir Ahamed# AD#S-5#IMED	
22	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
23	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
24	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
25	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
26	Mamun sector-6	
27	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
28	Shamimul Haque# Director(JS)# CPTU	
29	Ahsan Habib#Director#IMED	habib15715@gmail.com
30	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
31	S Nazim Uddin (S Nazim Uddin)	
32	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com
33	A. A. Mamun# Director(JS)	
34	Md.Mahbubur Rahman#Director# IMED	
35	Upama Akter	upamaomar@gmail.com
36	Harun# DD#Sec-4	
37	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
38	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
39	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
40	Sonia# IMED	
41	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
42	Aynoor Panna	aynoorpanna@gmail.com
43	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
44	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
45	Sanjoy Karmakar	

46	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
47	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
48	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	
49	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন# প্রোগ্রামার	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
50	Saiful Islam	
51	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
52	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
53	Shameem Kibria#DD#CPTU	shameem16838@gmail.com
54	Md. Siddiqur Rahman	
55	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
56	Shahadat Hossain# Director (Social)	
57	Nasimur Sharif	
58	Md.Mahbubur Rahman/Director/IMED	
59	Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
60	Nahida Akter#DD# Sec-3	
61	Salehin Tanvir Gazi	stgazi@gmail.com
62	Md. Aziz Taher Khan# Director(Joint Secretary)# CPTU# IMED	
63	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
64	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
65	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
66	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
67	khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	khmohaiminul@gmail.com
68	rafiq	
69	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
70	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
71	Md Azgor	azgor33juimed@gmail.com
72	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
73	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
74	Shahadat Hossain	
75	Shamimul Haque	
76	Nadira Akhtar# DD# Sector-2.	nasim7405bari@gmail.com
77	Mamun sec-6	
78	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	prograimed@gmail.com
79	Rejwana Shabnam	
80	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

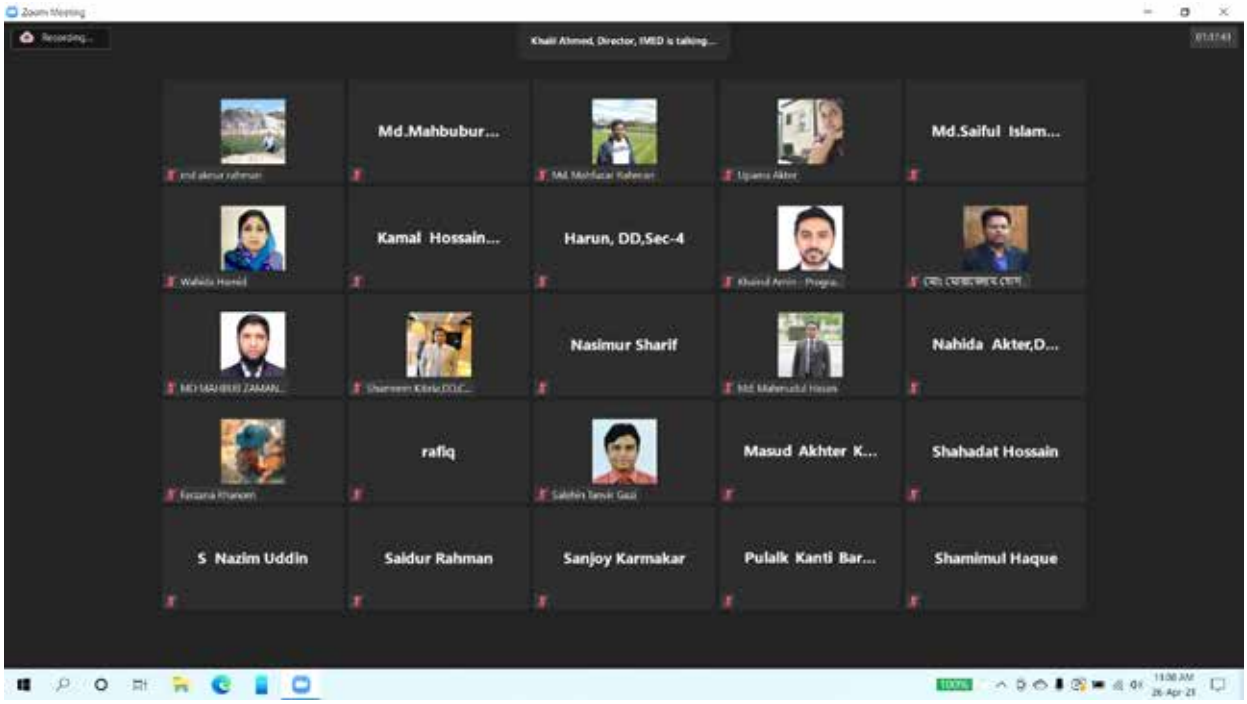
Zoom Meeting
Recording...
Khalil Ahmed, Director, IMED is talking...
Md.Mahbubur...
Md.Saiful Islam...
Kamal Hossain...
Harun, DD,Sec-4
Nasimur Sharif
Nahida Akter,D...
rafiq
Masud Akhter K...
Shahadat Hossain
S Nazim Uddin
Saidur Rahman
Sanjoy Karmakar
Pulalk Kanti Bar...
Shamimul Haque

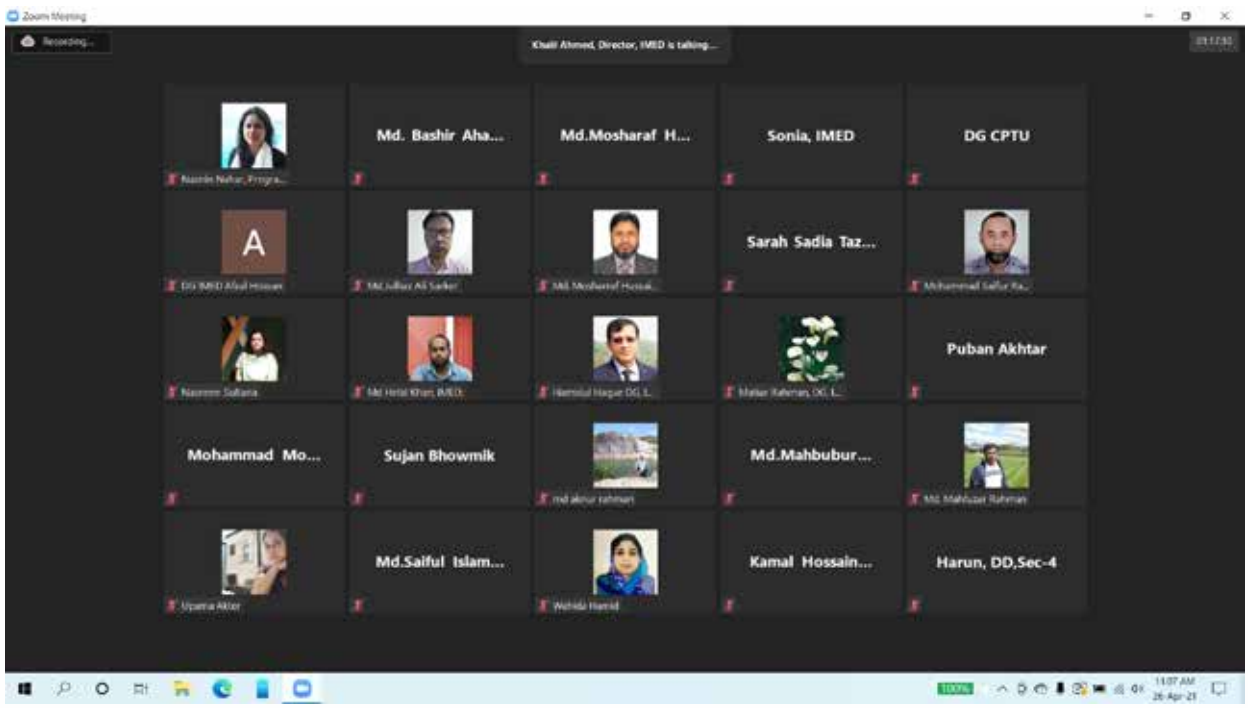
Zoom Meeting
Recording...
Khalil Ahmed, Director, IMED is talking...
Md. Bashir Aha...
Md.Mosharaf H...
Sonia, IMED
DG CPTU
Sarah Sadia Taz...
Puban Akhtar
Mohammad Mo...
Sujan Bhowmik
Md.Mahbubur...
Md.Saiful Islam...
Kamal Hossain...
Harun, DD,Sec-4

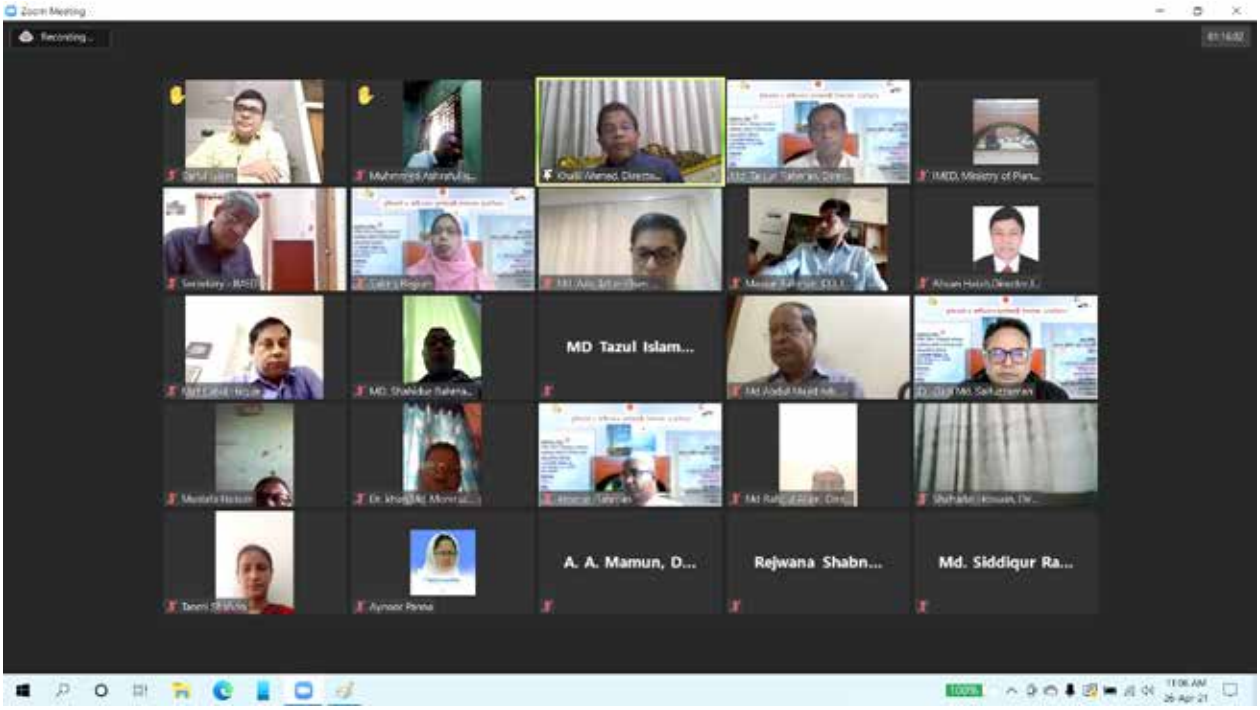
Zoom Meeting
Recording...
MD Tazul Islam...
A. A. Mamun, D...
Rejwana Shabn...
Md. Siddiqur Ra...

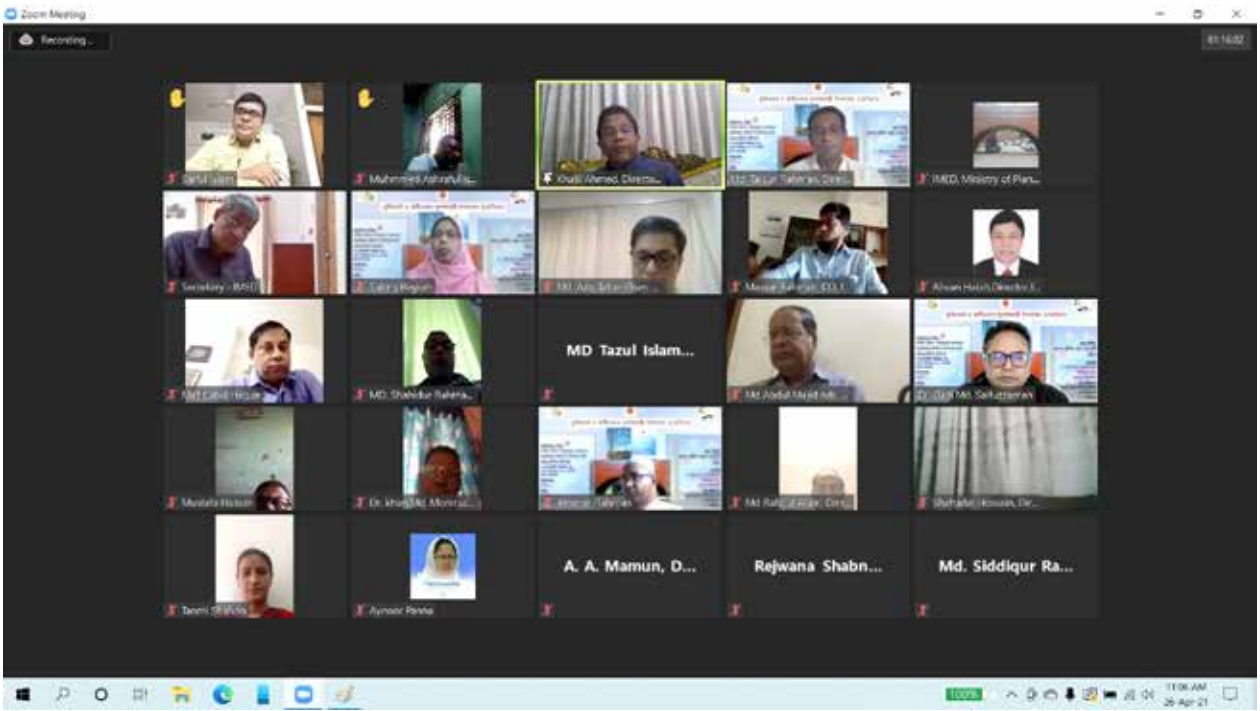
Zoom Meeting
Recording...
MD Tazul Islam...
A. A. Mamun, D...
Rejwana Shabn...
Md. Siddiqur Ra...

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার
ওয়েবিনার-৫ বিষয়:
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন পদ্ধতি ও কাঠামো এবং আইএমইডির ভূমিকাঃ
৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর উপর বিশেষ আলোচনা
উপস্থাপনায়:
সেক্টর-৫
তারিখ:
১৩ বৈশাখ ১৪২৮/২৬ এপ্রিল ২০২১
সময়: সকাল ১০:০০ ঘটিকা
মাধ্যম:
zoom
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
প্রধান অতিথি:
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব
সভাপতি
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন অনুবিভাগ
মুখ্য আলোচক:
জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান
মহাপরিচালক
সেক্টর-৫

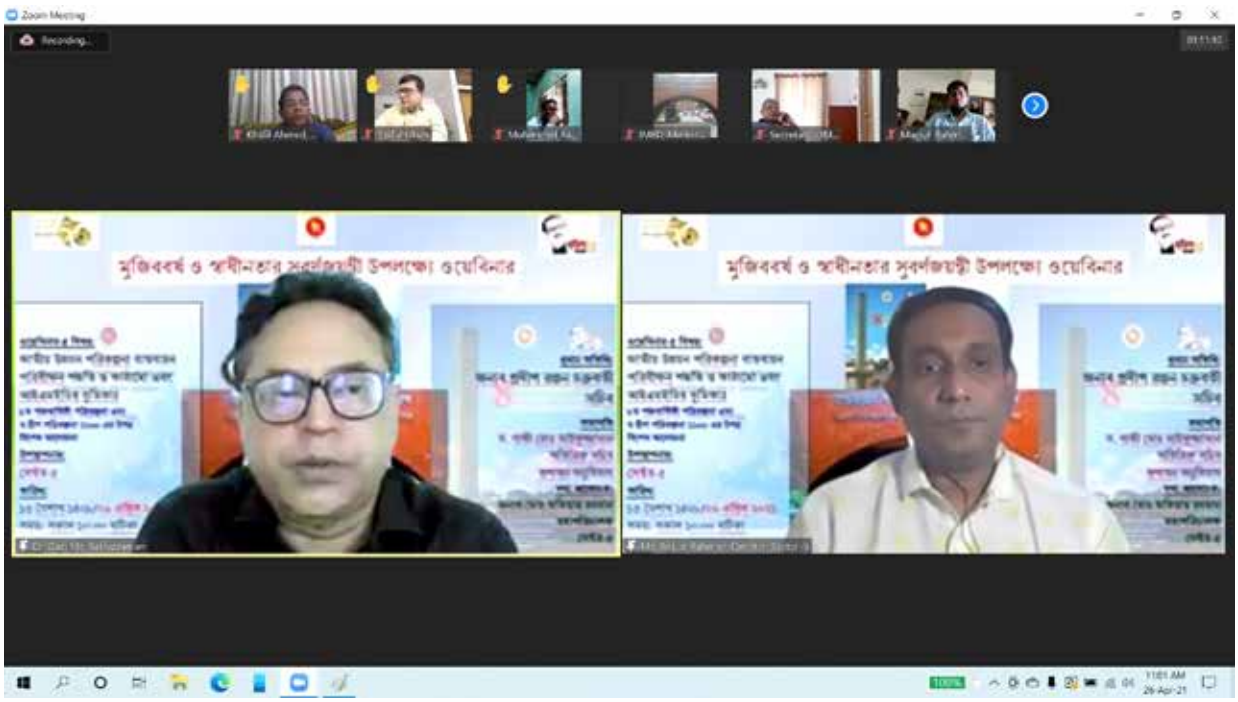
Zoom Meeting
Recording...
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

উপস্থাপনায়

আইএমইডি'র সেক্টর-০৬ এর পক্ষ থেকে

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন

পরিচালক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৬, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : *একুশ শতকের বাংলাদেশ*

"ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ উপহার"

উপস্থাপনায়-
মো.আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

আলোচ্য বিষয়সমূহ

- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিচিতি
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ কি ?
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন,অনুমোদন ও পরিচালনা
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এপ্রোচ
- হটস্পট ধারনা
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এর ভিশন,মিশন ও লক্ষ্য
- হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ
- Cross cutting issue সমূহের কৌশল
- বিনিয়োগ পরিকল্পনা
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : *একুশ শতকের বাংলাদেশ*

"আগামী ১০০ বছর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি"

----মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

Bangladesh Delta

Bangladesh Delta

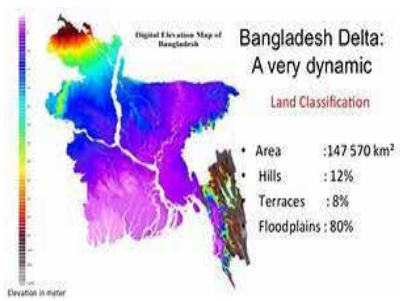

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি অভিযোজনভিত্তিক (Adaptive). দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত ও সামষ্টিক মহাপরিকল্পনা। পদ্মা, যমুনা, ও মেঘনাসহ অসংখ্য নদ-নদী নিয়ে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। কিন্তু নদীর গতিপথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ঘনবসতির কারণে সম্ভাব্য যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এদেশে বিপর্যয়ের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে যা টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ের গতি ত্বরান্বিত করা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানের নিমিত্ত 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এই সামষ্টিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর প্রতিকূল প্রভাব কমানো এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা পানি, জলবায়ু পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে দেশের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে ধাপে ধাপে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। ।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন, অনুমোদন ও পরিচালনা

নেদারল্যান্ডস'র ডেলটা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন, অনুমোদন ও পরিচালনা

২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় অনুমোদন পায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বিশেষত এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে অতিক্রম করে দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জল ও খাদ্য সুরক্ষার পাশাপাশি পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রণীত।''

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন, অনুমোদন ও পরিচালনা

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছে "ডেল্টা গভর্নেন্স কাউন্সিল" (DGC)। এ কাউন্সিলের চ্যায়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) এই কাউন্সিলের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য হলেন-কৃষি মন্ত্রি,অর্থমন্ত্রি, খাদ্য মন্ত্রি, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রি, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রি, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রি পানিসম্পদ মন্ত্রি, দুর্যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রি এবং এলজিআরডি মন্ত্রি।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এপ্রোচ

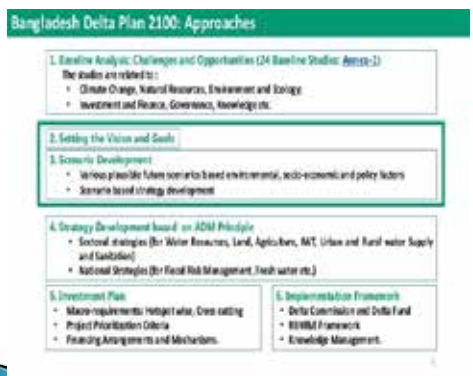

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ

ক: প্রকা–কথা (Overview)

খ: পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্মন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

- কৌশলগত পরিকল্পপনা যেমন-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
- এম ডি জি
- এস ডি জি (১৭টি অভিষ্ট, ১৬৯ লক্ষ)
- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- জলবায়ু পরিবর্তন
- প্রাকৃতিক দূরযোগ

গ: **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো**

ছয়টি হটস্পট(Hotspot)-*পানি ও জলবায়ু উদ্ভুত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল*

সারণী ১: জেলাসমূহের হটস্পটভিত্তিক অবস্থান

হটস্পট	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম
উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা এবং শরীয়তপুর।
বরেন্দ্র এবং খরাপ্রবণ অঞ্চল	১৮	[illegible]
হাওড় এবং আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটি।
নদী অঞ্চল এবং মোহনা	২৯	[illegible]
নগর এলাকাসমূহ	৭	বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এবং সিলেট।
তুলনামূলক ভাবে দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহ ([illegible])	৬	[illegible]

সূত্র: বিডিপি ২১০০ [illegible]

Hotspot ভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩০)

হটস্পট	প্রকল্পের সংখ্যা	বিলিয়ন (টাকা)	বিলিয়ন (USD)
উপকূলীয় অঞ্চল	২৩	৮৮৪.৩৯	১১.১৪৩
বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল	৯	১৬৩.১৫	২.০৫
হাওড় এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা	৬	২৭,১৮	৩.৩০
পার্বত্য অঞ্চল	৮	৫৯.৮৬	০.৭৫
নদী অঞ্চল ও মোহনা	৭	৪৮২.৬১	৬.০৮
নগর এলাকা	১২	৬৭১.৫৬	৮.৪০
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এলাকা (Cross cutting)	১৫	৬৮৮.৭৮	৮.৬০
মোট	৮০	২৯৭৮.২৭	৩৭.৫২

Figure 1: Share of BDP 2100 related projects ADP Allocation (BDT in crore)

Source: GED's calculation based on ADP (2019-20)

ঘ: ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

–ফসল উদপাদনের উপযুক্ত মাটি ও পানির সংমিশ্রনে এক উর্বর ভূখন্ড

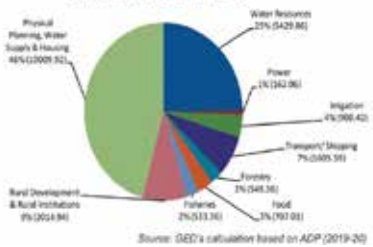

-ধন উদপাদন ১৯৭৩-১২.০ মিলিয়ন টন,

২০১৮-৩৬.৩ মিলিয়ন টন

-অসংখ্যা নদ নদী ও জলাভূমি

-অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি

-সমুদ্রে অবাধ প্রবেশাধিকার

-বন্দর সুবিধা

- সুন্দরবন

-অন্যান্য

ঙ: ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ

১.জলবায়ু পরির্তন

- -তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- -বৃষ্টপাত
- -বন্যা
- -খরা
- -নদী ভাঙ্গন
- -সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতাবৃদ্ধি ও লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ
- -ঘুর্ণঝড় ও জলোচ্ছাস

২.উজানের উন্নয়ন কর্মকান্ড

৩.পানির গুনগতমান

৪.জলাবদ্ধতা

চ: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

রূপকল্প (Vision)

"নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিঞ্চু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা"

অভিলক্ষ (Mission)

দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সংগত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুরযোগ , জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ।

অভিষ্ট (Goal)

উচ্চ পর্যায়ের অভিষ্ট

১.২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ

২.২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং

৩. ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এর নির্দিষ্ট অভিষ্টসমূহ

১. বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অগ্রাধিকার দক্ষতা নিশ্চিত করা

৩. সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৪. জলাভূমি ও বস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা

৫. অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পাদের সুস্থ ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলা এবং

৬. ভুমি ও পনি সম্পাদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা

ছ: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলসমূহ

১. জাতীয় পর্যায়ের কৌশল

১.১.বন্যা ঝুকি ব্যবস্থাপনা ও পানি কৌশল

ক) অর্থনৈতিক ভিত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা প্রদান

খ) ভবিষ্যতের জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন স্কিমের উন্নয়ন

গ) বিপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা সুরক্ষা

১.২ স্বাদুপানি বিষয়ক কৌশল

ক) টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

খ) স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং প্রতিবেশের জন্য পানির গুণাগুণ বজায় রাখা

২. হটস্পট নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ

২.১ উপকূলীয় অঞ্চল সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) বিদ্যমান পোল্ডারের যথাযথ ব্যবস্থপনার মাধ্যমে ঝড়বৃষ্টি/জলোচ্ছাস এবং লবাণাক্তার অনুপ্রবেশ মোকাবেলা
২) পানি নিস্কাষণ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যার ঝুকি হ্রাস
৩) টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য পানির যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখা
৪) স্বাদুপানি বৃদ্ধিকল্পে মৃতপ্রায় নদীসমূহের পুনঃউদ্ধার এবং আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের অববাহিকা ব্যবস্থাপনা
৫) উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জমি উদ্ধার এবং
৬) সুন্দরবন সংরক্ষণ

২.২ বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা
২) River basin উন্নয়নসহ যথাযথ আন্তদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা
৩) বন্যা ও জলাবদ্ধতা জনিত ক্ষয়ক্ষতিহ্রাস
৪) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন নিশ্চিত করা এবং
৫) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে পুকুর/ দিঘী ও পাতকুয়া খননে উৎসাহিত করা

২.৩ হাওড় ও আঞ্চলিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) বন্যা থেকে কৃষি ও বিপন্ন জনগোষ্টিকে রক্ষা
২) সুপেয় পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৩) পারিসম্পদ ও নদী ব্যবস্থাপনা
৪) টেকসই হাওড় প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা
৫) সমন্বিত পানি এবং ভূমিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
৬) হাওড়গুলো আপন বৈশিষ্ট্যে সংরক্ষণ ও সংস্কার।

২.৪ নদী অঞ্চল ও মোহনা সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) বন্যার ঝুকি কমাতে নদী ও পানি প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা
২) পানি প্রবাহের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নদীগুলোকে স্থিতিশীল রাখা
৩) নদীগুলোর পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা
৪) নিরাপদ ও নির্ভযোগ্য নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
৫) জেগে ওঠা চর এলাকায় নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা জোরদার করণ
৬) পলি ও ড্রেজিং ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন করা
৭) Capital dregding রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ পলি (Sediment) ব্যবস্থপনা

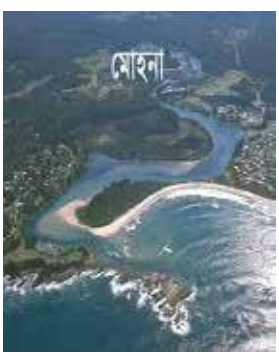

২.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) বন্যা ও ঝড়বৃষ্টি থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শহর রক্ষা
২) পানি নিরাপত্তা এবং টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা
৩) সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
৪) পরিবেশগত ভারসাম্য ও মূল্যায়ন বজায় রাখা
৫) টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য বহমূখি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিকাশ।

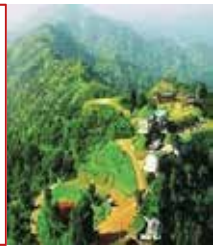

২.৬ নগর অঞ্চল সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) পানিনিষ্কাশন সংক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নগর এলাকায় বন্যার ঝুকি হ্রাসকরণ
২) নগর অঞ্চলে পানি নিরাপত্তা ও পানিব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি
৩) শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ
৪) পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন গড়ে তোলা
৫) পানি ও ভূমি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা
৬) নাগরিক সেবা যেমন-পানি সরবরাহ,পয়:নিষ্কাশন, তরল, কঠিন এবং মেডিকেল ও ইলেকট্রনিক্স বর্জব্যবস্থপনা ইত্যাদির উন্নয়ন।

৩. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কৌশল সমূহ

৩.১ টেকসই ভূমি ব্যবহার এবং স্থানিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

- ১) টেকসই খাদ্য শষ্য উৎপাদনে বন্যা বা নদী ভাঙ্গন থেকে কৃষি জমির সংরক্ষণ
- ২) লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও মরুকরণ প্রতিরোধ
- ৩) ল্যান্ড জোনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রনয়ণ
- ৪) ভূমি ব্যবস্থপনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ৫) নগরায়নের জন্য স্থানীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
- ৬) ভূমি ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন
- ৭) মাটির গুণাগুন বজায় রাখা ও ভূমির ক্ষয়ক্ষতি রোধ
- ৮) পানিসম্পদ ব্যবস্থপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

৩.২ কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকা সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাতসহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধি
২) কৃষি উৎপাদন ও জীবিকার মধ্যে বৈচিত্র আনায়ন
৩) বৃদায়তনের বানিজ্যিক খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান
৪) মাছ ও উদ্ভিদের সমন্বিত চাষে জলোপযোগি (Aquaponics) পদ্ধতির প্রবর্তন
৫) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য উন্নত খামার ও প্রযুক্তির ব্যবহার
৬) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা
৭) জলবায়ু সহিষ্ণু পশু ও পাখির জাত উৎভাবন ও পালন

৩.৩ আন্তদেশীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

1) উজানের নদীসমূহ হতে পানি সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে সে অনুযায়ি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন
২) পানি সংরক্ষণে বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মান বিবেচনা
৩) তিস্তাসহ আন্তরাষ্ট্রীয় নদীর পানি বন্টন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে তৎপর হওয়া
৪) চাহিদা ভিত্তিক যৌথ নদী অববাহিকা ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা গ্রহণ
৫) অববাহিকা ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাষ পদ্ধতির উন্নয়ণ

৩.৪ গতিশীল অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) নিয়মিত নদী খননের মাধ্যমে নদীর প্রবাহমানতা ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা চালু করণ
২) BIWTA ও BWDB এর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন উপযোগি পানির ন্যূনতম স্তর নিশ্চিত করণ
৩) নদী বন্দর, ফেরিঘাট, অবতরণ কেন্দ্র এবং টার্মিনাল সুবিধা উন্নয়ন
৪) আন্তঃদেশীয় পথসমূহ কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহন

৩.৫ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) সামদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করণ
২) উপকূলীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩) অগভীর ও গভীর উভয় সমুদ্রে মাছ ধরার কার্যক্রম জোরদার করণ
৪) সমুদ্রে ইকোটোরিজম এবং ব্যক্তিখাতে নৌবিহার কার্যক্রম চালুকরণ
৫) সমুদ্র উপকূলে ও সমুদ্র বন্দর গুলোকে দুষণমুক্তকরণ।

৩.৬ নবায়নযোগ্য শক্তি সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ-

১) জ্বালানী নীতি প্রণয়ণসহ অন্ততঃ ৫০ বছরের একটি মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ
২) প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহকে গবেষণার কাজে উৎসাহিতকরণ
৩) Clean Development Mechanism (CDM) সহ নাবায়নযোগ্য প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
৪) ২০৪১ সালে নবায়নযোগ্য শক্তি হতে ৩০% বিদ্যুৎ উৎপাদন (৭ম পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনা ২০২০ এর লক্ষ্য ১০%)

জ: সমষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প

- তিনিটি আভ্যন্তরিণ চলক: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য
- দুটি বাহ্যিক চলক: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন
- অন্যান্য নীতি চলক: জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, বিনিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার , গভর্ণ্যান্স ইত্যাদি

ঝ: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং বিনিয়োগ ও অর্থায়ন

১.বিনিয়োগের প্রায়োজনীয়তা

- ❑ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জিডিপি এর ২.৫% বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে (২০৩০সাল নাগাদ)
- ❑ বর্তমানে এ ব্যায় মাত্র-জিডিপি এর ০.৮%
- ❑ জিডিপি এর ২.৫% এর মধ্যে সরকারি খাতে হবে ২% এবং বেসরকারি খাতে হবে ০.৫%

২.বিনিয়োগের অগ্রাধিকার

- ➢ ২০৩০ সাল নাগাদ ব-পরিকল্পনা ২১০০ এর মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩০% প্রয়োজন হবে
- ➢ বন্য নিয়ন্ত্রন, নদী ভাঙ্গন. নদী খনন, নদী শাসন এবং নৌ-পরিবহণ-৩৫%
- ➢ নগরে পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন-২৫%

৩.বিনিয়োগ পরিকল্পনা

- ❖ ২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়ণের জন্য মোট -৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণ বিষয়ক
- ❖ মোট বিনিয়োগ প্রয়োজন -২৯৭৮ বি.টাকা বা ৩৭ বি.ডলার

৪. সরকারি অর্থায়ন

বর্তমানে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রকল্পে ও প্রগ্রামে জিডিপি এর ০.৮% ব্যায় করা হয়। যেখানে ২০৩০ সাল নাগাদ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ২% বিনিয়োগ প্রয়োজন । অবশিষ্ট ১.২% অর্থ সংকুলান করতে হবে।

৫. বেসরকারি অর্থায়ন

বাংলাদেশ জিডিপি এর ০.৫% অর্থ বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ: গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রধান প্রধান ডেল্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ

জিইডি, বাপাউবো, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, মৎস অধিদপ্তর, বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ, ওয়াসা এবং ডেল্টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহ (কৃষি, পানি সম্পাদ,নৌ-পরিবহণ, এলজিইডি, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক)।

আন্তসীমান্ত সংলাপ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ

- ❑ উদ্ভাবনী সমাধানের জন্য কুটনৈতিক ও প্রায়গিক উভয় দক্ষতা প্রয়োজন।
- ❑ অববাহিকার ভৌগোলিক ও কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন।
- ❑ যৌথ নদী কমিশন কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

ডেল্টা নলেজ ব্যংক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

- ❑ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লব্দজ্ঞান সংকলন করে ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ❑ ডেল্টা উপাত্ত ব্যাংক স্থাপন
- ❑ নিয়িমিত এসব জ্ঞান হালনাগাদ ও উন্নয়ন করতে হবে।

তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রনয়নকল্পে ২৬টি বেজলাইন সার্ভে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এসমস্ত তথ্য উপাত্ত সংকলন করতে হবে এবং এর জ্ঞান আহরন করতে হবে।
- ডেল্টা জ্ঞান ভিত্তিক কমিউনিটি যেমন-শিক্ষাবিদ, নীতি নির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগি, এনজিও, মাঠকর্মি গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ ডেল্টা তহবিল

- পানি সম্পদ খাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানে GDP এর ০.৮%
- BDP-2100 এর আওতায় ২০৩০ নাগাদ GDP -২.৫% উন্নীত হওয়ার প্রস্তাবনা
- ২% সরকারি এবং ০.৫% বেসরকারি খাতের

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন –

- GED এর কাছে ন্যাস্ত করা হয়েছে
- GED এর আওতায় একটি অনুবিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে প্রধান করে

Delta Governance Council (DGC) গঠন -GED Member secretary দায়িত্ব পালন

-GED এর সদস্যের নেতৃত্বে Project/programe selection committee (PPSC) গঠণ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- Adaptive Delta Management (ADM)
- IMED
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
- Implementatin Agency
- GED
- GED প্রয়োজনে জ্ঞান ভিত্তিক অংশিদারের সহযোগিতা গ্রহন করবে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ পর্যালোচনা এবং হলনাগাদকরণ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০একটি অভিযোজি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হওয়ায় এটিকে দেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাথে সমন্বিত করা প্রয়োজন।এপরিকল্পনা সময়ে সময়ে এবং নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে এবং পরবর্তি পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনাসমূহে প্রতিফলন করা হবে।অধিকন্তু এ পরিকল্পনা আরো সমৃদ্ধির জন্য তাতে নতুন জ্ঞান এবং প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটানোর প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

Climate change - Resilient Scenario

Climate change Resilient scenario		2015 (observed)	2030	2040	2050	2100
Sea level rise	Mean sea level rise in cm		15-30	35-40	40-60	80-125
Temperature	Mean max temperature degrees change (°)	25	+1.5	+1.75	+2	+4
Monsoon rainfall	% change mean total monsoon (June-September) precipitation	1750	15	18	20	40
Dry season rainfall	% change mean total dry season (December-February) precipitation	36	-10	-10	-10	-20
Longest dry day period	Increase of mean number of consecutive dry days		+5	+8	+10	+20
Rainfall intensity	% change of mean total precipitation		20	20	20	50
Cyclone intensity	% change		70		90	100

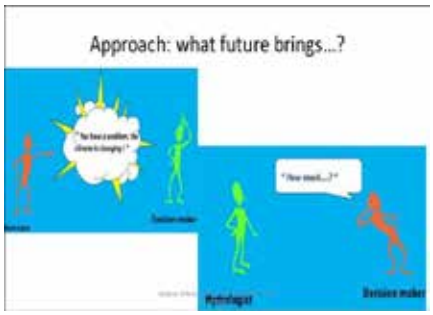

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
www.imed.gov.bd

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার এর রেপোটিয়ার প্রতিবেদন

ওয়েবিনারের বিষয়: **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০**

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, আইএমইডি
সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি
মূখ্য আলোচক	:	জনাব মোঃ আফজল হোসেন মহাপরিচালক, সেক্টর-৬, আইএমইডি
উপস্থাপনা	:	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন পরিচালক, সেক্টর-৬, আইএমইডি
তারিখ ও সময়	:	২৫ এপ্রিল,২০২১ সকাল ১০:০০ টা

শুরুতেই সভাপতি মহোদয় জুম এ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে ওয়েবিনারের সূচনা করেন। তিনি প্রধান অতিথিকে সংযুক্ত থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি আজকের ওয়েবিনারের মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন অনুরোধ জানান।

ওয়েবিনারের মূল বিষয়বস্তু 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন দক্ষতার সাথে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে মোট ৪৩টি স্লাইড ছিল। গঙ্গা, বক্ষপুত্র ও মেঘনা নদীর পলি বিধৌত ব-দ্বীপ রাষ্ট্র বাংলাদেশের ২০০১ থেকে ২১০০ মোট ১০০ বছরের জন্য এ পরিকল্পনা। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে দেশের মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমন্বয় করে ধাপে ধাপে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। উপস্থাপনকারী ব-দ্বীপ পরিকল্পনার পরিচিতি, অনুমোদন, প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ, ব-দ্বীপ পরিকল্পনার এপ্রোচ, হটস্পট ধারনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য, হটস্পট সম্পর্কিত কৌশলমূহ, হটস্পট ভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে সাবলিলভাবে উপস্থাপন করেন।

উপপরিচালক জনাব নাহিদা আক্তার 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। এ পরিকল্পনা পাস হয়েছে ২০১৮ সালে এবং এটি আরম্ভ হয় ২০২০ সাল থেকে আর এটি ১০০ বছরের একটি পরিকল্পনা, তিনি জানতে চান এক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি ৮৫ বছর অর্থাৎ ২১০০ সাল পর্যন্ত হবে না ২১২০ সাল পর্যন্ত।

সহকারী পরিচালক জনাব সুজন চন্দ্র ভৌমিক উপস্থাপনকারীকে উপর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য গ্রিন হাউজ গ্যাসের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তাছাড়া তিনি এ পরিকল্পনাকে সাসটেইনেবল করার জন্য আন্তরাষ্ট্রীয় পানিবন্টন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংক্রান্ত ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন।

মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মজিদ এনডিসি প্রথমেই উপপরিচালক জনাব নাহিদা এর প্রশ্নের জবাবে বলেন এক্ষেত্রে ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি মূলত ১০০ বছরের জন্য এটি ২০১৮ সালে পাশ হলেও তা ২১ শতকের জন্য অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২১০০ পর্যন্ত এর সময়কাল। এটি একটু বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র, তাই এর মেয়াদকাল ২১২০ সাল পর্যন্ত হবে না। 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর সুন্দর বাচনভঙ্গিতে উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন কে ধন্যবাদ জানান। উপস্থাপনায় একটি স্লাইডে ২০৩০ সালের মধ্যে ভুলবশত দারিদ্র দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে তা হবে মূলত চরম দারিদ্র দূরীকরণ। তিনি আরও বলেন ডেল্টা প্ল্যানের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে খুব একটা হাইলাইট করা হয়নি, এর ৭টি চ্যালেঞ্জের সব কয়টিই প্রকৃতির হাতে নির্ভরশীল কোনটি এককভাবে

আমাদের আয়ত্বে নেই। এক্ষেত্রে সকল সেক্টরে আমাদের রেজিলেন্স বৃদ্ধি করতে হবে, তাতে ঝুঁকি কমে আসবে। আন্তদেশীয় নদীগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ভাটিতে অবস্থিত বিধায় এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উজানের দেশের সহায়তার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ডেল্টা ফান্ড গঠনও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সাল পর্যন্ত লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের বিনিয়োগ জিডিপি'র ০.৮ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ করতে হবে। যা আমাদের করের উপর প্রভাব ফেলবে। এক্ষেত্রে ডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে কেননা অধিক ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দারিদ্র দূরীকরণের অন্তরায়। তিনি আরো বলেন, ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় শর্ট টার্ম কর্মসূচী প্রনয়ন করা হবে তা পরিবীক্ষণ করবে জিইডি আর এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ করবে আইএমইডি।

প্রধান অতিথি জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব আইএমইডি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর তথ্যসমৃদ্ধ অতুলনীয় উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এ পরিকল্পনা আসলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এর সুফল ভোগ করতে পারবে। আর এজন্যই এ পরিকল্পনার প্রতিটি ইস্যুতে আমাদের সকলের জ্ঞান থাকা উচিত। এ মহাপরিকল্পনার মধ্যেই মূলত রয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজি, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এসকল প্ল্যান থেকে ডেল্টা প্ল্যানকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার পরে ডেল্টা প্ল্যানকে নির্ধারণ করায় বিষয়টি সবার জন্য অধিকতর বোধগম্য হয়েছে আর এজন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি সোনার বাংলা বিনির্মাণে গৃহীত ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেন। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় এ অঞ্চলে প্রবাহিত নদীর পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, প্রতি বছর নদীগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন বিপুল পরিমানে পলি আসে আবার শুষ্ক মওসুমে পানি পাওয়া যায় না। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ অবস্থানে আছে। এর ফলে আমাদের সামনে রয়েছে নদীর গতিপথ ও জলবায়ূ পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকিসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল, পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল ও নগর অঞ্চল মোট ৬টি হটস্পট এর কথা এ পরিকল্পনায় রয়েছে। চরম দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য আমাদেরকে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লিখিত ৬টি হটস্পটে মোট ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিষয়ক। একই সময় আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই আমাদেরকে এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে সাথে উক্ত ৮০টি প্রকল্পের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেতে পারি।

ব-দ্বীপ হিসেবে কৃষিতে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা, প্রধান কৃষিপণ্য ধান উৎপাদনে ১৯৭৩ সালে যেখানে ১২ মিলিয়ন টন উৎপাদন হয়েছে সেখানে ২০১৮ সালে তার উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৩৬.৩ মিলিয়ন টন। তাছাড়া সম্ভাবনা হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে সমুদ্রে প্রবেশাধিকার, বন্দর সুবিধা, সুন্দরবনসহ অন্যান্য উপাদান। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, এতে আছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি লবনাক্ততা ইত্যাদি। ডেল্টা প্ল্যানের সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে বর্তমানে ২৭টি চলমান রয়েছে। আইএমইডি'র কাজ হচ্ছে এ ২৭টি চলমান প্রকল্প বিশেষভাবে মনিটরিং করা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কর্মকর্তা ছাড়াও এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার সামনে এ ২৭টি প্রকল্পের তালিকা থাকা প্রয়োজন। আলোচনায় ডেল্টা গভর্নেন্স কাউন্সিল এর কথা বলা হয়েছে যার চেয়ারপাসন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আর জিইডি এর সদস্য এ কাউন্সিল এর সদস্য সচিব। তিনি ডেল্টা প্ল্যানে ডিজিটাল লাইব্রেরি, ডেল্টা উপাত্ত ব্যাংক স্থাপন, উপাত্তসমূহ আপডেটকরণ, ডেল্টা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানকে এখানে শক্তিশালীকরণের কথা বলা হয়েছে যেমন: জিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, হাওর অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াসা।

এ ধরনের ওয়েবিনার আমাদের সকলের জন্য শিক্ষনীয়, তিনি বর্তমানে চলমান ওয়েবিনার শেষ হওয়ার পরও শুক্রবার বা শনিবার ছুটিতে কোন একটা সময়ে এরূপ ওয়েবিনার চলমান রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন, প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ বার বার আলোচনায় আসতে পারে। যাতে আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ অনলাইনে সংযুক্ত থাকতে পারেন। এ লক্ষ্যে সকল সহকর্মীকে নিজেদের তৈরী করতে অনুরোধ জানান যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ উপহার এ পরিকল্পনা আত্মস্থ করা যায়। তিনি এসকল আলোচনার বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত লাইব্রেরিতে সংরক্ষণসহ অমনিবাস আকারে সকল কর্মকর্তার নিকট তা প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে এবং আজকের ওয়েবিনারের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

মহাপরিচালক জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর চমৎকার উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এসডিজি, ডেল্টা প্ল্যান ইত্যাদি সকল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একটিই আর তা হচ্ছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এগুলোর ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ এবং তা অর্জন। তিনি উপস্থাপনার সাথে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে ফান্ড কোথা থেকে আসবে এবং ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে প্রকল্প আকারে না প্রোগ্রাম হিসেবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলে আরো সমৃদ্ধ হতো।

সহকারী পরিচালক জনাব আমিনুর রহমান উপস্থাপনকারীকে উপর সুন্দর এবং গঠণমূলক উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থাপনায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট ২৭টি প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত করা হলে আরো ভালো হত মর্মে উল্লেখ করেন।

উপপরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জনাব নাহিদা এর প্রশ্নের জবাবে বলেন ডেল্টা প্ল্যানটি মূলত ৮১ বছরের জন্য। ডেল্টা প্ল্যানকে সামনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডিসহ অন্যান্য সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিচালক ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান এখানে আসার পূর্বে ৪ বছর ধরে তিনি জিইডিতে ছিলেন। তিনি জিইডিতে থাকা অবস্থায় ডেল্টা প্ল্যান করার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি জানান ডেল্টা প্ল্যান মূলত একট টেকনো ইকোনোমিক প্ল্যান। তাছাড়া সন ভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যে যেতে হলে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সংক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৮০টির মধ্যে সীমিত নয়। আর ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য আলাদা বা ডেডিকেটেড কোন ফান্ড না। বরং এডিপি'র আওতায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আর বর্তমানে এ সকল প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণের সামর্থ জিইডি'র নেই। এক্ষেত্রে জিইডি আইএমইডি'র সাথে MoU করতে আগ্রহী মর্মে জানান।

মূখ্য আলোচক জনাব মোঃ আফজল হোসেন, মহাপরিচালক, সেক্টর-৬, সময় উপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে এরূপ আয়োজনের জন্য ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর উপর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে এবং পরিচালক ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান কে তা সমৃদ্ধ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মূখ্য আলোচকের বক্তব্য আরম্ভ করেন। ডেল্টা প্ল্যান মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক, দীর্ঘ মেয়াদী, সমন্বিত ও সামষ্টিক মহাপরিকল্পনা। পানিসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিকূল প্রভাব কমানো এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় ডেল্টা প্ল্যান সামনে রেখে সমন্বিত ও সামষ্টিকভাবে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। যাতে কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলের চ্যালেঞ্জসমূহ গ্রহণ করে যথাযথ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ৬টি হটস্পট ভিত্তিক এলাকাকে সামনে রেখে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবানের মাধ্যমে ডেল্টা প্ল্যানের সফলতা নির্ভরশীল।

সভাপতি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সুন্দর উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপনকারীকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের ওয়েবিনারের আয়োজন নিজেদের মধ্যে আত্ম অনুশীলনের সুযোগ তৈরী করছে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে যা আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। তাছাড়া এরূপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সহকর্মীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এটি চলমান শতাব্দির পরিকল্পনা বর্তমান শতাব্দিতেই বাস্তবায়িত হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজি, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করা হলে তাতে পাওয়া যাবে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, দারিদ্র ও ক্ষুধা মুক্ত ভাবে বেচে থাকা, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। সবগুলো ধারনাকে সমন্বিত করে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে ওয়েবিনারের সকল জ্ঞানকে একিভূত করার মাধ্যমে। আর এ ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ এবং জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। সবশেষে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার সুস্বাস্থ কামনা করে সভাপতি মহোদয় ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন)
পরিচালক (সামাজিক)
ফোন: ৪৮১১৬৩৭২

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 25-04-2021 09:30:37 AM
	Duration (Minutes): 151	End Time: 25-04-2021 12:00:54 PM

Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	IMED Addl Sec Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
4	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED	majid3171965@gmail.com
5	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
6	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
7	Shahadat Hossain# Director (Social)	
8	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
9	Tanmi Shahrin# DS	tahsinahmed548154@gmail.com
10	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
11	Salehin Tanvir Gazi# Director# IMED	stgazi@gmail.com
12	Ahsan Habib#Director#IMED	habib15715@gmail.com
13	Kamal Hossain AD	
14	Aynoorpanna director sec4	
15	MD. Shahidur Rahman# Librarian	msrahman197289@gmail.com
16	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
17	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
18	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
19	Md.Mahbubur Rahman#Director# IMED	
20	S Nazim Uddin (S Nazim Uddin)	
21	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন# প্রোগ্রামার	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
22	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
23	Md. Bashir Ahamed# AD#S-5#IMED	
24	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
25	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
26	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
27	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
28	Md Azgor	azgor33juimed@gmail.com
29	Sarah Sadia Taznin	
30	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
31	Sujan	
32	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
33	Harun# DD#Sec-4	
34	SONIA# IMED	
35	Md.Mahbubur Rahman#Director#IMED	jerinmahbub32@gmail.com
36	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	
37	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
38	Nasimur Sharif	

40	Sujan Bhowmik	
41	Shamimul Haque# Director (Joint Secretary)	
42	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
43	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
44	Pulak Kanti Barua	
45	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
46	AynoorPanna Director#sector4	
47	Md Helal Khan# IMED. S-8	helalkhaneoimed@gmail.com
48	Mamun	ahmed1625023@stud.kuet.ac.bd
49	Upama Akter	upamaomar@gmail.com
50	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
51	A. A. Mamun# Director(JS)	
52	Harun	
53	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
54	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
55	Md.Saiful Islam Director. IMED	
56	04. Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
57	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
58	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
59	Nahida Akter#DD# Sec-3	
60	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
61	Md. Taibur Rahman# Director# Sector-5	trsumon@gmail.com
62	Mustafa Hassan	
63	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
64	Saiful Islam	
65	Shibli khan	
66	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
67	khandaker Mohammad Ali	khmohaiminul@gmail.com
68	Nadira Akhtar (Galaxy J7 Pro)	
69	Dir#imed##s2	naturebd09@gmail.com
70	Md. Siddiqur Rahman	
71	Sonia# IMED	
72	Mohammad Rafiqul Huq	
73	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
74	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com
75	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
76	Rejwana Shabnam	
77	Sarah Sadia Taznin	farjan812@gmail.com
78	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
79	Faisal Kabir	faisalkabir59@gmail.com
80	Nadira Akhtar#DD# Sector-2# IMED	
81	Hafiz	sp@cptu.gov.bd
82	Shameem Kibria#DD#CPTU#IMED	shameem16838@gmail.com

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

Md. Bashir Aha...
ওয়েবিনার-৪: বিষয়
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
২১০০
উপস্থাপনায়
সেক্টর-৬
তারিখ:
১২ বৈশাখ ১৪২৮/
২৫ এপ্রিল ২০২১
সময়: সকাল ১০
মাধ্যম:
প্রধান অতিথি
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব
সভাপতি
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুখ্য আলোচক
জনাব মোঃ আফজল হোসেন
মহাপরিচালক
সেক্টর-৬

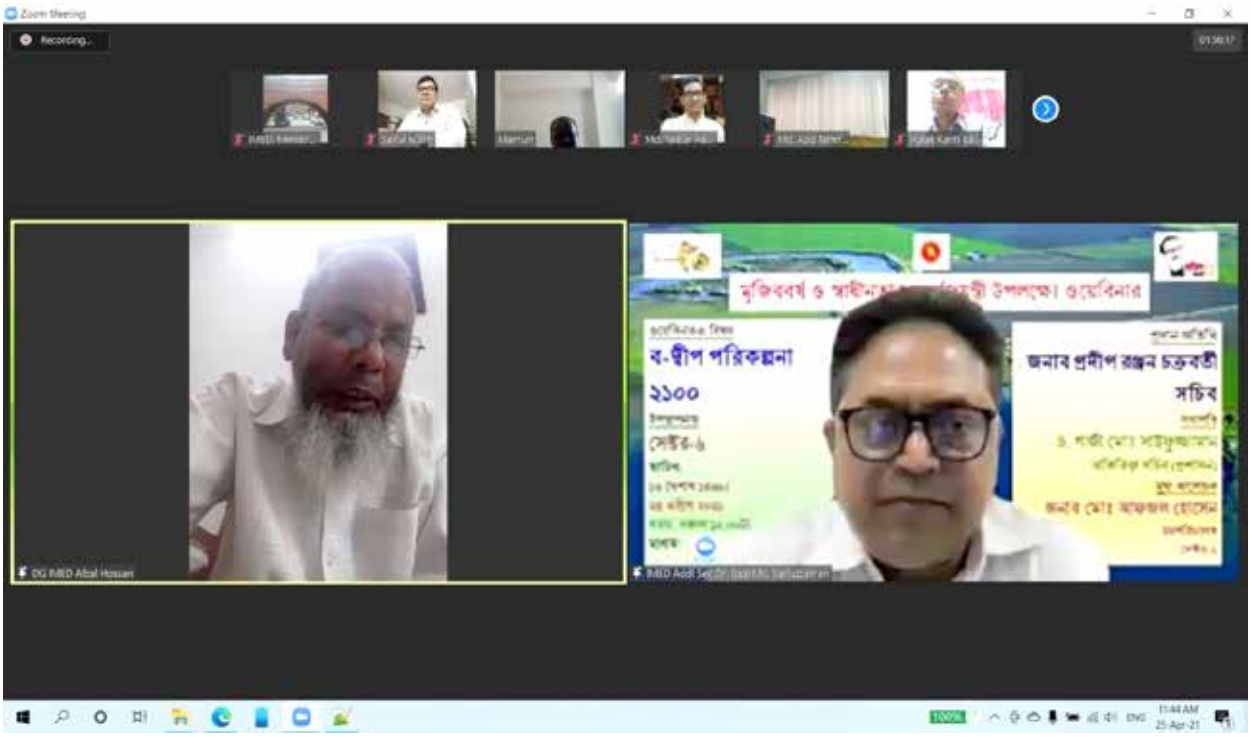

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
২১০০
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

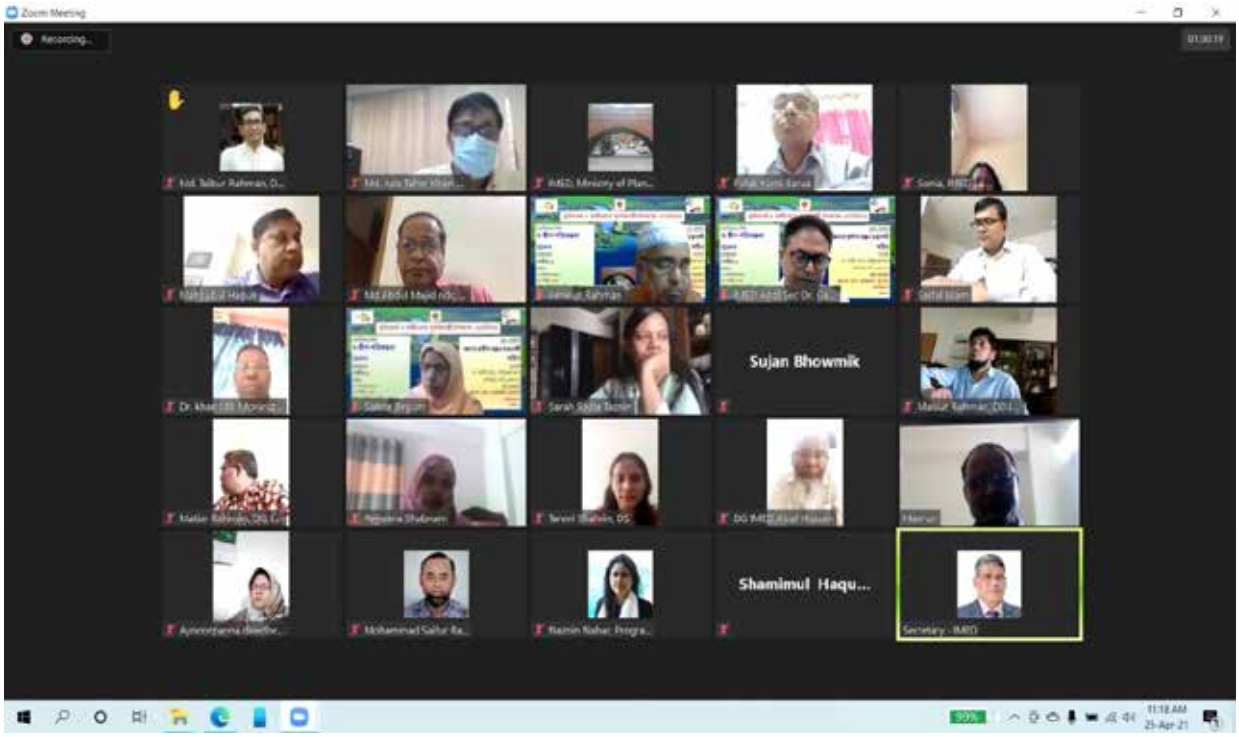

Sujan Bhowmik
Shamimul Haqu...

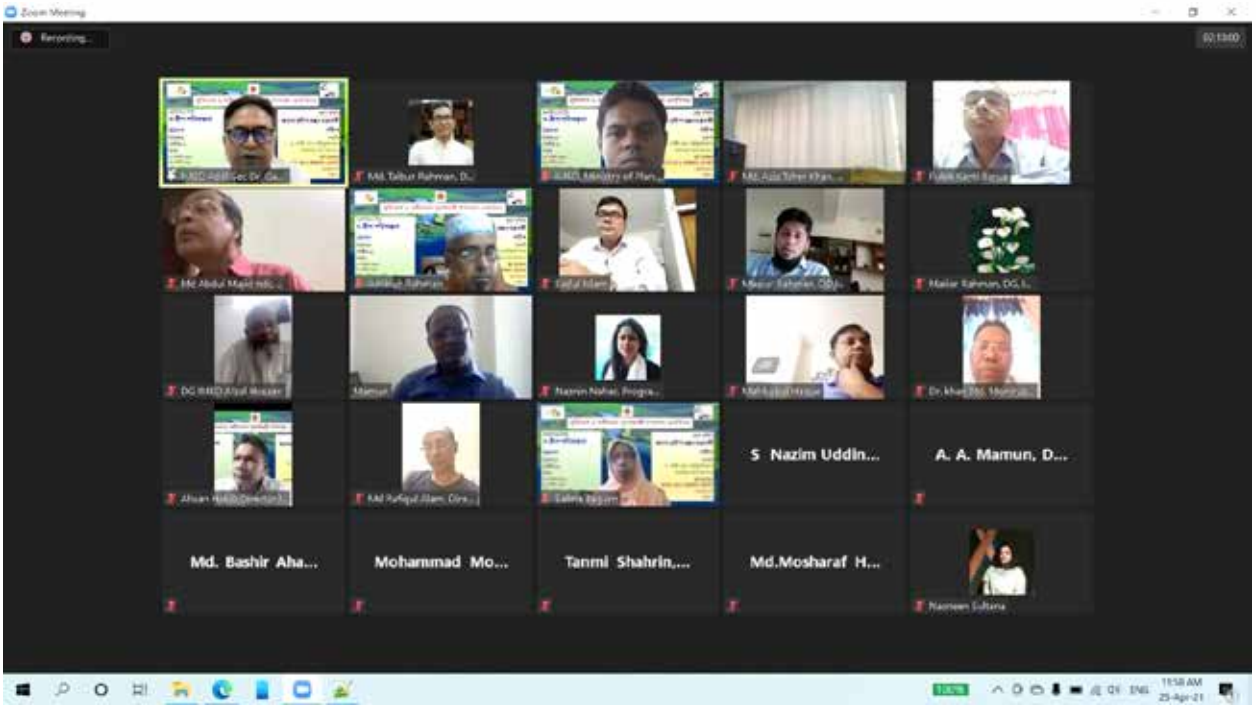
Zoom Meeting
Recording...
S Nazim Uddin...
A. A. Mamun, D...
Md. Bashir Aha...
Mohammad Mo...
Tanmi Shahrin,...
Md.Mosharaf H...

Zoom Meeting
Recording...
Secretary - IMED is talking...
Saidur Rahman
Nasimur Sharif
Masud Akhter K...
Harun, DD,Sec-4
Md.Saiful Islam...
IMED
Nahida Akter,D...
Puban Akhtar

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল

উপস্থাপনায়

আইএমইডি'র সেক্টর-০৭ এর পক্ষ থেকে

এস এম নাজিম উদ্দিন

পরিচালক (উপসচিব)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৭, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ফরম্যাট

সমাপ্তঃ তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

প্রকল্পের নামঃ

১। প্রকল্পের অবস্থান :

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৬ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিক-ল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্বঃ						
০১						
০২						
০৩						

০৪						
০৫						
	উপমোট (রাজস্ব)					
(খ) মূলধন:						
০৬						
০৭						
	উপমোট (মূ-লধন)					
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি					
	(ঘ) পাইস কনটিনজেন্সি					
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর ।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

৭। পটভূমিঃ

৮। উদ্দেশ্যঃ

৯। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

১০। ক্রয় কার্যক্রমঃ

প্যাকেজ	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট
ডিপিপি অনুসারে প্যাকেজ				

১১। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	-			-	-			-
মোট								

১২। উপকারভোগীদের মতামতঃ

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
	-			

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ ।

১৬। অডিট :

অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত অডিট:

অর্থ বছর	অনুচ্ছেদ সংখ্যা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	মন্তব্য
			-	
			-	
	-	-		

১৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৮। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run):

১৯ । ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন (If any):

২০ । চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ:

২২। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

২৩। সুপারিশ:

এক নজরে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশলসমূহ:

১. উপর্যুক্ত ফরমেট অনুসরনে সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন করা যেতে পারে

২. প্রকল্পে প্যাকেজসমূহের ডকুমেন্টেশন দেখা যেতে পারে। যদি অনেক গুলো প্যাকেজ থাকে তাহলে নমুনা ভিত্তিতে কিছু প্যাকেজ সিলেক্ট করে তার ডকুমেন্টস দেখা যেতে পারে।

৩. দেখা যায় কোন প্রকল্প জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অডিটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অডিট সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলো প্রক্রিয়াধীন দেখানো হয় এর ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে এবং নিষ্পত্তি পূর্বক প্রমাণক প্রেরণের কথা বলা যেতে পারে।

৪. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মন্তব্যের কলামে Deviation গুলো ভালোভাবে যাচাই করা যেতে পারে এবং সরেজমিন কোন Deviation পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা তা দেখা যেতে পারে।

৫. পিসিআরএ কখনও কখনও Tender Value প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান দেখানো হয় - এটা যাচাই করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে তার ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে।

৬. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তা দেখা যেতে পারে।

৭. কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন অঙ্গের কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই পিসিআর দাখিল করে এবং সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে কাজ চলমান দেখা যায় যা মোটেই কাম্য নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। কাজ সমাপ্তি নিশ্চিত করে PCR মূল্যায়ন করতে হবে।

৮. প্রকল্পের কোন অঙ্গ কর্তৃপক্ষ কারণবশত বাদ দিলে তা কমিশনের পূর্ব অনুমোদন নেয়া হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে এবং এ ব্যাপারে মতামত থাকতে পারে।

৯.পিসিআরএ কখনও কখনও মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংস্থা প্রধানের মতামত ও স্বাক্ষর থাকে না। সে ক্ষেত্রে মতামত ও স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।

১০. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ও Variation থাকলে তা যথাযথ/ বিধি মোতাবেক হয়েছে কিনা/ অনুমোদনের বিষয় থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদন নেয়া হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

১১. সার্বিক বিশ্লেষনে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা? অর্জিত না হলে এর কারণ মূল্যায়ন করতে হবে, কারো দায়দায়িত্ব আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে।

১২. প্রকল্পের Imamadiate বা প্রকল্প পরবর্তী Short term কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা, প্রকল্পের Effectivenes নিয়ে মতামত দেয়া যেতে পারে।

১৩.সরেজমিনে অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা, ড্রয়িং/ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলামিল করে যাচাই করে মন্তব্য করতে হবে।

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মূল্যায়নে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন শিক্ষনীয় বিষয় থাকলে তা উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণে তা বিবেচনায় নেয়া যায়।

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

বিষয়ঃ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে জুম এপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত "সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল" শীর্ষক ওয়েবিনার এর র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
মুখ্য আলোচক	:	জনাব মো: আব্দুল মজিদ, এনডিসি মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
তারিখ		: ২৪/০৪/ ২০২১
সময়		: সকাল ১০.০০ টা

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ওয়েবিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রধান অতিথির সম্মতিক্রমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ এর পরিচালক জনাব এস এম নাজিম উদ্দিন "সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল" শীর্ষক সেমিনার পেপার Power Point Presentation এর মাধ্যমে মূল পয়েন্টসমূহ উল্লেখ করে উপস্থাপন করেন। তিনি সমাপ্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। এছাড়া, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ এর উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব মশিউর রহমান সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অভিজ্ঞতা বিনিময় অংশে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরিদর্শনের মৌলিক বিষয়াদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসহ উলেখ করেন। অতঃপর সভাপতি সেমিনার পেপারের ওপর সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণের আহবান জানান। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিবেদনের উপর তাদের বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন। পরিশেষে মুখ্য আলোচক সেমিনার পেপার এর বিভিন্ন ইতিবাচক দিক উল্লেখ করে তার গঠনমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ওয়েবিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হলো।

৩। ওয়েবিনারে সেমিনার পেপারের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(১)	ওয়েবিনারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুর রহমান বলেন যে, পিসিআরে প্রাপ্ত তথ্য আইএমইডি'র সর্বশেষ-০৫ ফরম্যাটে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখা প্রয়োজন।	১.১) পিসিআরে প্রাপ্ত তথ্য ও আইএমইডি'র সর্বশেষ-০৫ ফরম্যাটে প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্যতা প্রতিবেদনে উলেখ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
(২)	ওয়েবিনারে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরের সহকারী পরিচালক জনাব সুজন চন্দ্র ভৌমিক বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইএমইডির বাহিরের প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বিশ্ব ব্যাংক সহ অন্যান্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ডিজাইন অনুযায়ী কাজ হয়েছে কিনা তা উলেখ করা যেতে পারে।	২.১) আইএমইডি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে; ২.২) ডিজাইন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সমাপ্ত প্রকল্প প্রতিবেদনে মতামত থাকতে হবে;
(৩)	ওয়েবিনারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর পরিচালক জনাব আইনুর আক্তার পান্না বলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রকল্প ৬৪ টি জেলায় চলমান থাকে। প্রকল্প সমাপ্তির পর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৬৪টি জেলাতে সরেজমিনে গিয়ে প্রকল্পের মূল্যায়ন করা বাস্তবে কঠিন কাজ। এজন্য কতটি জেলায় সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা যেতে পারে এ বিষয়ে একটি গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন।	৩.১) সারাদেশে ৬৪ জেলায় সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কতটি জেলায় পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে তার গাইড লাইন করা যেতে পারে;
(৪)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর পরিচালক জনাব খলিল আহমেদ বলেন যে, ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনে মতামত থাকা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কারণে অতিরিক্ত সময় লেগেছে সে বিষয়েও মতামত থাকা দরকার। সময় বৃদ্ধির কারণ জানতে পারলে পরবর্তীতে অন্যান্য প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাও প্রতিবেদনে উলেখ করা যেতে পারে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা তাও প্রাথমিকভাবে দেখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহের পর পরিসংখ্যানগত বিশেষণ থাকলে প্রতিবেদনের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।	৪.১) ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনে মতামত রাখতে হবে; ৪.২) প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধির কারণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৪.২) প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

(৫)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ এর পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির পরও প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হয়না। এজন্য সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কেন অর্জিত হয়না সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রদানের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।	৫.১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
(৬)	ওয়েবিনারে সিপিটিইউ এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান বলেন যে, প্রকল্পের বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি ছিল কিনা তা পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করা প্রয়োজন।	৬.১) ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং বাস্তব বিচ্যুতি সম্পর্কে মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
(৭)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবদুলাহ আল মামুন বলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ডিপিপি রয়েছে সে ক্ষেত্রে পিসিআর ফরমেট ইংরেজি এর পরিবর্তে বাংলায় করা যেতে পারে। তিনি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের আউটপুট কি অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে মতামত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মতামত প্রদান করেন। যেহেতু সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেজন্য মাঠ পর্যায়ে দুই থেকে তিন দিন সময় বরাদ্দ দেয়ার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, আইএমইডির সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন ম্যানুয়েল সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিদর্শনের পূর্বে সেসব ম্যানুয়েল অধ্যয়ন করলে প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।	৭.১) পিসিআর ফরমেট ইংরেজি এর পরিবর্তে বাংলায় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; ৭.২) প্রকল্পের আউটপুট কি অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে মতামত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৭.৩) সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে দুই থেকে তিন দিন সময় বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; ৭.৪) আইএমইডির সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন ম্যানুয়েল সংগ্রহ করে তার আলোকে মূল্যায়ন করলে মান বৃদ্ধি পাবে;
(৮)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আফজল হোসেন বলেন যে, প্রকল্পের অডিট নিষ্পত্তি সময় সাপেক্ষ বিষয়। এজন্য সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কত টাকা জড়িত আছে এবং এ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।	৮.১) প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য থাকতে হবে;

(৯)	ওয়েবিনারে মূখ্য আলোচক ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ এর মহাপরিচালক জনাব মো: আব্দুল মজিদ এনডিসি বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের দুইটি ভাগ রয়েছে। প্রথমটি হলো প্রস্তুতি পর্বঃ এক্ষেত্রে আইএমইডি ফরমেট অনুযায়ী পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা, বিভিন্ন ছক সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা এবং তথ্যগুলো কনক্লুসিভ কিনা এবং পরবর্তীতে মূল্যায়নের যোগ্য কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি হলো অপারেশনাল পর্বঃ ইহা হলো ইন্ড রেজাল্ট। এক্ষেত্রে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য ডিপিপি/আরডিপিপি স্টাডি করে সমাপ্ত প্রকল্পের সাথে বিচ্যুতি রয়েছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মূলতঃ ডিপিপি'র সাথে প্রকল্পের বাস্তব কাজ সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করাই এই প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন তথ্য গোপন রাখা সঠিক হবে না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, ডিপিপি এর প্রতিটি অঙ্গের সাথে পিসিআর এর প্রতিটি অঙ্গের আর্থিক মিল হুবহু থাকে। এক্ষেত্রে তা সঠিকভাবে যাচাই করা আবশ্যক। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'প্রজেক্ট ইমপ্লিম্যানন্টেশন ম্যানেজমেন্ট' সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা দরকার। প্রতিবেদনের গুণগতমান অনেকটাই নির্ভর করে পরিদর্শকের সর্তকতা, মাইন্ডসেট, ইচ্ছা, সক্ষমতা এবং বিশ্লেষণের উপর। তিনি বলেন, আইএমইডির সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন একটি মৌলিক প্রতিবেদন। এটি কোন মূল প্রতিবেদন নয়। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণক প্রতিবেদনে সংযোজন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, প্রতিবেদন অবশ্যই বাংলায় হওয়া দরকার। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এমটিবিএফ এর ঘাটতি ছিল কিনা তাও উদঘাটন করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনের নামকরণের ক্ষেত্রে 'প্রকল্পের পিসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদন' উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ এক্ষেত্রে পিসিআর মূল্যায়নের পর আরও একটি প্রতিবেদন হবে।	৯.১) আইএমইডি ফরমেট অনুযায়ী পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে; ৯.২) ডিপিপি/আরডিপিপি এর প্রতিটি অঙ্গের সাথে সমাপ্ত প্রকল্পের বিচ্যুতি রয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৯.৩) প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন তথ্য গোপন রাখা যাবেনা; ৯.৪) 'প্রজেক্ট ইমপ্লিম্যানন্টেশন ম্যানেজমেন্ট' এর বিষয়ে প্রতিবেদনে মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৯.৫) অডিট নিষ্পত্তির উপযুক্ত প্রমাণক প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে; ৯.৬) প্রকল্পে এমটিবিএফ এর ঘাটতি ছিল কিনা তা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

(১০)	ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তি পত্র ইত্যাদি যাচাই করা প্রয়োজন। ইন্টার্নাল এবং এক্সটার্নাল অডিট পর্যালোচনা, মাস্টার প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্যতা, বেজলাইন পর্যালোচনা, জনসাধারণের জীবনযাত্রায় এবং সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্পটি কতটা প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে মতামত থাকা প্রয়োজন। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডির সুপারিশের উপরও মতামত থাকা জরুরি। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় সমূহ যথাযথ বিধি অনুযায়ী হয়েছে কিনা এবং হলে কী ধরনের বিচ্যুতি রয়েছে তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রকল্পের ডিপিপি এবং ডিজাইন এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে মতামত থাকা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিপত্র এবং একনেক এর অনুশাসন প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আবশ্যক। আইএমইডিতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ফরওয়ার্ডিং লেটার রয়েছে কিনা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও মতামত রয়েছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। তিনি প্রকল্পের শিরোনাম 'সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন' এর স্থলে 'সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন' উল্লেখ করাই শ্রেয় হবে বলে মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, আইএমইডির বর্তমান পিসিআর এর ফরমেট যথেষ্ট বিজ্ঞান সম্মত। তিনি গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবেদনে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এবং বাস্তব সম্মত সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। যা সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করবে। সর্বশেষে তিনি বলেন যে, কোভিড মহামারীর মধ্যে এ ধরনের ওয়েবিনারের আয়োজনের ফলে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির এবং আত্ম সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিশেষে, সকলের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।	১০.১) প্রকল্প সমাপ্তির পর এর প্রভাব কি হয়েছে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ১০.২) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডির সুপারিশের উপর মতামত থাকতে হবে; ১০.৩) প্রকল্পের ডিপিপি এবং ডিজাইন এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; ১০.৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিপত্র এবং একনেক এর অনুশাসন প্রতিপালনের বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে; ১০.৫) প্রকল্পের শিরোনাম 'সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন' উল্লেখ করতে হবে; ১০.৬) গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবেদনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং বাস্তব সম্মত সুপারিশ প্রদান করতে হবে;
(১১)	ওয়েবিনারের সভাপতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন যে, আজকের ওয়েবিনারটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। ওয়েবিনারের ফলে জ্ঞানের পরিধি, আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকার এবং জনগণের উন্নয়নে এ ধরনের ওয়েবিনার কাজে লাগবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।	

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস.এম মাহবুবুল হক)
সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ও
সহকারী র‍্যাপোটিয়ার

(মোঃ পূবন আখতার)
সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ও
র‍্যাপোটিয়ার

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

Meeting ID: 3506410972 Start Time: 24-04-2021 09: 41:17 AM Duration (Minutes):
End Time: 24-04-2021 12:26:05
Name and User Email :

1	Secretary - IMED prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU shohel_bd2002@yahoo.com
4	Md Abdul Majid ndc# DG# IMED majid3171965@gmail.com
5	DG IMED Afzal Hossan afzal62bd@gmail.com
6	Matiar Rahman# DG# IMED matiar6090@gmail.com
7	Sanjoy Karmakar sanjoyeoimed@gmail.com
8	Faisal Kabir faisalkabir59@gmail.com
9	Upama Akter upamaomar@gmail.com
10	Tanmi Shahrin# DS tahsinahmed548154@gmail.com
11	Shameem Kibria#DD#CPTU#IMED shameem16838@gmail.com
12	Aminur Rahman raminurbd71@gmail.com
13	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst mh1.cga@gmail.com
14	Masiur Rahman (Masiur Rahman) masiur051980@gmail.com
15	Moyazzem Hossain, Programmer; moyazzem.hossain@imed.gov.bd
16	Md Bashir Ahamed# AD#S-5 asmba1213@gmail.com
17	Naznin Nahar# Programmer#IMED naznin.imed@gmail.com
18	IMED# Ministry of Planning sa_ict@imed.gov.bd
19	Md Azgor azgor33juimed@gmail.com
20	Golam Sarwar golam.sarwarimed@gmail.com
21	Saidur Rahman saidurad68@gmail.com
22	Khalil Ahmed# Director# IMED khalilahmed20@gmail.com
23	S Nazim Uddin 24 Mahbubul Haque mahbubmotj@gmail.com
25	Aynoorpanna director sec4
26	Puban Akhtar pubanad1@yahoo.com
27	Md. Mahmudul Hasan mmhasan.imed@gmail.com
28	Md. Mosharaf Hossain
29	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)
30	Siddiqur Rahman
31	Md. Mahfuzar Rahman mahfuz2812@gmail.com
32	MD. Shahidur Rahman msrahman197289@gmail.com
33	Md. Aziz Taher Khan# Director# CPTU# IMED

34	Khairul Amin - Programmer# CPTU khairul.rubel@gmail.com
35	Sujan 36 Salehin Tanvir Gazi# Director# IMED
37	Mamun sector-6 mamun6692@gmail.com
38	Nahida Akter#DD# Sec-3
39	Pulak Kanti Barua
40	Ahsan Habib# Director# IMED
41	A. A. Mamun# Director(JS)
42	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.
43	AynoorPanna Director#sector4
44	Director#imed naturebd09@gmail.com
45	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED. khmohaiminul@gmail.com
46	Md Helal Khan# IMED. helalkhaneoimed@gmail.com
47	Md.Saiful Islam Director. IMED
48	Salma Begum sbm.salma@gmail.com
49	Dr. khan Md. Moniruzzaman
50	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer prograimed@gmail.com
51	Nazneen Sultana nazneen16705@gmail.com
52	Md. Taibur Rahman trsumon@gmail.com
53	Mustafa Hassan
54	Mohammad Saifur Rahman mysaifur@gmail.com
55	Harun Ur Rashid # DD#Sec-4 56 USER
57	Nasimur Sharif
58	Sonia# IMED
59	Md.Julhaz Ali Sarker julhaz.sarker@imed.gov.bd
60	Shahadat Hossain
61	Muhmmed Ashraful Islam# Director
62	Saiful Islam
63	Sarah Sadia Taznin
64	Mahbub Hossan mahbub2imed@gmail.com
65	Md.Mahbubur Rahman#Director#IMED jerinmahbub32@gmail.com
66	Raihan Ahmed raihan.buet03@gmail.com
67	Md aknur rahman aknurakhi@yahoo.com
68	Md Aminul Hoque
69	Nadira Akhtar (Galaxy J7 Pro)
70	Farzana Khanom
71	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer
72	Shibli khan.

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

Zoom Meeting
Recording...
Md Abdul Majid ndc, DG, BIED
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ওয়েবিনার
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল
সেক্টর-৭
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

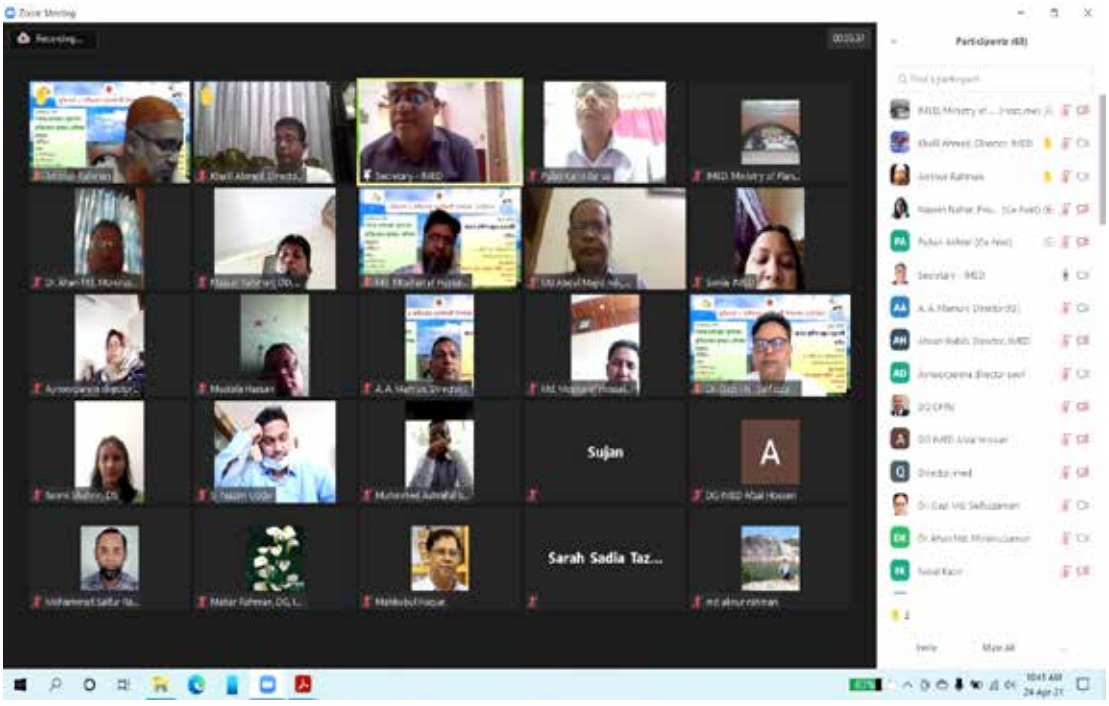
Zoom Meeting
Recording...
Participants (63)
Sujan
Sarah Sadia Taz...

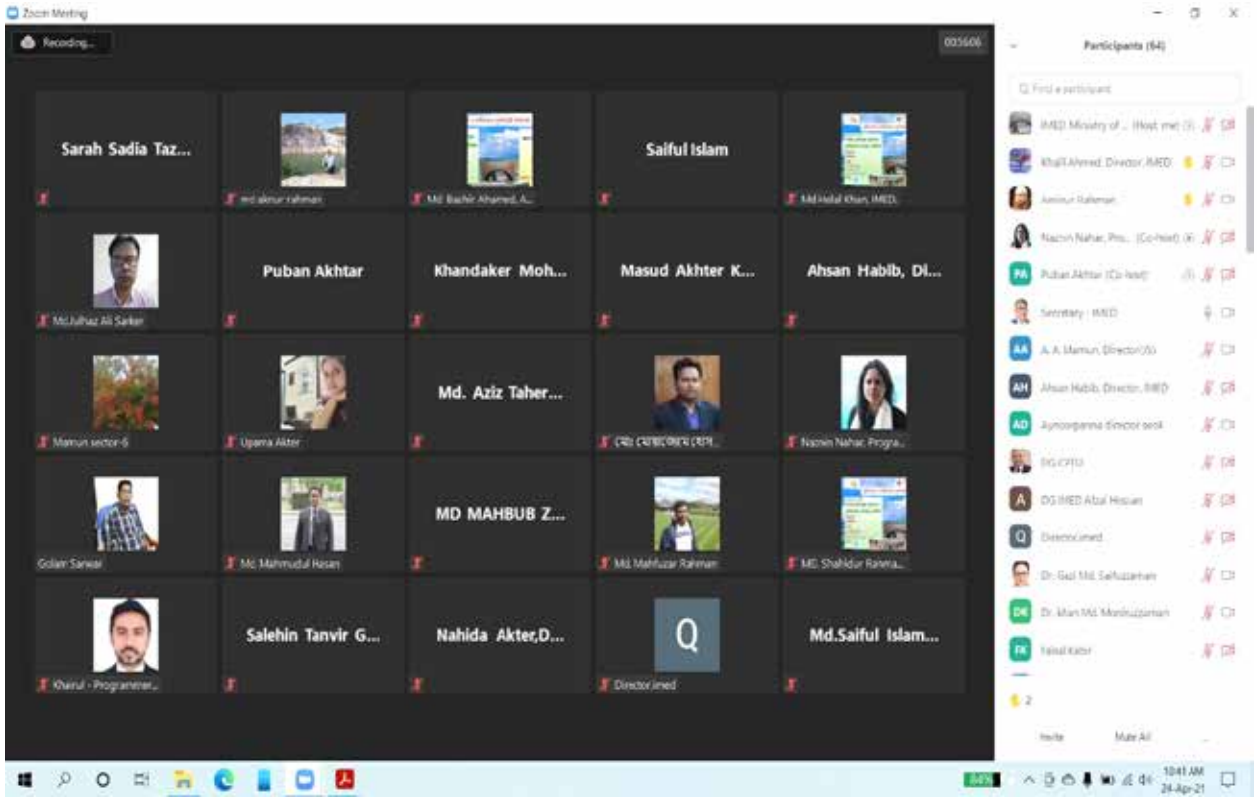
Zoom Meeting
Recording...
Sarah Sadia Taz...
Saiful Islam
Puban Akhtar
Khandaker Moh...
Masud Akhter K...
Ahsan Habib, Di...
Md. Aziz Taher...
MD MAHBUB Z...
Salehin Tanvir G...
Nahida Akter,D...
Md.Saiful Islam...
Participants (64)

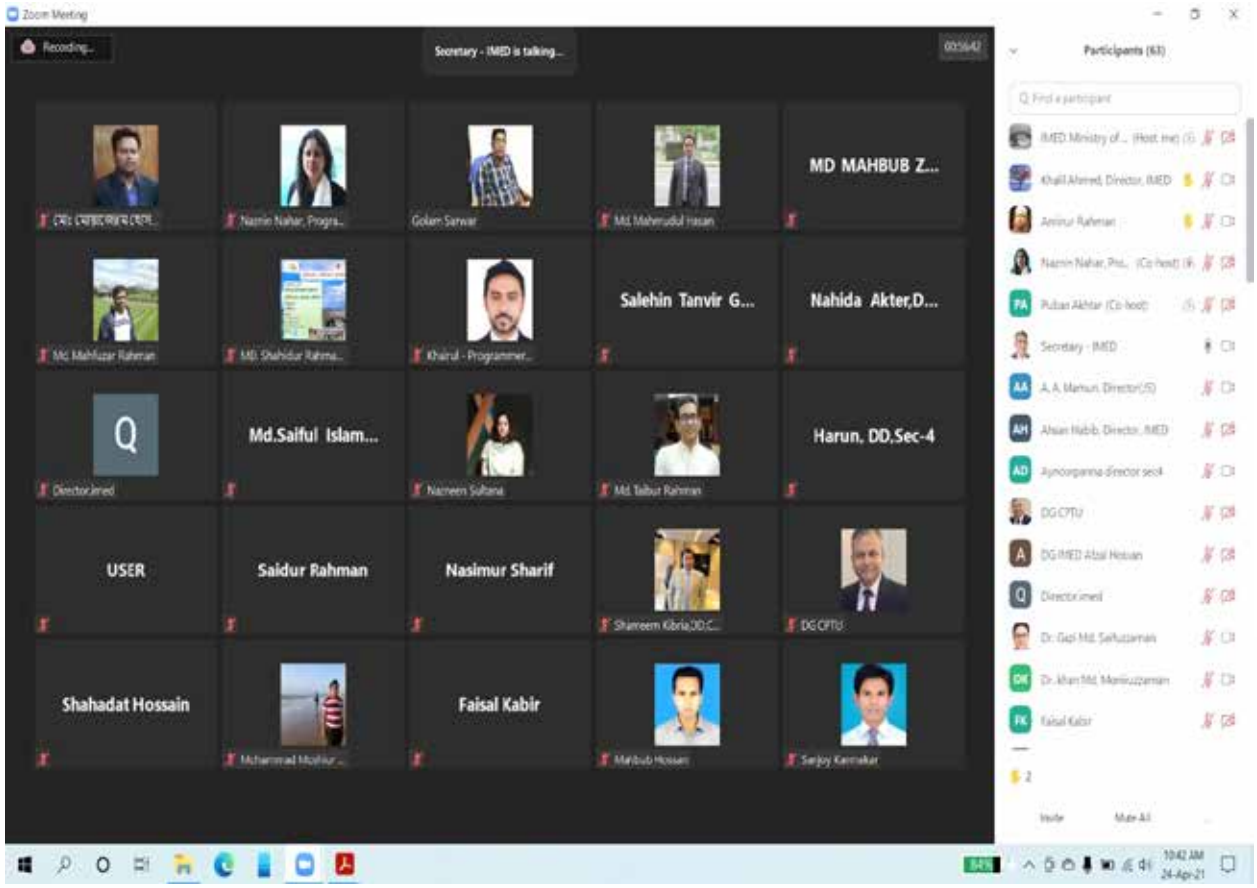
Zoom Meeting
Recording...
Secretary - IMED is talking...
MD MAHBUB Z...
Salehin Tanvir G...
Nahida Akter,D...
Md.Saiful Islam...
Harun, DD,Sec-4
USER
Saidur Rahman
Nasimur Sharif
Shahadat Hossain
Faisal Kabir
Participants (63)

জাতীয় রেট সিডিউল: প্রেক্ষিত আইএমইডি

উপস্থাপনায়
আইএমইডি'র সেক্টর-০৮ এর পক্ষ থেকে
মোঃ রফিকুল আলম
পরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৮, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ
পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৮
শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

তারিখঃ মে ০৫, ২০২১

সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

প্রধান অতিথি	:	জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব, আইএমইডি।
সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, আইএমইডি।
মূখ্য অলোচক	:	জনাব এস এম হামিদুল হক, মহাপরিচালক, সেক্টর-৮, আইএমইডি।
উপস্থাপনায়	:	মোঃ রফিকুল আলম, পরিচালক, সেক্টর-৮,আইএমইডি।
র‍্যাপোর্টিয়ার	:	মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক, সেক্টর-৮,আইএমইডি।
সহকারি র‍্যাপোর্টিয়ার	:	মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান, উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), সেক্টর-৮,আইএমইডি।
সহকারি র‍্যাপোর্টিয়ার	:	মো: হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, সেক্টর-৮,আইএমইডি।

আলোচ্য বিষয়:

- প্রেক্ষাপট
- রেট সিডিউলের সংজ্ঞা
- রেট সিডিউলের ব্যবহার
- বিদ্যমান রেট সিডিউলসমূহ
- বিদ্যমান রেটসিডিউল এর সমস্যা
- বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বিভিন্ন রেট সিডিউলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের একই আইটেমের ভিন্ন ভিন্ন দর
- জাতীয় একক রেট সিডিউলের প্রয়োজনীয়তা
- জাতীয় একক রেট সিডিউলের আইনগত ভিত্তি
- আইএমইডি'র সম্পৃক্ততা
- প্রস্তাবনা/মতামত

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যা অর্জিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিনত করা। সরকারের এই ভিশনকে বাস্তবায়ন করতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০৫১৪৫ কোটি টাকা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ১০ থেকে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা, ভিশন ২০৪১ এর জন্য ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ কোটি টাকা, ডেলটা প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ৩৭.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। অর্থ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিপুল অংকের অর্থের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। কিন্তু ভিশন টার্গেট এর চেয়ে আমাদের সম্পদ সীমিত। একারণে প্রতিটি পরিকল্পনাতেই সরকারের সীমিত সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে *Competitive Price* এর মাধ্যমে সর্বোত্তম মূল্যে গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য ক্রয় একটি উত্তম পন্থা। এক্ষেত্রে প্রতিটি পণ্যের বাজার মূল্য জানা থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে একই পণ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তাদের অফিসিয়াল মূল্য নির্ধারণে সমতা বজায় রাখতে পারে।

বিধি অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়ের জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে হয়। এই দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় *(official cost estimate)* প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন দপ্তর তাদের নিজস্ব বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রস্তুত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সাধারনত রেটসিডিউল বই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা হল এই রেটসিডিউল বই আবার বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বিভিন্ন রকম। যে যার মত করে প্রস্তুত করে ব্যবহার করছে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রেটসিডিউলে প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। সমন্বিত রেটসিডিউল না হলে অনেক সময় প্রকল্প ব্যয়ে ভিন্নতা দেখা দেয়। সমন্বিত ও একক রেটসিডিউল থাকলে প্রকল্পসহ সরকারি ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন হবে না এবং সরকারি ব্যয়ও কমে আসবে। একক রেটসিডিউল প্রণয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক এর অনুশাসন রয়েছে। কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়ন হয় নাই।

রেট সিডিউলের সংজ্ঞা:

- মূল্য তালিকা হলো একই ধরনের একগুচ্ছ সমজাতীয় পণ্যের তালিকা যেখানে তারিখ/স্থান অনুযায়ী মূল্য দেখানো থাকে। এক বা একাধিক দামের সমজাতীয় পণ্যের তালিকা করা হয় এবং প্রতিটি মূল্য শিটে তারিখ দেয়া থাকে। মূল্য শিট সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আপডেট প্রয়োজন হয়;
- সমজাতীয় পণ্য, কাজ ও সেবার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তালিকা ও মূল্য;
- প্রতিটি পণ্য, সেবা ও কাজের মূল্য;
- তারিখ অনুযায়ী নির্ধারণ;
- সময় ও স্থান অনুযায়ী একই পণ্য, কাজ ও সেবার মূল্য নির্ধারণ;
- মূল্যশিট নির্ধারিত সময় পরপর আপডেটকরণ।

রেট সিডিউলের ব্যবহার:

- পিপিআর এর ১৬(৫ক) বিধি অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।
- দরপত্র আহ্বানের পূর্বে অফিসিয়াল মূল্য নির্ধারণ করতে রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।

- ডিপিপি'র প্রাক্কালন প্রণয়নের সময় রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।
- যেকোন সরকারি ক্রয়ে বাজারমূল্য যাচাইয়ের জন্য রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।
- দরপত্র মূল্যায়ন ও ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণে রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।
- আইএমইডি কর্তৃক বিভিন্ন মতামত প্রদান, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে রেট সিডিউল ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যমান রেট সিডিউলসমূহ:

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়াধীন PWD রেট সিডিউল প্রণয়ন করে;
- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়াধীন R&HD রেট সিডিউল প্রণয়ন করে;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন WDB রেট সিডিউল প্রণয়ন করে;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন LGED রেট সিডিউল প্রণয়ন করে;
- নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন BIWTA অরেট সিডিউল প্রণয়ন করে;
- সীমিত পরিসরে কয়েকটি সংস্থার রেট সিডিউল রয়েছে।

বিদ্যমান রেট সিডিউল এর সমস্যা:

- বিদ্যমান রেট সিডিউলগুলো জাতীয় পর্যায়ের নয়;
- এসব রেট সিডিউল সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ব্যবহার করতে বাধ্য নয়;
- একই পণ্য/কাজ/সেবার মূল্য বিভিন্ন রেট সিডিউলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে;
- জাতীয় পর্যায়ে অনুমোদন নেই;
- কনফ্লিট অব ইন্টারেস্ট এর সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ একই সংস্থা/মন্ত্রণালয় রেট সিডিউল প্রস্তুত করে তাদের কাজেই ব্যবহার করে;
- কোন রেট সিডিউলই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না।

জাতীয় একক রেট সিডিউলের প্রয়োজনীয়তা:

- সরকারের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৯০% এবং বাজেটের প্রায় ৪৫% অর্থ ক্রয়ের সাথে জড়িত। এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রতিটি ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ আইন ও বিধি অনুযায়ী গঠিত কমিটির মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থার সড়ক, দালান, ব্রীজ, ইত্যাদি সহ ইলেক্ট্রিক্যাল কার্যের দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত আসলেই সময় সাপেক্ষ এবং এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এই দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুতির কোন বিশেষ নির্দেশনা বা ইউনিক সিস্টেম না থাকায় সবাই বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছে। দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন দপ্তর তাদের নিজস্ব বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রস্তুত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সাধারনত রেটসিডিউল বই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা হল এই রেট সিডিউল বই আবার বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বিভিন্ন রকম। যে যার মত করে প্রস্তুত করে ব্যবহার করছে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রেটসিডিউলে প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কারণে প্রকল্প ব্যয়েও ভিন্নতা দেখা দেয়। সমন্বিত রেটসিডিউল থাকলে প্রকল্প ব্যয়ে ভিন্নতা দেখা দিত না এবং এতে প্রকল্প ব্যয়ও কমে আসত। সমন্বিত রেটসিডিউল তৈরির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক সভার অনেক অনুশাসন রয়েছে। কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়ন হয় নাই।

- ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, যা ইতোমধ্যে অর্জন করেছি।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ।
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি।
- ২০৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ।
- এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ও হবে; যেমন- এডিপি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি, ভিশন ২০৪১, ডেলটা প্ল্যান ইত্যাদি।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপির আকার হলো ২৩২১৪৫ কোটি টাকা এবং প্রতি বছরই এই আকার বাড়বে;
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার হবে ৫টি এডিপির যোগফল যা ১২ থেকে ১৫ লক্ষ কোটি বা কম/বেশী হবে।
- ভিশন ২০৪১ এর ভিত্তিতে ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার হবে কম/ বেশি ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ কোটি টাকার সমান।
- ডেলটা প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ৩৭.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে।
- প্রতিটি পরিকল্পনাতেই বিশাল বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা এবং সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । ডেল্টা প্ল্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০ম চ্যাপ্টারে যথাযথ প্রাক্কলন ও ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে গুরত্ব দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
- সরকারের স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ভিশন বাস্তবায়নে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডিপিপি'র প্রাক্কলনের সমতা আনয়ন;
- প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ;
- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি;
- সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে;
- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অপচয় রোধ করত;
- বিভিন্ন সরকারি অফিসের ক্রয় কার্যক্রমে সমতা আনয়ন;
- সরকারী ক্রয়ে সময় ও অর্থের সাশ্রয় করা;
- Value for money নিশ্চিত করা;
- Conflict of interest দূর করা;
- Result Base M&E নিশ্চিত করা।

একক রেট সিডিউলের আইনগত ভিত্তি ও অনুশাসন:

- পিপিআর এর প্রতিটি ধারাই সরকারি ব্যয়কে যথাযথভাবে করার জন্য নির্দেশক। বিশেষ করে ১৬(৫ক) বিধি অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। যে কোন ক্রয়ের পূর্বে বাজার দর নির্ধারণ করতে হয়। বাজারদর নির্ধারণের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/মাঠ প্রশাসন

এর বাজারদর নির্ধারণের কমিটি রয়েছে।

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৬ এর ১.১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে পিইসি কর্তৃক গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। ২০১৬ সালের পূর্বের পরিপত্রে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের ক্ষমতা আইএমইডিকে দেওয়া ছিল।
- জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত একনেক সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন ছিল "বৃহদাকার প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইএইডি কর্তৃক ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ করতে হবে"।
- ১৯.০৫.২০১৫ তারিখের একনেক সভার অনুশাসন ছিল পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার একটি স্ট্যান্ডার্ড ও একক রেট সিডিউল প্রণয়নের লক্ষ্যে সমন্বয়কের কাজ করবে।
- ০১.১২.২০২০ তারিখের একনেক সভার অনুশাসন ছিল রেট সিডিউল পরিবর্তনে অর্থমন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।
- ১৯.০৫.২০১৫ তারিখের একনেক সভার অনুশাসন ছিল সমন্বিত রেট সিডিউল তৈরি করতে হবে।

আইএমইডি'র সম্পৃক্ততা:

- ডিএসপিইসি সভায় প্রকল্পের প্রাক্কলন নিয়ে আলোচনা;
- পিইসি সভায় প্রকল্পের প্রাক্কলন বিষয়ে আলোচনা;
- এনইসি সভায় প্রকল্পের প্রাক্কলন বিষয়ে আলোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শনের সময়;
- পিসিআর মূল্যায়নের সময়;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন;
- পিআইসি/পিএসসি সভায় প্রকল্পে ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা;
- প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ;
- জাতীয় ক্রয় কমিটিতে মূল্যবান মতামত প্রদান;

প্রস্তাবনা/মতামত:

- জাতীয় একক রেট সিডিউল থাকতে হবে;
- রেট সিডিউল তৈরির জন্য আইএমইডির নেতৃত্বে একটি অথরিটি/কমিশন গঠন করা যেতে পারে;
- প্রণীত রেট সিডিউলগুলো সর্বসাধারণের অবগতির জন্য পিএমআইএস, সিপিটিইউ ও আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে রাখা যেতে পারে।

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয়: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৪ মে, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত "জাতীয় রেট সিডিউল, প্রেক্ষিত আইএমইডি" শীর্ষক ওয়েবিনার এর র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি	: জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব, আইএমইডি।
সভাপতি	: ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, আইএমইডি।
মূখ্যঅলোচক	: জনাব এস এম হামিদুল হক, মহাপরিচালক, সেক্টর-৮, আইএমইডি।
উপস্থাপক	: জনাব মোঃ রফিকুল আলম, পরিচালক, সেক্টর-৮, আইএমইডি।
তারিখ	: ০৪/০৫/২০২১ইং সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থানঃ	Zoom Platform.

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৪ মে, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত "জাতীয় রেট সিডিউল, প্রেক্ষিত আইএমইডি" শীর্ষক ওয়েবিনার গত ০৪-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আইএমই বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল। ওয়েবিনারে আইএমই বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জনচ ক্রবর্তী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন আইএমই বিভাগের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব ড.গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৮-এর পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল আলম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় মুখ্যআলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৮-এর মহাপরিচালক জনাব এস এম হামিদুল হক। কর্মশালায় র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৮-এর পরিচালক জনাব মো: মোশারফ হোসেন, এবং সহকারি- র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৮-এর উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান ও মো: হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা।

১.১। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এবং প্রধান অতিথি সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ওয়েবিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে উপস্থাপক জনাব মোঃ রফিকুল আলম, পরিচালক-কে ওয়েবিনারের বিষয় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব মোঃ রফিকুল আলম, পরিচালক তার উপস্থাপনা শুরু করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় রেট সিডিউলের প্রেক্ষাপট, সঙ্গা, ব্যবহার, বিদ্যমান রেট সিডিউলসমূহের, সমস্যা, বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বিভিন্ন রেট সিডিউল তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের একই আইটেমের ভিন্ন ভিন্ন দর, জাতীয় একক রেট সিডিউলের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় একক রেট সিডিউলের আইনগত ভিত্তি, আইএমইডি'র সাথে রেট সিডিউলের সম্পৃক্ততা এবং প্রস্তাবনা/মতামতসহ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।

২। উন্মুক্ত আলোচনাঃ "জাতীয় রেট সিডিউল, প্রেক্ষিত আইএমইডি"-এর ওপর পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের পর সভাপতি মহোদয় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

২.১। প্রধান অতিথি ও সচিব মহোদয় এর একনেক সভা থাকায় তিনি প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত মতামত তুলে ধরেন। শুরুতেই সচিব মহোদয় বলেন, প্রকল্পের বিভিন্ন দ্রব্যাদির ক্রয় সংক্রান্ত বিয়য়ের জন্য রেট সিডিউল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে পিইসি সভায় অংশগ্রহনের সময় রেট সিডিউল জানা থাকলে সভায় বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণে তা অত্যান্ত সহায়ক ভুমিকা পালন । রেট সিডিউল না থাকলে প্রকল্প ব্যয় সঠিক ভাবে প্রণয়ন করা যায়না। এক রেট সিডিউল থেকে পরের রেট সিডিউল শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয় গুলো সকলের জানা দরকার বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ২০১২ সালে প্রকল্প পাশ হলো ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুয়ায়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ২০১৮ সালে প্রকল্প পাশ হয়েছে ২০১৪ সালের রেট সিডিউল অনযায়ী। এ জন্য একক রেট সিডিউল থাকলে এ ধরনের ভুল হতোনা মর্মে তিনি মতামত তুলে ধরেন। এছাড়া ২০০৮, ২০১১, ২০১৪ সালের রেট সিডিউলের পার্থক্যের শতকরা হার বের করার পক্ষেও তিনি মত দেন।

২.২। উপস্থাপকের উপস্থাপনা শেষে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ এর মহাপরিচালক ও ওয়েবিনারের মূখ্য আলোচক জনাব এস এম হামিদুল হক তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, জাতীয় রেট সিডিউল, প্রেক্ষিত আইএমইডি এই বিষয়টি একটি ইনোভেটিভ ধারনা। এই বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য তিনি সেক্টর-৮ এর সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ফোরামে পাশকৃত সভার তথ্য নিয়ে এই উপস্থাপনা তৈরী করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ের সময় দেখা যায় অনেক পন্যেরই রেট সিডিউল নেই, তখন পন্য কিনতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই কিছু কিছু বিষয়ের রেট সিডিউল একই হওয়া উচিৎ মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থাপকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উপস্থাপক তার উপস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দ্রব্যের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করেছেন। তাই সমন্বিত ও একক জাতীয় রেট সিডিউল থাকলে প্রকল্পসহ সরকারী ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন হবে না এবং প্রকল্প ব্যয় ও কমে আসবে মর্মে তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ করার ক্ষমতা ২০১৬ সালে আইএমইডির ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। যেহেতু আইএমইডি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ করে থাকে তাই প্রতিটি প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ আইএমইডি'র তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত মর্মে তিনি মত পেশ করেন।

এছাড়া, নদী ড্রেজিং এর জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএ এর আলাদা আলাদা দাম নির্ধারণ করা আছে। আবার প্রকল্পের ডিপিপিতে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন হয়। তাই একটি সমন্বিত ও একক জাতীয় রেট সিডিউল থাকলে একেক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ডিপিপিতে দাম ভিন্ন হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না মর্মে তিনি মত দেন। পরিকল্পনা কমিশন থেকে যে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র তৈরী করা হয়েছে তাতে আইএমইডির ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে তিনি জানান। পরিকল্পনা কমিশন আগেই ঠিক করে রাখে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। কেননা PEC সভায় আইএমইডি মতামত দিলেও তা অনেক ক্ষেত্রে কার্যবিবরণীতে আসেনা এবং মতামত আসলোকিনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সঠিক ভাবে জানিনা। তাই পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রে আইএমইডি'র মতামত গুরুত্বের সাথে নেওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা দরকার বলে তিনি মত দেন। এ জন্য একটি সমন্বিত ও একক জাতীয় রেট সিডিউল প্রণয়ন করার পক্ষে তিনি মতামত তুলে ধরেন।

২.৩। জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক বলেন, PPR এ বাজার দর যাচাই মূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করার বিধান আছে। তিনি জাতীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক রেট সিডিউল করা যায় কিনা এ বিষয়ে মত ব্যাক্ত করেন।

২.৪। জনাব মোঃ আমিনুর রহমার, সহকারী পরিচালক বলেন যে, একক রেট সিডিউল না থাকায় প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নে অনেক সমস্যা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি বাস্তবায়ন নাহওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। একক রেট সিডিউল প্রণয়নে আইএমইডির পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা এ বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৫। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সিপিটিইউ রেট সিডিউলের কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি মত দেন। তিনি বলেন, ক্রয় কৃত দ্রব্যের স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে কিনা সেটি দেখা দরকার মর্মে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, পিপিআর এর ১৬ (৭ক) বিধি অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে ব্যয়ের স্পেসিফিকেশন করার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে বলে তিনি মত দেন। তিনি আরো বলেন, বাজারে হঠাৎ করে কোন জিনিসের দাম বেড়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে রেট সিডিউল কার্যকর হবেনা বলে তিনি জানান।

২.৬। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, পরিচালক তথ্য বহুল উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধান এর সভাপতিত্বে একটি রেট সিডিউলক মিটি গঠন করা হয়ে ছিল। এই কমিটি এখনও বলবৎ আছে। করোনার জন্য কাজের অগ্রগতি নেই মর্মে তিনি জানান। সেই কমিটিতে আইএমইডি'র একক প্রতিনিধি আছে। আইএমইডির প্রতিনিধি সঠিক ভাবে অংশগ্রহণ করলে আমরা এ বিষয়ে কাজ করতে পারবো। তিনি আরো বলেন, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ করার দায়িত্ব আইএমইডিকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু একক রেট সিডিউল প্রণয়নের দায়িত্ব আইএমইডি'র নেওয়া ঠিক হবে না মর্মে তিনি জানান।

২.৭। জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান, পরিচালক, সিপিটিইউ তথ্য বহুল উপস্থাপনার জন্য উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রেট সিডিউল গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলো মোটা মুটি একই বা কাছাকাছি। সব জিনিসের জন্য রেট সিডিউল দরকার নেই বলে তিনি জানান। এখানে LGED এর প্রায় ৮০০-৯০০ ক্রয় কারী আছে। তাই স্পেসিফিকেশনটাই প্রধান। এটা আইএমইডি'র পক্ষে করা কঠিন। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের ও এ ধরনের দক্ষ জনবল নেই। সরকারের বড় বড় মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জন্য রেট সিডিউল করা দরকার। আইএমইডির দ্বারা নয় বরং কোন ৩য় পক্ষ দ্বারা এটি করা যায় কিনা এ ব্যাপারে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সেনাবাহিনী দ্বারা অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। তাদের জন্য আলাদা কোন রেট সিডিউল করা যায় কিনা এ ব্যাপারে তিনি মতামত তুলে ধরেন।

২.৮। অতিরিক্ত সচিব মহোদয় জাতীয় কমিশন করে রেট সিডিউল করা যায় কিনা এবং জাতীয় রেট সিডিউল একক হলে ভাল হবে মর্মে তিনি মত দেন। PPR এ রেট সিডিউল বলা নেই। প্রকল্পের ডিজাইন করার সময় দাম সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন, সেনাবাহিনী প্রচুর পূর্ত কাজ করে। তাদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। সেনাবাহিনীর কাজের কোন রেট সিডিউল আছে কিনা তা দেখা দরকার এবং তাদের জন্য আলাদা রেট সিডিউল করা যেতে পারে এবং পরিকল্পনা কমিশনকে এ বিষয়ে পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

২.৯। সিপিটিইউ'র মহাপরিচালক, জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী শুরুতে উপস্থাপকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সমন্বিত রেট সিডিউল তৈরীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক সভার অনুশাসন থাকলে ও অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়া জাতীয় ও একক রেট সিডিউল করতে পারবে না। একক রেট সিডিউল তৈরীর জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটিতে আইএমইডি'র একজন কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে আছেন। আইএমইডির পক্ষে কোন মন্তব্য থাকলে সদস্য কমিটিতে তা তুলে ধরতে পারবেন মর্মে মত দেন। সমন্বিত রেট সিডিউল বিষয়টি সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রফেশনাল সংস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে আলাদা হাই প্রফেশনালদের দিয়ে একটি সংস্থা নির্ধারণ করার প্রস্তাব রাখার জন্য তিনি মতদেন। তাই একক রেট সিডিউলের প্রস্তাবনা দিয়ে তিনি বাজার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য একটি কমিটি করা দরকার মর্মে মতামত দেন। সঠিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে দাম নির্ধারণের জন্য একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে বলে ও সভায় মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন সভায় আলোচনা হলেও তা কখনো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাই একটি বাজার মূল্য নির্ধারণের কমিটি গঠন করার বিয়য়ে উদ্যোগ নেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি তার অভিমত ব্যাক্ত করেন।

২.১০। পরিশেষে সভাপতি ৯টি ওয়েবিনার সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আইএমইডির সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সচিব মহোদয়ের অনুমোদনরে পর ৯টি ওয়েবিনারের রিপোর্ট পুস্তকা কারে লিপিবদ্ধ করে আইএমইডি'র লাইব্রেরীতে রাখা হবে। আইএমইডিতে নতুন কোন কর্মকর্তা যোগদান করলে তারা এগুলো দেখে আইএমইডির কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে। ওয়েবিনার এ উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তার উপস্থিতির জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এখানে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত পক্ষে সবাই কিছুনা কিছু বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত দেশ হবে সেখানে আইএমইডি যেন নেতৃত্ব দিতে পারে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৩। সুপারিশসমূহ: বর্ণিতওয়েবিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহগৃহীত হয়:

৩.১। প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে রেট সিডিউল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় সকলের রেট সিডিউল সম্পর্কে ধারনা বা জানা দরকার। তাছাড়া একটি রেট সিডিউল হতে অন্য রেট সিডিউল এর মূল্য সীমা পরিবর্তন নির্ধারন করা প্রয়োজন;

৩.২। সমন্বিত রেট সিডিউল করার বিষয়ে হাই প্রফেশনালদের দিয়ে একটি সংস্থা/কমিশন করা যেতে পারে এবং সঠিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাম নির্ধারণের জন্য একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করা যেতে;

৩.৩। প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ করার দায়িত্ব আইএমইডিকে দেয়া যেতে পারে;

৩.৪। সেনাবাহিনী পূর্ত কাজের বিষয়টি বিবেচনায় রাখে সেনাবাহিনীর কাজের কোন রেট সিডিউল আছে কিনা তা দেখা দরকার এবং তাদের জন্য আলাদা রেট সিডিউল করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পত্র দেয়া যেতে পারে;

সমাপনীবক্তব্য: ওয়েবিনারে সম্মানীতসভাপতি ওআইএমই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. গাজীমোঃসাইফুজ্জামানতাঁর সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, কর্মশালাটি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকেঁ অভিভূত করেছে। এজন্য তিনি উপস্থিত সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কর্মশালায় আলোচিত বিষয়াটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মতব্যক্ত করেন। অবশেষে উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভাপতি কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: হেলাল খান) মূল্যায়ন কর্মকর্তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও সহকারী র‍্যাপোরটিয়ার	(মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান) উপ-পরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও সহকারী র‍্যাপোরটিয়ার	(মোঃ মোশারফ হোসেন) পরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও র‍্যাপোরটিয়ার

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 3/5/2021 9:42:32 AM
	Duration (Minutes): 196	End Time: 3/5/2021 12:57:48 PM
Serial	Name (Original Name)	User Email
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	shohel_bd2002@yahoo.com
4	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
5	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
6	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
7	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
8	Shamimul Haque# Director (JS)# CPTU	
9	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
10	Md.Mosharraf Hussain	
11	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
12	Md. Iman Ali # Assistant director	
13	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
14	MD. NASIMUR RAHMAN SHARIF	
15	Md.Mahbubur Rahman/Director/IMED	
16	Aynoor Panna	aynoorpanna@gmail.com
17	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
18	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
19	NahidaAkter#DD# Sec-3	
20	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
21	Md. Aziz Taher Khan# Director, CPTU	
22	Md. Iman Ali	iman444ali@gmail.com
23	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
24	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
25	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
26	Kamal Hossain AD	
27	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
28	AynoorPanna Director#sector4	
29	Salehin Tanvir Gazi	stgazi@gmail.com
30	Md Harun Or Rashid	mdharunorrashid1981@gmail.com
31	S M Nazim Uddin	

32	Mustafa Hassan	
33	TanmiShahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
34	PulalkKantiBarua	
35	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
36	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
37	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com
38	Mohammad Moyazzem Hossain	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
39	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
40	dir#imed#s2	
41	UpamaAkter	upamaomar@gmail.com
42	Shahadat Hossain# Director	
43	Muhammad Hamidur Rahman, Evaluation Officer	
44	Md. Shahidur Rahman# Librarian	
45	Sanjoy Karmakar# IMED	
46	Saiful Islam	
47	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
48	A. A. Mamun# Director(JS)	
49	md aknurrahman	aknurakhi@yahoo.com
50	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	prograimed@gmail.com
51	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
52	04. Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
53	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
54	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
55	Md. Taibur Rahman# Director	trsumon@gmail.com
56	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
57	Sonia # Sector-6	
58	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
59	Rejwana Shabnam	
60	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
61	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
62	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	
	Md. Siddiqur Rahman (Md. Siddiqur Rahman	
63	Assistant Director# IMED)	
64	Md. Ashraful Islam# Director# IMED	
65	Mahbubul Haque	
66	Md. Taibur Rahman# Director	

67	Mamun sec-6	
68	Nasimur Sharif	nasimursharif@yahoo.com
69	Shibli khan# personal officer	
70	Kamal# Director #IMED	
71	Shafiul	iktidar.alam@g.bracu.ac.bd
72	Sarah Sadia Taznin	
73	Sujan Chandra Bhowmik	
74	Hafiz# SP# CPTU# IMED	sp@cptu.gov.bd
75	Ahsan Habib#Director#IMED	habib15715@gmail.com
76	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
77	Md. Saiful Islam# Director# IMED	
78	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
79	Mijanur Rahman Miah DD#IMED	mijanrajbari@gmail.com
80	Mohammad Rafiqul Huq, PS-to-Secretary	
81	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
82	Md. Moshiur Rahman	
83	Golam Sarwar	golam.sarwarimed@gmail.com
84	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com
85	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
86	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
87	REJWANA	
88	Aynoor Panna	

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

Zoom Meeting
Participants (54)
ওয়েবিনার-৯: বিষয়
ন্যাশনাল রেট
সিডিউল প্রেক্ষিত
আইএমইডি
উপস্থাপনায়
সেক্টর-৮
তারিখ:
সময়:
প্রধান অতিথি
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব
সভাপতি
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুখ্য আলোচক
ম এম হামিদুল হক
যুগ্মপরিচালক (যুগ্মসচিব)
সেক্টর-৮

Zoom Meeting
Participants (55)
Muhammad Ha...

Zoom Meeting
Secretary - IMED
ন্যাশনাল রেট
সিডিউল প্রেক্ষিত
আইএমইডি
সেক্টর-৮
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

Zoom Meeting
Muhammad Ha...
ন্যাশনাল রেট
সিডিউল প্রেক্ষিত
আইএমইডি
সেক্টর-৮
জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

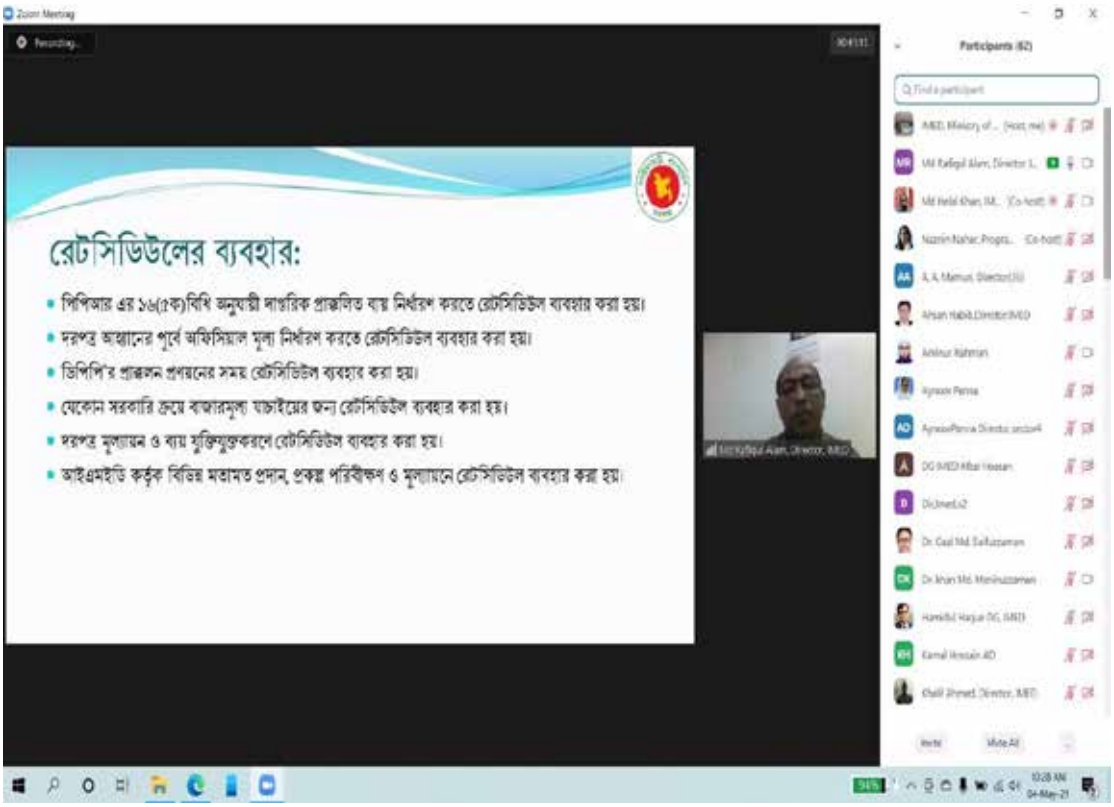
Zoom Meeting
Recording...
Participants (62)
রেটসিডিউলের ব্যবহার:
• পিপিআর এর ১৬(২ক)বিধি অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।
• দরপত্র আহ্বানের পূর্বে অফিসিয়াল মূল্য নির্ধারণ করতে রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।
• ডিপিপি'র প্রাক্কলন প্রণয়নের সময় রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।
• যেকোন সরকারি ক্রয়ে বাজারমূল্য যাচাইয়ের জন্য রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।
• দরপত্র মূল্যায়ন ও ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণে রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।
• আইএমইডি কর্তৃক বিভিন্ন মতামত প্রদান, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে রেটসিডিউল ব্যবহার করা হয়।

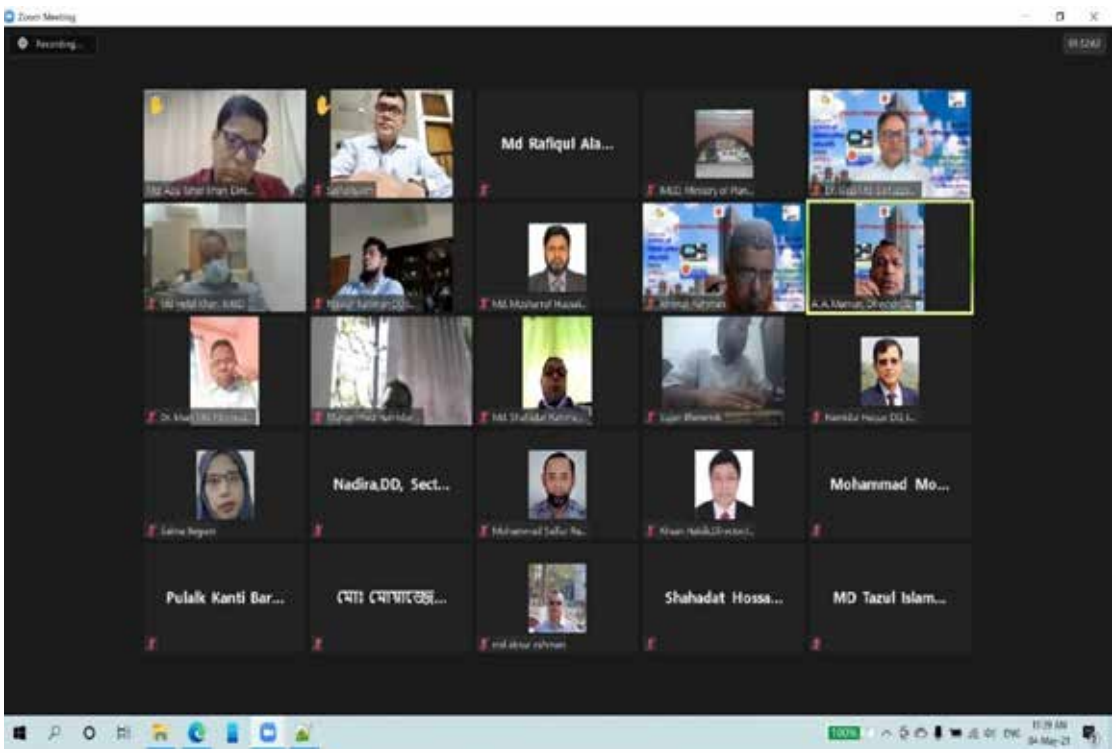
Zoom Meeting
Recording...
Md Rafiqul Ala...
Nadira,DD, Sect...
Mohammad Mo...
Pulak Kanti Bar...
Shahadat Hossa...
MD Tazul Islam...

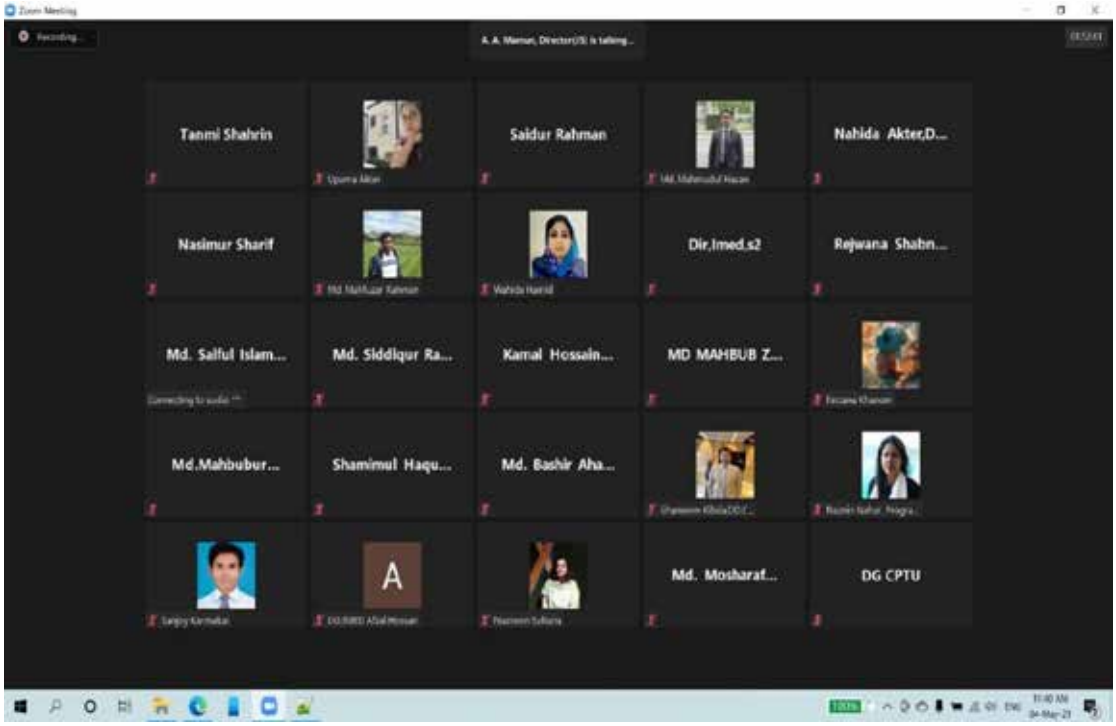
Recording...
A. A. Mamun, Director(IS) is talking...
Tanmi Shahrin
Saidur Rahman
Nahida Akter,D...
Nasimur Sharif
Dir,Imed,s2
Rejwana Shabn...
Md. Salful Islam...
Md. Siddiqur Ra...
Kamal Hossain...
MD MAHBUB Z...
Md.Mahbubur...
Shamimul Haqu...
Md. Bashir Aha...
A
Md. Mosharaf...
DG CPTU

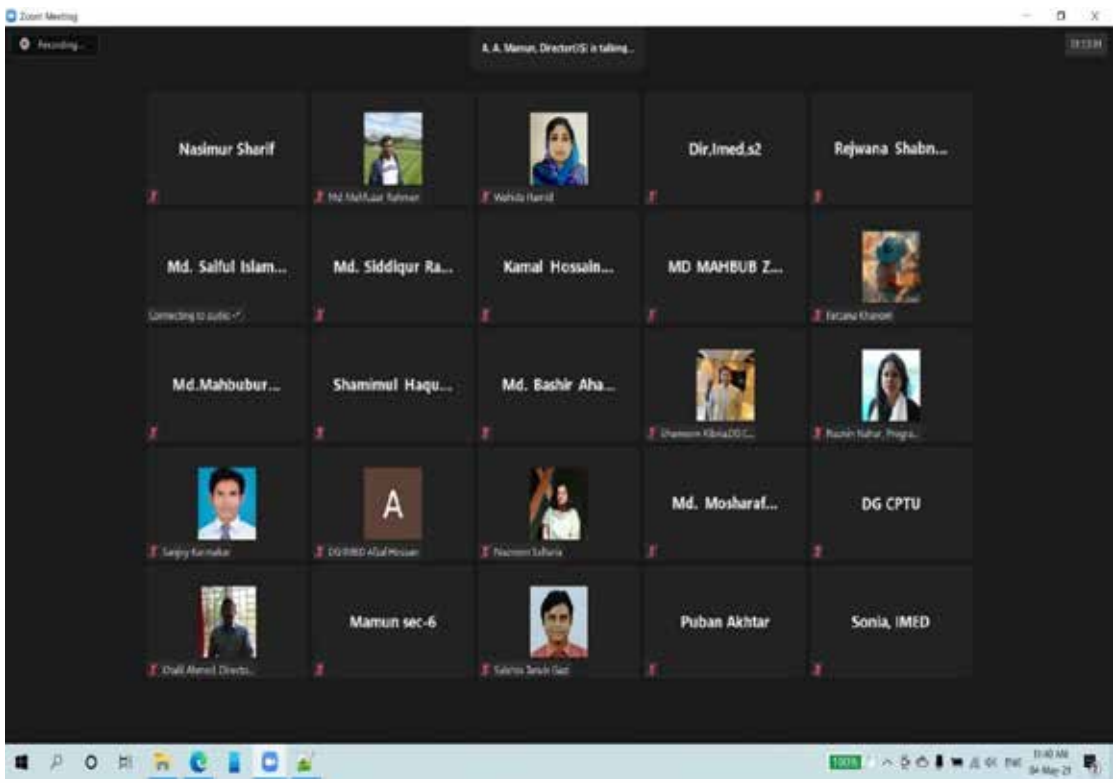
Recording...
A. A. Mamun, Director(IS) is talking...
Nasimur Sharif
Dir,Imed,s2
Rejwana Shabn...
Md. Salful Islam...
Md. Siddiqur Ra...
Kamal Hossain...
MD MAHBUB Z...
Md.Mahbubur...
Shamimul Haqu...
Md. Bashir Aha...
A
Md. Mosharaf...
DG CPTU
Mamun sec-6
Puban Akhtar
Sonia, IMED

সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)

উপস্থাপনায়
মোঃ মোশাররফ হোসেন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট, আইএমইডি

ওয়েবিনার পেপার

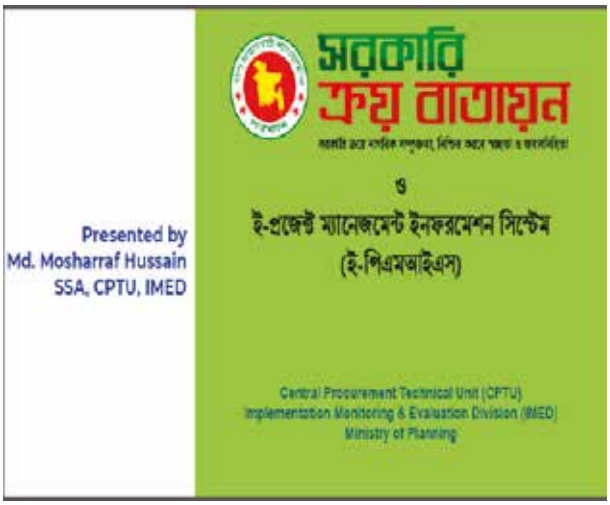
Presented by
Md. Mosharraf Hussain
SSA, CPTU, IMED
সরকারি ক্রয় বাতায়ন
ও
ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
(ই-পিএমআইএস)
Central Procurement Technical Unit (CPTU)
Implementation Monitoring & Evaluation Division (IMED)
Ministry of Planning

Presentation Outline
Why Citizen Portal
What is Where
Data Analytics
Development Of the protal
Data Source
e-PMIS Thinking

সরকারি ক্রয় বাতায়ন
Citizen Portal
A portal to disclose public procurement information to citizens in accordance with the Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules-2008 and Right to Information Act-2009.
www.citizen.cptu.gov.bd

সরকারি ক্রয় বাতায়ন
WHY THIS PORTAL?
Public procurement is done by the tax payers money. They have right to know about it.
Citizen Portal is dedicated for disclosing public procurement related information.
To increase transparency and accountability in public procurement.
To assist ensuring efficiency and good governance in public procurement.

সরকারি ক্রয় বাতায়ন
ADVANTAGES OF THE PORTAL
Easy access to the wide ranges of information related to public procurement across the country
Getting the latest status of public procurement indicators and the comparative figures.
Data download options for using and analyzing
Options to share comments and observations through blogs and social media.
Bilingual contents (Bangla and English)

সরকারি ক্রয় বাতায়ন
DEVELOPMENT AND LAUNCHING OF THE PORTAL

WHO IS THIS PORTAL FOR?
Citizens
Tenderers
Procuring Entities
Concerned government officials
Government policy makers
Researchers, analysts
Journalists etc.

WHAT'S IN THE CITIZEN PORTAL?
Landing page/Home
At a Glance
Procurement Observatory
Blogs
Data Download
Miscellaneous

LANDING PAGE
Informative Homepage
Flash Insights on Banners
Bilingual

Know about Public Procurement
Important Topics on Public Procurement
Public Procurement steps
Steps in public procurement process

KNOW ABOUT PUBLIC PROCUREMENT
Wide ranges of information on eight issues related to public procurement, which citizens want to know, or they need to know.

CITIZEN MONITORING
A citizen can view detail member and project information of any selected project. Local citizens flag out the major problems of the projects and reports to concerned authority seeking corrective measures which are available here

District-wise comparison
Public Procurement scenario in different district
Public Procurement briefly

PROCUREMENT OBSERVATORY
The latest status and comparative picture of the Key Performance Indicators (KPIs) of the public procurement.

AT A GLANCE
Detailed and comparative information of procurement plans, tenders and Notification of Awards (NOAs) across the country.

BLOG
Writings of experts and comments as well as observations of citizens on public procurement

Open Data Download
Developer Mode
Non-Developer Mode
DATA DOWNLOAD
Download data options in developer and non-developer modes.

MISCELLANEOUS
Information on procurement reforms, videos, pictures and links to social media.

সরকারি ক্রয় বাতায়ন
SOURCE OF DATA
Data on the portal is coming directly from the e-GP system.
The portal publishes information from citizen engagement in public procurement.
Data is coming from Procurement experts.
Data is coming directly from citizens.

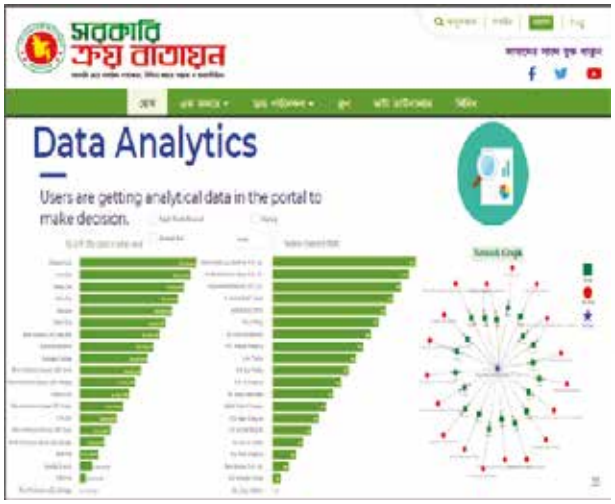
সরকারি ক্রয় বাতায়ন
Data Analytics
Users are getting analytical data in the portal to make decision.

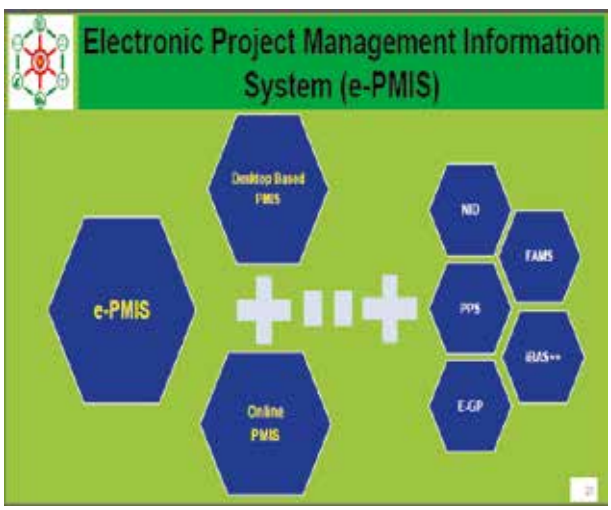
Electronic Project Management Information System (e-PMIS)
Desktop Based PMIS
e-PMIS
Online PMIS
NID
FAMS
PPS
iBAS++
E-GP

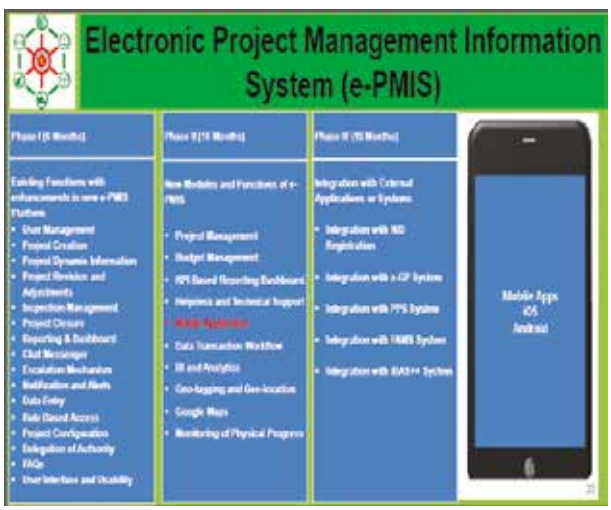
Electronic Project Management Information System (e-PMIS)
Mobile Apps iOS Android

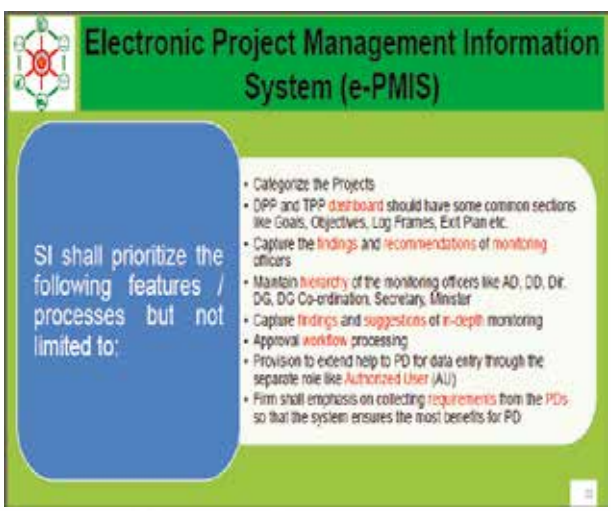
Electronic Project Management Information System (e-PMIS)
SI shall prioritize the following features / processes but not limited to:
Categorize the Projects
DPP and TPP dashboard should have some common sections like Goals, Objectives, Log Frames, Exit Plan etc.
Capture the findings and recommendations of monitoring officers
Maintain hierarchy of the monitoring officers like AO, DD, Dir. DG, DG Co-ordination, Secretary, Minister
Capture findings and suggestions of in-depth monitoring
Approval workflow processing
Provision to extend help to PD for data entry through the separate role like Authorized User (AU)
Firm shall emphasis on collecting requirements from the PDs so that the system ensures the most benefits for PD

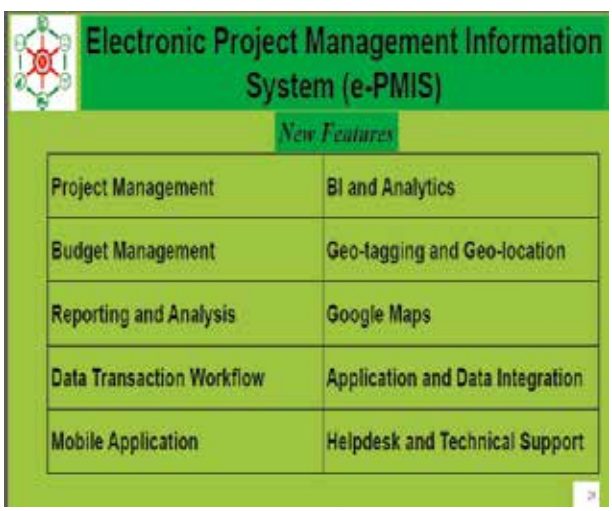
Electronic Project Management Information System (e-PMIS)
New Features
Project Management
BI and Analytics
Budget Management
Geo-tagging and Geo-location
Reporting and Analysis
Google Maps
Data Transaction Workflow
Application and Data Integration
Mobile Application
Helpdesk and Technical Support

Electronic Project Management Information System (e-PMIS)

Chalanges

- High ambitious target
- Functionalities are not well defined
- Multi Stakeholders are involved
- Many decisions are to be made
- Capacity development

25

Electronic Project Management Information System (e-PMIS)

Opportunities

- Dynamic leadership
- Stakeholders Engagement activity
- Training Programme
- A group of efficient positive minded officials
- Project support

26

THANK YOU

Visit: www.citizen.cptu.gov.bd

27

র‍্যাপোটিয়ারের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)"

তারিখঃ মে ০৩, ২০২১

সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

র‍্যাপোর্টিয়ার : মোঃ নাছিমুর রহমান শরীফ, উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ।

সহকারি র‍্যাপোর্টিয়ার : মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রামার, সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ।

প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)"-এর ওয়েবিনার গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে আইএমই বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন আইএমই বিভাগের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। কর্মশালায় সিপিটিইউ-এর সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন বর্ণিত বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্টে উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী। কর্মশালায় আইএমই বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল। কর্মশালায় র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইএমই বিভাগের সিপিটিইউ-এর উপ-পরিচালক জনাব মোঃ নাছিমুর রহমান শরীফ এবং সহকারি- র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিপিটিইউ-এর সিনিয়র প্রোগ্রামার জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান।

০২। **উন্মুক্ত আলোচনা :** "সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)" -এর ওপর পাওয়ারপয়েন্টে উপস্থাপনের পর সভাপতি মহোদয় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

০২.১। উন্মুক্ত আলোচনায় আইএমই বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রকল্পে ক্রয়কার্যক্রমের গুরুত্ব, ই-জিপি, পিপিএ/পিপিআর বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি উন্মুক্ত আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের জ্ঞাতার্থে কর্মশালার মুখ্য আলোচক ও সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী'র কাছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিত

জানতে চান:

- ক্রয় কার্যক্রমে এমন কোন সিস্টেম আছে কি? যার মাধ্যমে একটি ঠিকাদারের সক্ষমতা ঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়। কারণ এটি করা গেলে একজন ঠিকাদারের সক্ষমতা না থাকার পরও অনেক কাজ একসঙ্গে পাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে এবং একই সাথে সরকারি অর্থ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

- আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় একজন ঠিকাদার একই দপ্তরে একই সঙ্গে ১০/১২টি করে কাজ পায়। বাংলাদেশের বর্তমান আইনে এটা রোধ করার কোন উপায় আছে কিনা। তাছাড়া এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের বিস্তর অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়।

- বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কত ভাগ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল?

০২.২। সচিব মহোদয়ের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক জানান যে,-

- দরপত্র দলিল, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এ বর্ণিত বিধি-বিধানের আলোকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন করে থাকে। মূল্যায়ন কমিটি যখন একটি দরপত্র মূল্যায়ন করে তখন ঠিকাদারের আইনগত বৈধতা, কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা এবং আর্থিক সামর্থ্য এ তিনটি বিষয় আমলে নেওয়া হয়। এছাড়াও দরপত্র মূল্যায়নের সময় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকবল এবং যন্ত্রপাতিও একই সঙ্গে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব দেখার দায়িত্ব ক্রয়কারী সংস্থার। ক্রয়কারী সংস্থার মূল দায়িত্ব হলো প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। ক্রয়কারী সংস্থা যদি উল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথ ভাবে পরিপালন করে তাহলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

- অনেক সময় ক্রয়কারী সংস্থা উল্লেখ করে যে, তাঁদের কাছে যদি ঠিকাদারের পূর্বের এবং বর্তমান কাজের তথ্য থাকতো তবে ঠিকাদারের প্রকৃত সক্ষমতা তাঁরা জানতে পারতো এবং একই ঠিকাদারের একই দপ্তরে অধিক কাজ পাওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হতো। এ বিষয়ে মুখ্য আলোচক বলেন, ক্রয়কারী সংস্থার এধরণের বক্তব্য যথাযথ নয়। একটি দপ্তরে কোন কাজ কোন ঠিকাদার পেয়েছে, এ তথ্য ঐ দপ্তরে অবশ্যই রয়েছে। অনেক সময় এ তথ্য তাঁরা আমলে নেয় না। মুখ্য আলোচক মহোদয় দৃঢ়টার সাথে বলেন, যদি সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাঁদের নিজেদের তথ্য ভাণ্ডার ঠিক ভাবে ব্যবহার করতো তাহলে দেখা যাবে ঐ দপ্তরে যে সব ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে আর কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। কোন এক অদৃশ্যকারণে তাঁরা নিজেদের কাছে থাকা তথ্য-ভাণ্ডার ব্যবহার করছে না। তবে সিপিটিইউ টেন্ডারার ডাটাবেইজ তৈরি'র কাজ শুরু করেছে। দ্রুত এ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। টেন্ডারার ডাটাবেইজ তৈরি হলে একটি ঠিকাদার কোথায় কখন কি কাজ করেছে এবং তাঁর পূর্ববর্তী কাজের মান কি ছিল, তা ঐ ঠিকাদারের ডাটাবেইজে জমা থাকবে। ফলে দরপত্র মূল্যায়নের সময় ক্রয়কারী সংস্থা এ ডাটাবেইজের সহায়তা নিয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।

- সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের

প্রায় ৪৫-৫০% ভাগ সরকারি কেটাকাটা হয় এবং শুধু এডিপি'র সাথে তুলনা করলে প্রায় ৮৫-৯০% ভাগ অর্থ সরকারি ক্রয়-কার্যক্রমে ব্যয় হয়।

০২.৩। উন্মুক্ত আলোচনায় সচিব মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮০-৯০% ব্যয় হয় কেনাকাটায়। এক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে যে তাঁর দপ্তরে উল্লিখিত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার সক্ষমতা এবং পিপিআর/পিপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা আছে কিনা। এ বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আইএমই বিভাগের পক্ষ থেকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে, দরপত্র আহ্বানের পর যে সংখ্যক সিডিউল বিক্রি হয়েছে, তার থেকে অনেক কম দরপত্র জমা পড়ে। যে সব দরপত্র দাখিল হবার কথা ছিল অথচ দাখিল হয়নি, এর প্রকৃত কারণ ক্ষতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে কমিটি গঠন করে এসব বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

০২.৪। জনাব সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক বলেন যে, আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের ই-জিপি প্রশিক্ষণ দরকার। তিনি সিপিটিইউ' কে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের ই-জিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ জানান। এছাড়া ই-জিপি'তে দরপত্র মূল্যায়ন এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হয়। সেকারণে মূল্যায়নের সময় দুর্নীতির অনেক সুযোগ থাকে। মূল্যায়নে কিভাবে দুর্নীতি কমানো যায় এ বিষয়ে সিপিটিইউ'কে আরও কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২.৫। জনাব রাফিদ শাহরিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার উল্লেখ করেন যে, ই-পিএমআইএস-এর সাথে আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর সংযোগ (Integration) করা গেলে ই-পিএমআইইস সিস্টেমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ই-পিএমআইএস সিস্টেমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ভিডিও আপলোড করা হলে প্রকল্প মনিটরিং-এ সুবিধা হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, ই-পিএমআইএস সিস্টেম কার্যকর করতে ই-পিএমআইএস থেকে জেনারেট করা পিসিআর রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোন ভাবে তৈরিকৃত পিসিআর রিপোর্ট আইএমই বিভাগ যদি গ্রহণ না করে তাহলে প্রকল্প পরিচালকগণ ই-পিএমআইএস সিস্টেম ব্যবহার করতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আইএমই বিভাগের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

০২.৬। জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক জানান যে, অনেক সময় দেখা যায় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিদর্শনকালে রেট সিডিউল বিষয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে। যদি রেট সিডিউল সিপিটিইউ-এর ক্রয় বাতায়নে আপলোড করা হয় তাহলে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা প্রকল্প পরিদর্শনে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারবে এবং পিইসি সভাতে কার্যকরী ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

০২.৭। জনাব ছালমা বেগম, সহকারী প্রোগ্রামার উল্লেখ করেন যে, বর্তমান পিএমআইএস-সিস্টেমের রিপোর্ট ফর্মেটে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি নতুন ই-পিএমআইএস সিস্টেমে সে সকল সীমাবদ্ধতা দূর করার বিষয়ে মতামত দেন।

০২.৮। জনাব আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক বলেন, বর্তমানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরে বার-বার ফোন করার পরও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সে জন্য ই-পিএমআইএস সিস্টেম দ্রুত চালু করার বিষয়ে অনুরোধ জানান। এছাড়া, যে সকল কর্মকর্তাগণ পিপিআর/পিপিএ প্রশিক্ষণ পাননি তাঁদেরকে দ্রুত প্রশিক্ষণের আওতায় আনার বিষয়ে মতামত দেন।

০২.৯। জনাব মাহবুবুর রহমান, পরিচালক উল্লেখ করেন যে, অনেক সময় দেখা যায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি অথচ ঠিকদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প মেয়াদের থেকেও বেশি সময় নিয়ে ক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা অতীব জরুরী। এছাড়া, ই-পিএমআইএস-সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি বাধ্যতামূলক করা না হলে এটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না মর্মে তিনি মনে করেন।

০২.১০। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, পরিচালক বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পে দেখা যায় প্রকল্প পরিচালকের পছন্দের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দিতে প্রকল্প পরিচালক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ই-জিপিতে অটোজেনারেট দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় তৈরি করা যায় কিনা সেটি খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন।

০২.১১। জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান, পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মুখ্য আলোচকের পক্ষে ওয়েবনিয়ারে জানান যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ePMIS/PMIS আছে। ফলে আইএমই বিভাগের ePMIS সাথে বিভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। ePMIS এর বদলে যদি eGPIMS নামকরণ করা হয় তাহলে নামের মধ্যে Governement থাকার কারণে PMIS এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাতন্ত্র্য থাকবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে, মোট জিডিপির ১৫-২০% জাতীয় বাজেটে যুক্ত হয় এবং ৮-১০% কেনাকাটায় ব্যয় হয়।

তিনি আরো জানান, ক্রয় কার্যক্রমে সংঘটিত দুর্নীতির ৮০ ভাগ হয় ক্রয় প্রক্রিয়া ঠিকভাবে না জানার কারণে। এটাও এক ধরনের দূর্নীতি এবং এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয় এবং যাকে বলা হয় সিস্টেমিক দুর্নীতি। প্রসেস না জানার কারনে ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং এটাকেও দুর্নীতির হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ বাড়ানো গেলে এসব সিস্টেমিক দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে এবং এর ফলে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

০২.১২। ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান, পরিচালক উল্লেখ করেন, ই-পিএমআইএস বাস্তবায়নে আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে। ই-পিএমআইএস সচল না করলে আইএমই বিভাগ জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম হবে না। তিনি ই-পিএমআইএস নাম পরিবর্তন করার বিষয়ে মতামত জানান।

০২.১৩। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, First Track project এবং গুরুত্বপূণ প্রকল্প পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে আইএমই বিভাগে উন্নয়ন সহযোগীদের আদলে সরকারি কর্মকর্তা এবং পরামর্শকদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল/পুল গঠন করা যেতে পারে। উক্ত টিমের কাজ হবে, প্রতিটি প্রকল্পে যে ধরনের ফলাফল আশার কথা সে ধরনের ফলাফল আসছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবে এবং প্রকল্প মনিটরিং কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে।

০৩। সুপারিশসমূহ: বর্ণিত ওয়েবিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

০৩.১। সরকারি ক্রয় কার্যক্রম ও পিপিআর/পিপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে কিনা বিষয়ে আইএমই বিভাগের পক্ষ থেকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

০৩.২। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে দরপত্র বিক্রয়ের তুলনায় অনেক কম দরপত্র দাখিল হওয়ার

বিষয়ে সংস্থা থেকে তথ্য নিয়ে বা প্রয়োজনে কমিটি গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

০৩.৩। আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের পিপিআর ও ই-জিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩.৪। ই-পিএমআইএস এর সাথে আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর ইন্ট্রিগেশনসহ ই-পিএমআইএস সিস্টেমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ভিডিও আপলোড, পিসিআর রিপোর্ট জেনারেট ইত্যাদি কার্যদি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৩.৫। আইএমই বিভাগের ePMIS এর নামকরণ বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

০৩.৬। First Track project এবং গুরুত্বপূণ প্রকল্প পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে আইএমই বিভাগে উন্নয়ন সহযোগীদের আদলে সরকারি কর্মকর্তা এবং পরামর্শকদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ দল/ পুল গঠন করা যেতে পারে।

০৪। **সমাপনী বক্তব্য:** আইএমই বিভাগের সচিব মহোদয় তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, কর্মশালাটি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। এ কর্মশালার মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, আমরা যে মন্ত্রণালইয়েই কাজ করি না কেন আমাদের পিপিএ/পিপিআর সম্পর্কে জানতে হবে। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকেঁ অভিভূত করেছে। এজন্য তিনি উপস্থিত সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কর্মশালায় আলোচিত বিষয়াবলীর আলোকে তিনি বলেন, উপস্থিত আইএমইডি কর্মকর্তাদের থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ আমলে নিয়ে আইএমই বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় তার প্রতিফলন ঘটানো হবে। অবশেষে উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভাপতি কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অংশগ্রহণকারীগণের নামের তালিকা

	Meeting ID: 3506410972	Start Time: 3/5/2021 9:42:32 AM
	Duration (Minutes): 196	End Time: 3/5/2021 12:57:48 PM
Serial	**Name (Original Name)**	**User Email**
1	Secretary - IMED	prc5287@yahoo.com
2	Dr. Gazi Md. Saifuzzaman	saifjahan@gmail.com
3	DG CPTU	shohel_bd2002@yahoo.com
4	DG IMED Afzal Hossan	afzal62bd@gmail.com
5	Hamidul Haque DG# IMED	smhamidul@gmail.com
6	Matiar Rahman# DG# IMED	matiar6090@gmail.com
7	Aminur Rahman	raminurbd71@gmail.com
8	Shamimul Haque# Director (JS)# CPTU	
9	Md. Mosharraf Hussain# Sr. System Analyst	mh1.cga@gmail.com
10	Md.Mosharraf Hussain	
11	Naznin Nahar# Programmer#IMED	naznin.imed@gmail.com
12	Md. Iman Ali # Assistant director	
13	Md. Mahfuzar Rahman	mahfuz2812@gmail.com
14	MD. NASIMUR RAHMAN SHARIF	
15	Md.Mahbubur Rahman/Director/IMED	
16	Aynoor Panna	aynoorpanna@gmail.com
17	Khalil Ahmed# Director# IMED	khalilahmed20@gmail.com
18	IMED# Ministry of Planning	sa_ict@imed.gov.bd
19	Nahida Akter#DD# Sec-3	
20	Salma Begum	sbm.salma@gmail.com
	Md. Aziz Taher Khan# Director (Joint Secretary)#	
21	CPTU# IMED	
22	Md. Iman Ali	iman444ali@gmail.com
23	Saidur Rahman	saidurad68@gmail.com
24	Md Rafiqul Alam# Director# IMED	rafiqul18th@gmail.com
25	Md. Mahmudul Hasan	mmhasan.imed@gmail.com
26	Kamal Hossain AD	
27	Puban Akhtar	pubanad1@yahoo.com
28	AynoorPanna Director#sector4	
29	Salehin Tanvir Gazi	stgazi@gmail.com
30	Md Harun Or Rashid	mdharunorrashid1981@gmail.com
31	S M Nazim Uddin	
32	Mustafa Hassan	

33	Tanmi Shahrin	tahsinahmed548154@gmail.com
34	Pulalk Kanti Barua	
35	Wahida Hamid	whamid68@gmail.com
36	Md Helal Khan# IMED.	helalkhaneoimed@gmail.com
37	Md Bashir Ahamed# AD#S-5	asmba1213@gmail.com
38	Mohammad Moyazzem Hossain	moyazzem.hossain@imed.gov.bd
39	Md.Mosharaf Hossain (Galaxy J7 Max)	
40	dir#imed#s2	
41	Upama Akter	upamaomar@gmail.com
42	Shahadat Hossain# Director	
	Muhammad Hamidur Rahman# Evaluation	
43	Officer# IMED	
44	Md. Shahidur Rahman# Librarian	
45	Sanjoy Karmakar# IMED	
46	Saiful Islam	
47	Masud Akhter Khan# Director# CPTU# IMED.	
48	A. A. Mamun# Director(JS)	
49	md aknur rahman	aknurakhi@yahoo.com
50	Mohammad Moshiur Rahman# Senior Programmer	prograimed@gmail.com
51	Masiur Rahman (Masiur Rahman)	masiur051980@gmail.com
52	04. Raihan Ahmed	raihan.buet03@gmail.com
53	Farzana Khanom	fkakoly11@gmail.com
54	Dr. khan Md. Moniruzzaman	
55	Md. Taibur Rahman# Director	trsumon@gmail.com
56	Khairul Amin - Programmer# CPTU	khairul.rubel@gmail.com
57	Sonia # Sector-6	
58	Sharmin# Senior Assistant Secretary# Admin-3	sharminsaj1985@gmail.com
59	Rejwana Shabnam	
60	Nazneen Sultana	nazneen16705@gmail.com
61	Mohammad Saifur Rahman	mysaifur@gmail.com
62	Khandaker Mohammad Ali# Director# IMED.	
	Md. Siddiqur Rahman (Md. Siddiqur Rahman	
63	Assistant Director# IMED)	
64	Md. Ashraful Islam# Director# IMED	
65	Mahbubul Haque	
66	Md. Taibur Rahman# Director	
67	Mamun sec-6	
68	Nasimur Sharif	nasimursharif@yahoo.com

69	Shibli khan# personal officer	
70	Kamal# Director #IMED	
71	Shafiul	iktidar.alam@g.bracu.ac.bd
72	Sarah Sadia Taznin	
73	Sujan Chandra Bhowmik	
74	Hafiz# SP# CPTU# IMED	sp@cptu.gov.bd
75	Ahsan Habib#Director#IMED	habib15715@gmail.com
76	Sanjoy Karmakar	sanjoyeoimed@gmail.com
77	Md. Saiful Islam# Director# IMED	
78	MD Tazul Islam AD. IMED.	mdtazul606@gmail.com
79	Mijanur Rahman Miah DD#IMED	mijanrajbari@gmail.com
80	Mohammad Rafiqul Huq, PS-to-Secretary	
81	MD MAHBUB ZAMAN KHAN (DD# IMED# MoP)	lordmcru@gmail.com
82	Md. Moshiur Rahman	
83	Golam Sarwar	golam.sarwarimed@gmail.com
84	Rejwana Shabnam	shabnam.eco30@gmail.com
85	Md.Julhaz Ali Sarker	julhaz.sarker@imed.gov.bd
86	Mahbubul Haque	mahbubmotj@gmail.com
87	REJWANA	
88	Aynoor Panna	

ওয়েবিনার স্ক্রিনশট

আইএমইডি'র ওয়েবিনার সিরিজ আয়োজন ও সংকলন প্রকাশের ইতিবৃত্ত

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
আইএমইডি

১.০. আয়োজনের আহ্বান

ডিজিটাল বাংলাদেশের পটভূমিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'র শ্রদ্ধেয় সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সদয় অনুমোদনে বিভাগের কর্মকর্তাদের পারস্পরিক নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি WhatsApp Group রয়েছে। দেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সরকার ঘোষিত বিধি-নিষেধ চলমান অবস্থায় আইএমইডি'র সচিব মহোদয়ের সম্মতি গ্রহণ করে ওয়েবিনার সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্যে বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে হোয়াটস এ্যাপ গ্রুপটিতে নিম্নরূপ একটি পোস্ট প্রদান করা হয়:

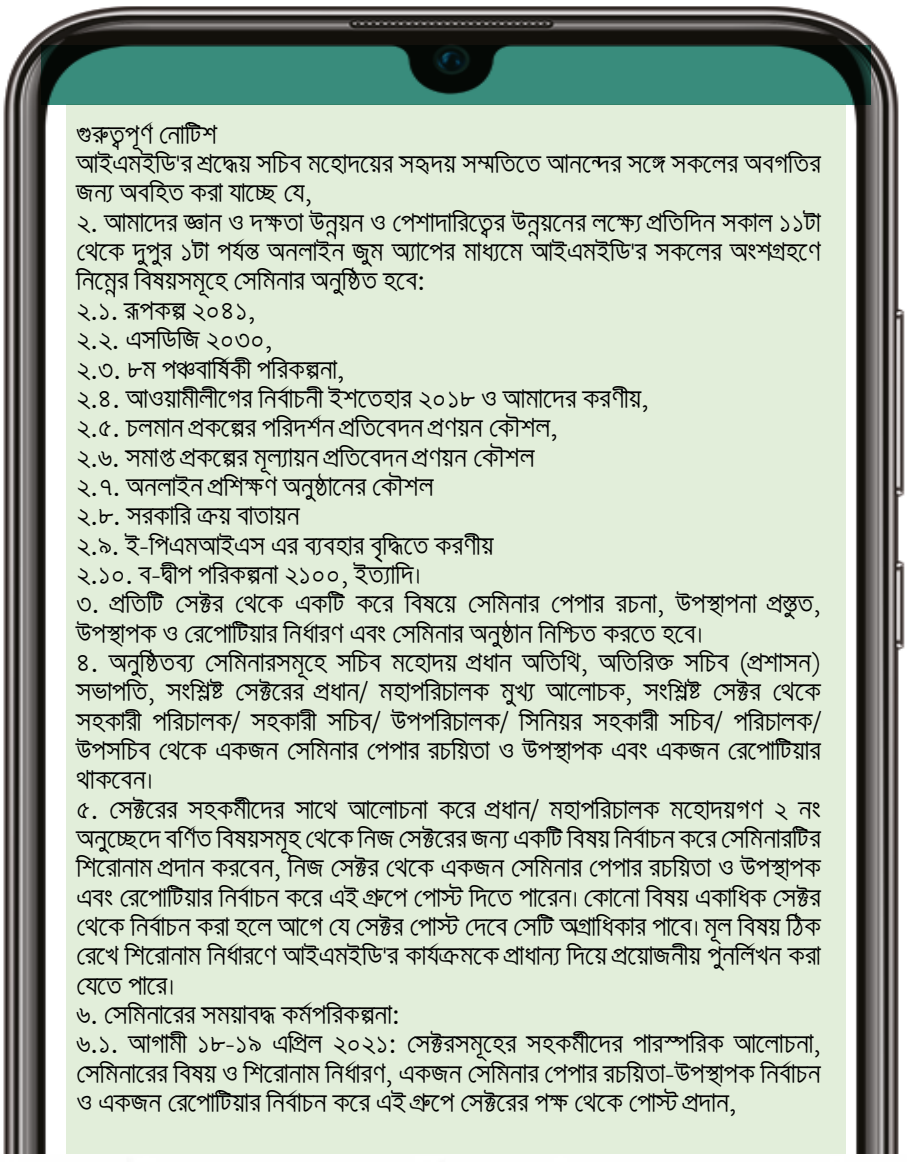

গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ
আইএমইডি'র শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়ের সহৃদয় সম্মতিতে আনন্দের সঙ্গে সকলের অবগতির জন্য অবহিত করা যাচ্ছে যে,
২. আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাদারিত্বের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনলাইন জুম অ্যাপের মাধ্যমে আইএমইডি'র সকলের অংশগ্রহণে নিম্নের বিষয়সমূহে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে:
২.১. রূপকল্প ২০৪১,
২.২. এসডিজি ২০৩০,
২.৩. ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,
২.৪. আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ও আমাদের করণীয়,
২.৫. চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল,
২.৬. সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল
২.৭. অনলাইন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের কৌশল
২.৮. সরকারি ক্রয় বাতায়ন
২.৯. ই-পিএমআইএস এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে করণীয়
২.১০. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, ইত্যাদি।
৩. প্রতিটি সেক্টর থেকে একটি করে বিষয়ে সেমিনার পেপার রচনা, উপস্থাপনা প্রস্তুত, উপস্থাপক ও রেপোটিয়ার নির্ধারণ এবং সেমিনার অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।
৪. অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারসমূহে সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাপতি, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রধান/ মহাপরিচালক মুখ্য আলোচক, সংশ্লিষ্ট সেক্টর থেকে সহকারী পরিচালক/ সহকারী সচিব/ উপপরিচালক/ সিনিয়র সহকারী সচিব/ পরিচালক/ উপসচিব থেকে একজন সেমিনার পেপার রচয়িতা ও উপস্থাপক এবং একজন রেপোটিয়ার থাকবেন।
৫. সেক্টরের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে প্রধান/ মহাপরিচালক মহোদয়গণ ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ থেকে নিজ সেক্টরের জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করে সেমিনারটির শিরোনাম প্রদান করবেন, নিজ সেক্টর থেকে একজন সেমিনার পেপার রচয়িতা ও উপস্থাপক এবং রেপোটিয়ার নির্বাচন করে এই গ্রুপে পোস্ট দিতে পারেন। কোনো বিষয় একাধিক সেক্টর থেকে নির্বাচন করা হলে আগে যে সেক্টর পোস্ট দেবে সেটি অগ্রাধিকার পাবে। মূল বিষয় ঠিক রেখে শিরোনাম নির্ধারণে আইএমইডি'র কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনীয় পুনর্লিখন করা যেতে পারে।
৬. সেমিনারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা:
৬.১. আগামী ১৮-১৯ এপ্রিল ২০২১: সেক্টরসমূহের সহকর্মীদের পারস্পরিক আলোচনা, সেমিনারের বিষয় ও শিরোনাম নির্ধারণ, একজন সেমিনার পেপার রচয়িতা-উপস্থাপক নির্বাচন ও একজন রেপোটিয়ার নির্বাচন করে এই গ্রুপে সেক্টরের পক্ষ থেকে পোস্ট প্রদান,

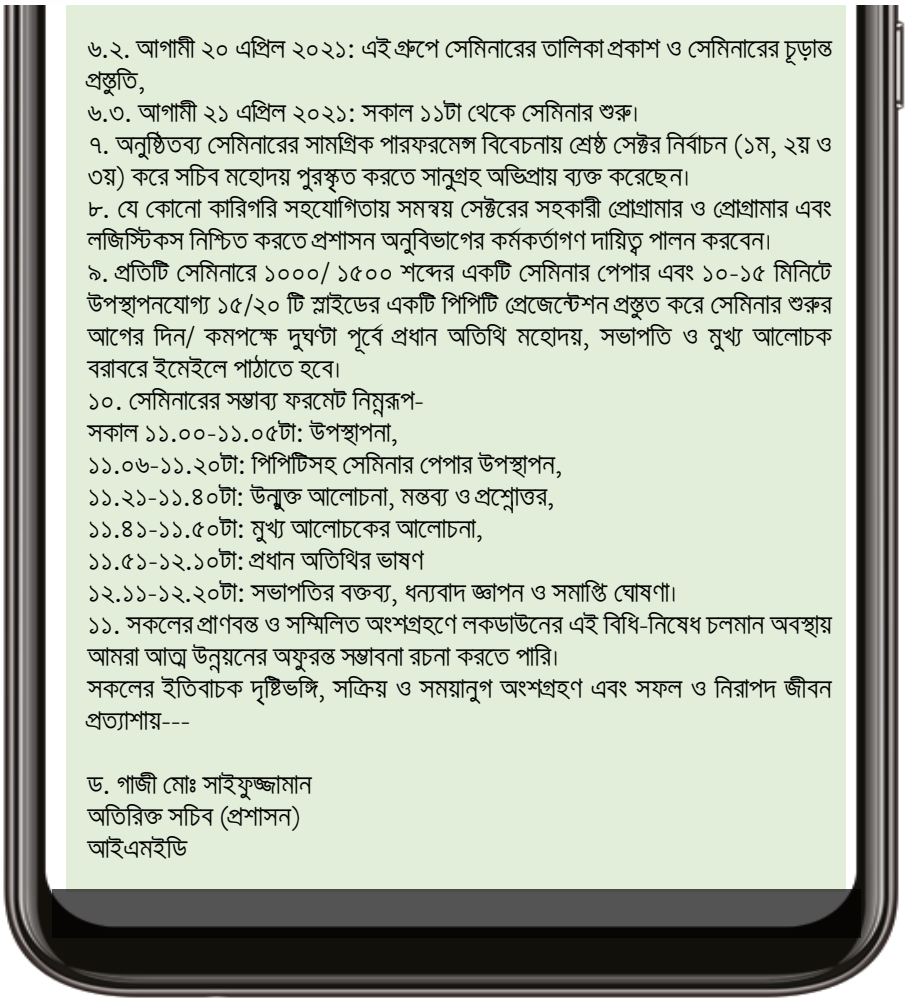

২.০. ওয়েবিনারের অনুষ্ঠানের ঘোষণা

আইএমইডি'র ৮টি সেক্টর ও আইএমইডি'র সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) থেকে বিষয় নির্বাচন করে গ্রুপে পোস্ট দিয়ে অবহিত করার পর ওয়েবিনার আয়োজনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি পোস্টের মাধ্যমে সেমিনার আয়োজনের ঘোষণা প্রদান করা হয়:

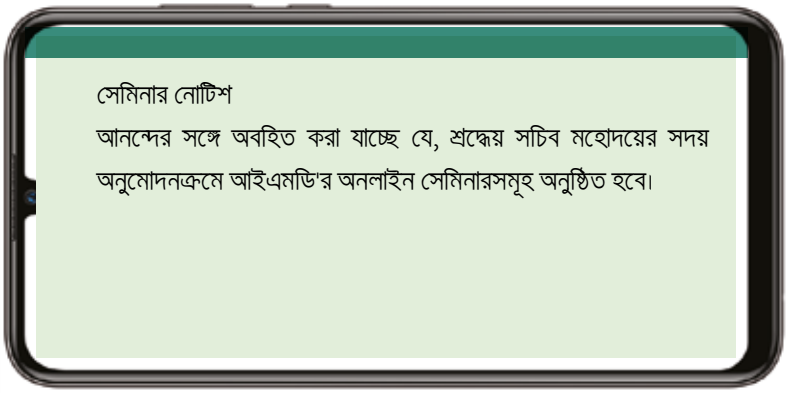

৩.০. ওয়েবিনার সংকলন প্রকাশের আয়োজন

ওয়েবিনারসমূহে আইএমএমডি'র ৭২ থেকে ৯১ জন কর্মকর্তার প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে ওয়েবিনারসমূহ অনুষ্ঠানের পর পরই বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক ইতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। হোয়াটস এ্যাপে গ্রুপে প্রকাশিত কয়েকটি পোস্ট ছিল নিম্নরূপ:

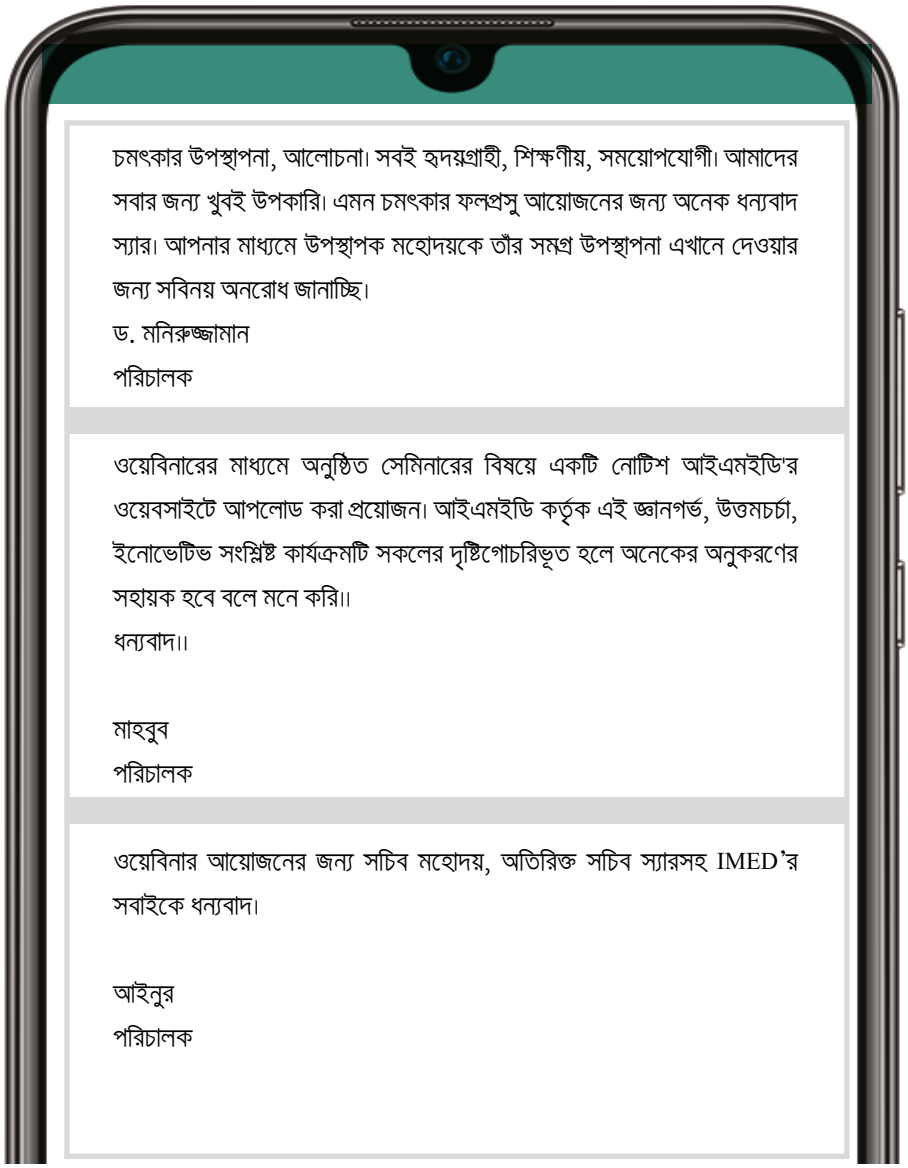

৪.০. ওয়েবিনার সংকলন প্রকাশের আয়োজন

জুম প্লাটফর্মে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠানের পর সচিব মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা অনুসরণ করে আইএমইডি'র ওয়েবিনার পেপার সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত পরবর্তী পোস্ট প্রদান করা হয়:

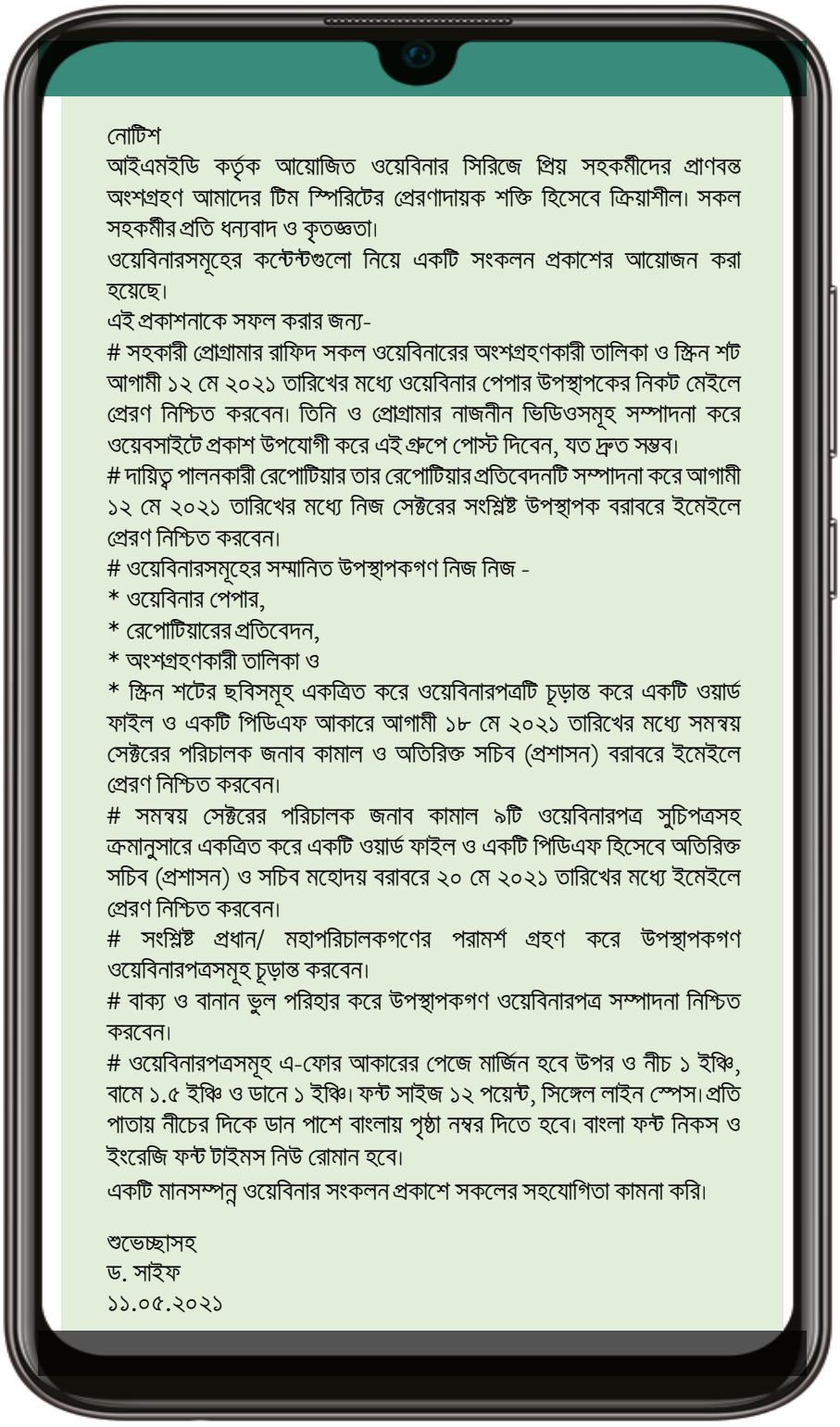

নোটিশ
আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনার সিরিজে প্রিয় সহকর্মীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ আমাদের টিম স্পিরিটের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। সকল সহকর্মীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
ওয়েবিনারসমূহের কন্টেন্টগুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।
এই প্রকাশনাকে সফল করার জন্য-
সহকারী প্রোগ্রামার রাফিদ সকল ওয়েবিনারের অংশগ্রহণকারী তালিকা ও স্ক্রিন শট আগামী ১২ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে ওয়েবিনার পেপার উপস্থাপকের নিকট মেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। তিনি ও প্রোগ্রামার নাজনীন ভিডিওসমূহ সম্পাদনা করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ উপযোগী করে এই গ্রুপে পোস্ট দিবেন, যত দ্রুত সম্ভব।
দায়িত্ব পালনকারী রেপোটিয়ার তার রেপোটিয়ার প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে আগামী ১২ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে নিজ সেক্টরের সংশ্লিষ্ট উপস্থাপক বরাবরে ইমেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
ওয়েবিনারসমূহের সম্মানিত উপস্থাপকগণ নিজ নিজ -
* ওয়েবিনার পেপার,
* রেপোটিয়ারের প্রতিবেদন,
* অংশগ্রহণকারী তালিকা ও
* স্ক্রিন শটের ছবিসমূহ একত্রিত করে ওয়েবিনারপত্রটি চূড়ান্ত করে একটি ওয়ার্ড ফাইল ও একটি পিডিএফ আকারে আগামী ১৮ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে সমন্বয় সেক্টরের পরিচালক জনাব কামাল ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বরাবরে ইমেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
# সমন্বয় সেক্টরের পরিচালক জনাব কামাল ৯টি ওয়েবিনারপত্র সুচিপত্রসহ ক্রমানুসারে একত্রিত করে একটি ওয়ার্ড ফাইল ও একটি পিডিএফ হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও সচিব মহোদয় বরাবরে ২০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে ইমেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
# সংশ্লিষ্ট প্রধান/ মহাপরিচালকগণের পরামর্শ গ্রহণ করে উপস্থাপকগণ ওয়েবিনারপত্রসমূহ চূড়ান্ত করবেন।
# বাক্য ও বানান ভুল পরিহার করে উপস্থাপকগণ ওয়েবিনারপত্র সম্পাদনা নিশ্চিত করবেন।
# ওয়েবিনারপত্রসমূহ এ-ফোর আকারের পেজে মার্জিন হবে উপর ও নীচ ১ ইঞ্চি, বামে ১.৫ ইঞ্চি ও ডানে ১ ইঞ্চি। ফন্ট সাইজ ১২ পয়েন্ট, সিঙ্গেল লাইন স্পেস। প্রতি পাতায় নীচের দিকে ডান পাশে বাংলায় পৃষ্ঠা নম্বর দিতে হবে। বাংলা ফন্ট নিকস ও ইংরেজি ফন্ট টাইমস নিউ রোমান হবে।
একটি মানসম্পন্ন ওয়েবিনার সংকলন প্রকাশে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

শুভেচ্ছাসহ
ড. সাইফ
১১.০৫.২০২১

৫.০. ওয়েবিনার সিরিজ ও সংকলনের প্রত্যাশিত প্রভাব

বিভাগের সকল কর্মকর্তার সহযোগিতায় ওয়েবিনার পেপার সংকলন প্রকাশের আয়োজন করা হয়। আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ ওয়েবিনার সিরিজের অভিজ্ঞতা ও সংকলন পাঠের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানভিত্তিক পেশাদারি কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করবে বলে সুদৃঢ়ভাবে আশা করা যায়। এই প্রয়াস জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের সাথে সাথে সেবার মান উন্নয়নে উত্তম চর্চা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আইএমইডি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার